পরমহংস-পরিব্রাজক

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-সঙ্কলিতা

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

পণ্ডিত-প্রবর-

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রি

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

সম্পাদিতা

[redacted] অনূদিতা

আগমানুসন্ধান-সমিতি-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বিভুপদ ঘোষ

প্রকাশিতা

বঙ্গাব্দ—১৩৪৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত বিভুপদ ঘোষ

৭এ, চালতা বাগান লেন

ও

প্রধান প্রধান সংস্কৃত পুস্তকালয়

প্রিণ্টার—শ্রীরাখালচন্দ্র খাঁড়া

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

মহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরি-কৃত "শাক্তানন্দতরঙ্গিণী" প্রায় ৎসরের অধিক কাল যন্ত্রস্থ থাকিয়া ভগবৎ কৃপায়, 'আগমানুসন্ধান-সমিতি'র ক চেষ্টায় ও সহৃদয় পাঠকবর্গের শুভেচ্ছায় আজ লোকলোচনের গোচরে ছ। 'আগমানুসন্ধান-সমিতি' এ যাবৎ ২২খানি তন্ত্র গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন গ্রন্থই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই, দও কোন গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। আজ হঠাৎ সেই সমিতি হইতে দের সহিত বঙ্গাক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইল দেখিয়া অনেকেই ইহার কারণ ইচ্ছুক হইবেন। তাই সর্ব্বপ্রথমে ইহার কারণ বলা আবশ্যক।

প্রকাশিত তন্ত্র গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া মহাপ্রাণ স্বর্গীয় সার ডরফ্ ও স্বর্গীয় অটলবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঃ তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে সমিতি হইতে পর পর কয়েকখানি তন্ত্র প্রকাশিত বহু পাঠক দুর্ব্বোধ সংস্কৃতের অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বঙ্গানুবাদের সহিত র পুস্তক প্রকাশের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু সমিতির অবৈতনিক ক স্বর্গীয় অটলবিহারী ঘোষ মহাশয়, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তানুসারে সে অনুরোধ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ—বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক তর ও অন্য দেশের পাঠকগণের সুখপাঠ্য হয় না। দেবনাগর অক্ষরের সহিত ন্তু ব্যক্তিমাত্রই পরিচিত বলিয়া এ যাবৎ দেবনাগর অক্ষরেই এই সমিতি তন্ত্র প্রকাশিত হইতেছে।

বিগত সাত বৎসরের মধ্যে সমিতি হইতে লক্ষ্মণেন্দ্র দেশিক কৃত 'শারদাতিলক', চার্য্য কৃত 'প্রপঞ্চসার', মহাকবি কালিদাস কৃত 'চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা', নরসিংহ কৃত 'তারাভক্তি-সুধার্ণব', পূর্ণানন্দকৃত 'ষট্‌চক্রনিরূপণ', (৩য় সং) ও 'তন্ত্রাভিধান' সং) প্রকাশিত হওয়ায় সমিতির সঞ্চিত অর্থ যখন প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম ঠিক সেই সময়েই প্রধান পৃষ্ঠপোষক দ্বারবঙ্গেশ্বর ('শারদাতিলক' ও 'প্রপঞ্চসার' শ করিয়া) স্বর্গত হইলেন। সার জন উডরফ ও অটলবাবু 'চিদ্‌গগন-চন্দ্রিকা' সে দিয়াই মহাপ্রয়াণ করিলেন। বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গেশ শ্রীযুক্ত কামেশ্বর সিংহ বাহাদুর লবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিভুপদ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত য়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বিভুপদ বাবু অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত

হইয়া পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থে শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এদিকে মহাসমরের রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ইউরোপে পুস্তক বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। সঞ্চিত অর্থও পুস্তক প্রকাশে নিঃশেষ হইযা আসিল। তখন সম্পাদক মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র-কলেবর তন্ত্র প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। সেই পুস্তকখানি হইতেছে —উমাপতি শিবাচার্য্য কৃত শৈব দার্শনিক গ্রন্থ **শতরত্ন-সংগ্রহ**। সমিতির সঞ্চিত অল্প অর্থে ২৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দেশী কাগজে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে কিনা সন্দেহ ছিল; তৎসত্ত্বেও সম্পাদক মহাশয় সাহস করিয়া পুস্তকখানি প্রেসে দিলেন। ক্রমশঃ কাগজের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় পুস্তক প্রকাশের আশা নাই দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন সমিতির কতিপয় সুহৃদ্‌বর্গ বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে তন্ত্র প্রকাশের পরামর্শ দিলেন। আশা—বিদ্যানুরাগী বাঙ্গালী ধনীর ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাহা হইলে সমিতি পূর্ব্বের মতই নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিদ্যানুরাগী পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের এই শুভ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমি ইহাতে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও সমিতির শুভেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার অনুবাদ ও সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হই।

এই পুস্তকের কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইতে না হইতেই কাগজ দুর্ম্মূল্য ত হইলই, দুষ্প্রাপ্যও হইয়া উঠিল। সম্পাদক মহাশয় মহাচিন্তায় পড়িলেন। যাহা হউক, ৺রাজরাজেশ্বরীর অপার অনুগ্রহে সেই সময়ে পুস্তক-বিক্রেতৃগণের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। সে অর্থে কোনরূপে 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও 'শতরত্ন-সংগ্রহ' মুদ্রিত হয়।

এখন ইহার একটী ভূমিকা আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে ভূমিকা না হইলে সম্পাদকের সম্পাদনা পূর্ণ হয় না। আধুনিক পাঠকগণও মনে করেন—ভূমিকা না হইলে গ্রন্থও পূর্ণাঙ্গ হয় না; কিন্তু আধুনিক যুগের ভূমিকা লেখা এ দুঃসময়ে আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিয়া এবারের মত আমার বক্তব্য শেষ করিব। আশা করি—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইচ্ছা রহিল—যদি কখনও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে সেই সময়ে ইহার একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিব।

শাস্ত্রে 'তন্ত্র' শব্দটী বহু অর্থে প্রযুক্ত হইলেও 'মন্ত্রশাস্ত্র' অভিপ্রায়ে উহা সমধিক প্রসিদ্ধ। 'তন্ত্র' বলিলে সাধারণতঃ আগম, নিগম, যামল প্রভৃতি শাস্ত্রই বুঝায়। পরবর্ত্তী কালের রচিত আগমশাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থগুলিও 'তন্ত্র' নামে অভিহিত হয়। আধুনিক

গবেষকগণ এই তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বা আধুনিক বলিয়া প্রচার করিলেও (১) সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী প্রখ্যাত পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহাকে অপ্রামাণিক বা আধুনিক বলিতে সাহস ত করেনই নাই; পরন্তু বহুভাবে উহার প্রামাণ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

---

(১) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ছদ্মবেশে দেবদেবী" নামক প্রবন্ধে (হর-প্রসাদ সম্বর্দ্ধন লেখমালার ২য় খণ্ডের ৩য় প্রবন্ধ) কালী, তারা প্রভৃতিকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া সমর্থন করিতে যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইরূপ:—

১। হিন্দুতন্ত্রে তারামূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অভাব। ২। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক তারা-ধ্যানোক্ত 'পঞ্চমুদ্রা' শব্দের অপব্যাখ্যা ও বৌদ্ধগণের সমীচীন ব্যাখ্যা। ৩। হিন্দুতন্ত্রে একজটা নামের অর্থ নাই। ৪। অক্ষোভ্য শব্দের অপব্যাখ্যা এবং অক্ষোভ্যের তারার মস্তকে অবস্থিতির কারণ নির্ণয়ে হিন্দুগণের অসামর্থ্য ও বৌদ্ধগণের সামর্থ্য। ৫। বৌদ্ধ দেবতা একজটার অবান্তর মূর্ত্তি মহাচীনতারার সহিত হিন্দু তারার ঐক্য। ৬। বৌদ্ধ তারার পূর্ব্বে হিন্দুতারার অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। ৭। বুদ্ধদেবের নিকট বশিষ্ঠের তারামন্ত্র লাভ। ৮। বৌদ্ধ সিদ্ধনাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক তারা পূজার প্রচার।

আমরা বিনয়তোষ বাবুর এই যুক্তিগুলিকে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাহার কারণ সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। কাঃ—তন্ত্রসার-কার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'পঞ্চমুদ্রা' পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শব্দার্থমাত্র, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে। ভগবান্ যাস্ক ত্রিবিধ ব্যাখ্যার রীতি দেখাইয়া অযোগ্যের নিকট বিদ্যাদান ও বিদ্যার রহস্যোদ্ঘাটন নিষেধ করিয়াছেন—"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়াঽনৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্।" (নিরুক্ত ১১২ পৃঃ) সমস্ত তন্ত্রেও এই বিদ্যাগুপ্তি বিহিত হইয়াছে—"দেবাগ্নিগুরুভক্তায় নিত্যং ভক্তিযুতায় চ। প্রদাতব্যমিদং শাস্ত্রং নেতরেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ॥ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমূহনীয়ং প্রযত্নতঃ। নাশিষ্যায় প্রদাতব্যং নাপুত্রায় কদাচন॥" (শতরত্নসংগ্রহোল্লেখনীধৃত 'সর্ব্বজ্ঞানোত্তর' বচন) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুগণ উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্যের নিকট কোন রহস্য প্রকাশ করেন না, ইহা আজও দেখা যায়। যাহা সম্প্রদায় পরম্পরায় রহস্যবিদ্যারূপে প্রচলিত, তাহা তাঁহারা গ্রন্থে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই জন্যই তাঁহারা 'একজটা' নামের রহস্য এবং অক্ষোভ্যের তারা-মস্তকে অবস্থিতির কারণও নির্ণয় করেন নাই। তোড়ল তন্ত্রে অক্ষোভ্যের যে অর্থ দেখা যায়, উহা রহস্য বিদ্যা নহে। সুতরাং রহস্য প্রকাশ না করাটা অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। বিশেষ তোড়ল তন্ত্রের অক্ষোভ্য এবং তারার মস্তকস্থিত অক্ষোভ্য কি এক?

২। কাঃ—মুদ্রা শব্দের কপাল অর্থ অন্যত্র প্রসিদ্ধ না হইলে তন্ত্রে কি উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না? বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে যে অর্থে যে যে শব্দের ব্যবহার আছে, সে অর্থে সে শব্দের ব্যবহার কি সর্ব্ববাদি-সম্মত? আমরা ত জানি—তন্ত্রের এমন কতকগুলি বিশেষ শব্দ আছে, যাহা অন্যত্র নাই। অথচ অন্য শাস্ত্রকারগণ তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ধ্যানোক্ত শব্দের কোন প্রাধান্য নাই, অর্থেরই প্রাধান্য। কপাল পঞ্চক ভূষিত তারাই যখন হিন্দুর উপাস্য, তখন মুদ্রাশব্দের কপাল অর্থ প্রসিদ্ধ না হইলেও

এখানে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্যই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রচূড়ামণি' ও শঙ্করাচার্য্যের উক্তি দ্বারা স্বকৃত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুত৹ চিহ্নার্থক বা অলঙ্কারার্থক মুদ্রা শব্দের ঐরূপ অর্থ অসমীচীন বলা যায় না। কারণ কালী, তারা প্রভৃতির মুণ্ডমালা, পঞ্চমুদ্রা প্রভৃতিই অলঙ্কার।

বৌদ্ধগণ মুদ্রা শব্দের যে ব্যাখ্যা ("কণ্ঠিকা রুচক রত্নকুণ্ডলং ভস্ম সূত্রকম্। ষট্ বৈ পারমিতা এতা মুদ্রারূপেণ যোজিতাঃ॥"—সাধনমালা) করিয়াছেন, তাহা তারার ধ্যানে বা মূর্ত্তিতে দেখা যায় কি? বিনয়তোষ বাবুর মতে বৌদ্ধ তারা এবং হিন্দু তারার ধ্যান ও মূর্ত্তি এক। অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধগণের নরাস্থি দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ পরানুকরণের পরিচায়ক নহে কি? দেবদেবীর পূজা —দেবদেবীর মূর্ত্তিতে নরাস্থির ব্যবহার বেদ ও আগমে দেখা যায়। বুদ্ধের রচিত কোন শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে কি? আমরা জানি বুদ্ধের রচিত কোনই শাস্ত্র নাই। বুদ্ধের দেহ-ত্যাগের বহুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের প্রারম্ভে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক যে কতকগুলি তন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহা হিন্দুতন্ত্রেরই নকল। বৌদ্ধ তন্ত্রে কি ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না?

আরও এক কথা—হিন্দুগণ বৌদ্ধের দেবী লইলেন, দেবীর মন্ত্র লইলেন। আসল মূর্ত্তির রহস্যটা কি জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন? আর যিনি দিলেন, তিনিও কি তাঁহাদেরই মত বিস্মরণশীল? আমরা কিন্তু ঐ কথা বিশ্বাসই করি না। বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র ও আচার ব্যবহারকে —এমন কি ঋষির নিজস্ব মতকে যাঁহারা অপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, যাঁহারা বৌদ্ধ মতের আচার ব্যবহারের খণ্ডনে দৃঢপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের বৌদ্ধগণের নিকট দেবদেবী ও মন্ত্র গ্রহণ সম্ভব কিনা, সুধীগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। ধরিয়া লওয়া গেল—বৌদ্ধগণে ব্যাখ্যাই সমীচীন, কিন্তু তাহাতে তারা বৌদ্ধ হইয়া যাইবেন কেন? একজন কোন বিষয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেই কি তাহা তাহার নিজস্ব হইয়া যাইবে? আর বৌদ্ধগণ কি তারা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' দেখাইয়াছেন? বিনয়তোষ বাবু একজটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখান নাই।

৩। কাঃ—একজটা শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ অজ্ঞের নিকট অপ্রকাশ্য, সহজ অর্থ কাহার অজ্ঞাত নহে, সুতরাং উহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৪। কাঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবতাবয়বের সন্নিবেশ রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে একমাত্র গুরুর নিকটই শিষ্য ইহার রহস্য জানিতে পারেন। অধিদৈব পক্ষের অধ্যাত্মমাত্র তাৎপর্য্য নিরূপিত হইলে অধিদৈবে অর্থাৎ দেবোপাসনাদিতে লোকের অশ্রদ্ধা হইতে পারে এজন্যও ইহার রহস্য প্রকাশ অকর্ত্তব্য। পরন্তু অক্ষোভ্য শিব যে কেবল তারার মাথায় থাকে তাহা নহে; পায়ের তলায়ও থাকেন। বৌদ্ধমূর্ত্তি শাস্ত্রে ইহার রহস্য কি? বিনয়তো বাবু তাহা দেখান নাই। বৌদ্ধ মূর্ত্তিশাস্ত্রমতে তারার মস্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের স্থিতি ন্যায় বৌদ্ধ দেবতা কালী সরস্বতী প্রভৃতির মূর্ত্তিতেও তাহা দেখা যায় কি? আম কিন্তু তাহা দেখি না। হিন্দুগণ তারার মস্তকে অক্ষোভ্যকে রাখিলেন. অন্য কোন মূর্ত্তি রাখিলেন না, ইহারও কোন সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায় না।

৫। কাঃ—বৌদ্ধ দেবতা একজটার সহিত হিন্দু তারার ঐক্য থাকিলেই যে, তারা বৌ হইবেন, ইহা কোন যুক্তি নহে। হিন্দুর তারাকে বৌদ্ধগণ নিজের বলিয়া চালাইয়া

শৈবাচার্য্য নারায়ণকণ্ঠ 'মৃগেন্দ্র সংহিতার' টীকায় আগমগুলির বেদবৎ প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন (২)। 'মনুসংহিতা'র টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তন্ত্রকে শ্রুতি বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন (৩)। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী'তে (২৪১ পৃঃ) বহু যুক্তিদ্বারা আগমের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে কেবল তন্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্যও বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবগত আছেন,

পারেন না কি? বৌদ্ধ দেবতা একজটার পূর্ব্বে হিন্দু তারার অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে ইহা বলা যায় বটে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

৬। কাঃ—বিনয়তোষ বাবুর মতে তারা সম্বন্ধীয় তন্ত্রগুলি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা তাহারও পরে রচিত। কারণ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিদ্ধনাগার্জ্জুন যখন একজটা পূজার প্রবর্ত্তক, তখন তারা তাহার পূর্ব্বে হইতে পারেন না। কিন্তু তিনিই আবার 'ভৈরব-তন্ত্র'কে পুরাতন বলিয়াছেন। অবশ্য কত পুরাতন তাহা বলেন নাই। আমরা কিন্তু উহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া জানি। উমাপতি শিবাচার্য্য যে কামিকাদি ১১ খানি তন্ত্র অবলম্বনে 'শতরত্ন-সংগ্রহ' রচনা করেন, (সদ্যোজ্যোতিঃপাদ প্রভৃতি এই গ্রন্থের টীকাকার) সেই কামিকাগমে উহার উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহিরের 'বৃহৎ-সংহিতা'য় কামিক, কিরণ প্রভৃতি আগমের শিল্পবিদ্যা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উহা যে সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিঃসন্দেহ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তারা মূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি যখন ভৈরবতন্ত্রানুসারে রচনা করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি তারাপূজার প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয় না? এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৭। কাঃ—হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধের নিকট বশিষ্ঠের তারামন্ত্র গ্রহণের কথার উল্লেখ থাকিলেও ইহাকে আমরা প্রক্ষিপ্ত মনে করি। ইহা বৌদ্ধগণের কুকীর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ প্রক্ষিপ্ততার পরিচয় বৌদ্ধগ্রন্থ 'লঙ্কাবতারসূত্রে'ও (দশানন রাবণকে তন্ত্রোপদেশ দানের জন্য লঙ্কায় বুদ্ধের গমন প্রভৃতি) পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে ভগবান্ বশিষ্ঠের যে পরিচয় পাই, তাহাতে বুদ্ধের নিকট বশিষ্ঠের মন্ত্রগ্রহণ একেবারে অবিশ্বাস্য।

৮। কাঃ—বিনয়তোষ বাবু বলিয়াছেন—সিদ্ধনাগার্জ্জুন ভোটদেশ হইতে তারা সাধনা উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনার্য্য ভোটদেশে প্রথম তারা পূজার প্রবর্ত্তক কে, বিনয়তোষ বাবু তাহা দেখাইতে পারিলে তাঁহার কথা দৃঢ় হইত। ইহা কি হইতে পারে না যে—হিন্দুর তারাই ভোটদেশে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, পরে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধগণের মধ্যে তাহা প্রচার করেন। আমরা কিন্তু তাহাই বিশ্বাস করি। পরবর্ত্তী কালে বহু বৌদ্ধ হীনপ্রভ হওয়ায় অন্য কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কি এরূপ কথা বলেন নাই? এই সমস্ত কারণে বিনয়তোষ বাবুর যুক্তিগুলি সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁহার মত সমর্থন করা যায় না।

(২) মৃগেন্দ্র-সংহিতার উপোদ্ঘাত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" —মনুসংহিতা ২অঃ ১ম শ্লোক টীকা।

তাঁহাদের নিকট 'তন্ত্র' অপ্রমাণ নহে। বিশেষতঃ তন্ত্রোক্ত কার্য্যের প্রত্যক্ষ ফল উহার প্রামাণ্যকে দৃঢ়তর করিয়াছে। মহর্ষি গৌতমের ন্যায়-সূত্রেও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সেই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের কথা দেখা যায়। এখন সেই কথাই বলিব।

ন্যায়-দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি গৌতম বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ" (ন্যায়সূত্র ২ অঃ ১ আঃ ৬৮ সূঃ)। যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, তাঁহারাও কিন্তু মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। তাহা না হইলে মহর্ষি বেদপ্রামাণ্য সমর্থনে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতেন না। বিষ, ভূত ও অনাবৃষ্টির নিবারক—পশু, পুত্র ও গ্রামাদির প্রাপ্তিকারক মন্ত্র দ্বারা যে বিষাদির নিবৃত্তি হয়, পশু, পুত্র ও গ্রামাদির প্রাপ্তি হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। 'ন্যায়মঞ্জরী'র রচয়িতা জয়ন্তভট্টের পিতামহ 'সাংগ্রহণী' নামক যাগ সমাপ্ত করিয়াই গৌরমূলক নামে এক গ্রাম পাইয়াছিলেন। ইহা জয়ন্তভট্ট কৃত ন্যায়মঞ্জরীতে অবগত হওয়া যায় (চৌথাম্বা মুদ্রিত ন্যায়মঞ্জরী ৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যে আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ সেবনে দুরারোগ্য ব্যাধির নিবৃত্তি হয়, সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও বহুবিধ মন্ত্রের প্রযোগ বিধি দেখা যায়। সুতরাং মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া উহার প্রামাণ্য সকলেরই স্বীকৃত। মন্ত্রের এই অলৌকিক শক্তির বহু কথা বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদবিদ্বেষী দার্শনিক বৌদ্ধগণের অসাধারণ প্রতিভা যখন ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের অনাস্থার ভাব যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায় কাষ্ঠপাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমার কথোপকথন, পাষাণ বিদারণ প্রভৃতি নানাবিধ বিস্ময়কর কুহক দেখাইয়া অশিক্ষিত জন-সাধারণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা আমরা আচার্য্য উদয়নের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি (৪)। আমরা এই বিস্ময়কর কার্য্যগুলিকে আগম নিগমাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রোপাসনারই ফল বলিয়া মনে করি। আমাদের বিশ্বাস—তন্ত্রোক্ত কার্য্যের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ আত্মরক্ষার জন্য তন্ত্রোক্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল এবং পরে তাহারা স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণপ্রিয়তার বশে যে সমস্ত তন্ত্র রচনা করিয়াছিল, সেগুলি "বৌদ্ধতন্ত্র" নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অপপ্রয়োগে তাহার সেই অলৌকিক প্রভাব ম্লান হইয়া গেলেও একেবারে যে লুপ্ত

---

(৪) "আদিত্যস্তম্ভনং পাষাণপাটনং শাখাভঙ্গো ভূতাবেশঃ প্রতিমাজল্পনং ধাতুবাদ ইত্যাদি-ধন্ধনাৎ কুহকবঞ্চিতাঃ।" —ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ ২ স্তবক ৩ শ্লোক।

হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। আজও বহু মন্ত্রসিদ্ধ (৫) যোগী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া মানুষ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়।

মহর্ষি গৌতম যে বেদোক্ত মন্ত্রকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঐ মন্ত্র বেদ হইতে পৃথক্। মন্ত্র প্রামাণ্যের দৃষ্টান্তে সমগ্র বেদের প্রামাণ্য যখন অনুমেয়, তখন বেদবহির্ভূত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আগম-নিগমোক্ত তান্ত্রিক মন্ত্রই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। বস্তুতঃ বেদে যেরূপ বহুবিধ মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়; শিবপ্রোক্ত কামিকাদি (৬) অষ্টাবিংশতি আগম এবং নিগমাদিতেও সেইরূপ বহুবিধ মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। এই আগম ও নিগমাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র 'তান্ত্রিক মন্ত্র' নামে অভিহিত হয়।

(৫) কেবল মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধি লাভের কথা পতঞ্জলির যোগদর্শনেও ("জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ'—কৈবল্যপাদ ১ম সূত্র) দেখিতে পাওয়া যায়। "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ" (সাধনপাদ ৪৪ সূত্র)—এই সূত্রের ভাষ্যেও মন্ত্রের দ্বারা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে।

(৬) (১) কামিক (২) যোগজ (৩) চিন্ত্য (৪) কারণ (৫) অজিত (৬) দীপ্ত (৭) সূক্ষ্ম (৮) সহস্র (৯) অংশুমৎ (১০) সুপ্রভেদ (১১) বিজয় (১২) নিশ্বাস (১৩) স্বায়ম্ভুব (১৪) অনল (১৫) রৌরব (১৬) বীর (১৭) মুকুট (১৮) বিজয় (১৯) চন্দ্রসংহিত (২০) মুখবিম্ব (২১) প্রোদ্‌গীত (২২) ললিত (২৩) সিদ্ধ (২৪) সন্তান (২৫) শার্ব্বোক্ত (২৬) বাতুল (২৭) কিরণ (২৮) পারমেশ্বর—এই আঠাইশ খানি তন্ত্র শিবমুখনিঃসৃত মূল আগম। 'শৈবাগমানুক্রমণিকা'য় এই অষ্টাবিংশতি আগমের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

কামিকং যোগজং চিন্ত্যং কারণং ত্বজিতং তথা। পঞ্চতন্ত্রা ইমে জ্ঞেয়াঃ সদ্যোজাতমুখোদ্ভবাঃ। ১॥ দীপ্তং সূক্ষ্মং সহস্রং চ হ্যংশুমৎ সুপ্রভেদকম্। পঞ্চ তন্ত্রা ইমে প্রোক্তা বামদেবমুখোদ্ভবাঃ। ২। বিজয়ং চৈব নিঃশ্বাসং স্বায়ম্ভুবমথানলম্। রৌরবঞ্চ ত্বিমে পঞ্চ হ্যঘোরমুখসংভবাঃ॥ ৩॥ বীরং চ মুকুটং চৈব বিজয়ং চন্দ্রসং(জ্ঞিক)হিতম্। মুখবিম্বঞ্চ পঞ্চৈতে পুরুষাস্য-সমুদ্ভবাঃ॥৪॥ প্রোদ্‌গীতং ললিতং চৈব সিদ্ধং সন্তানসংজ্ঞকম্। শার্ব্বোক্তং বাতুলং তন্ত্রং কিরণং পারমেশ্বরম্। অষ্টৌ তন্ত্রা ইমে জ্ঞেয়া ঈশানমুখ-সম্ভবাঃ॥ ৫।

শিবশক্তি পার্ব্বতীর মুখনিঃসৃত তন্ত্রগুলি "নিগম" নামে অভিহিত হয়। কামিকাদি আগমে তন্ত্রের বহু প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে এবং সেইগুলি যে শিব প্রোক্ত, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। 'শতরত্নসংগ্রহের' টীকায় কামিকাগমের ক্রিয়াপাদের সেই উদ্ধৃত বচনগুলি এই :—

"তথৈব মন্ত্রতন্ত্রাখ্যং সদাশিবমুখোদ্ভবম্।
সিদ্ধান্তং গারুড়ং বামং ভূততন্ত্রং চ ভৈরবম্।
উর্দ্ধপূর্ব্বকুবেরাপ্য-যাম্যবক্ত্রাদ্ যথাক্রমম্।"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে—'বৈদিক মন্ত্র' অর্থে মন্ত্র শব্দের বহু প্রয়োগ থাকিলেও 'তান্ত্রিক মন্ত্র' অর্থে উহার প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ 'মন্ত্রশাস্ত্র' বলিলে একমাত্র তন্ত্রকেই বুঝায়। আরও কথা—তন্ত্রোক্ত বহু দেবদেবীর গায়ত্রী বেদোক্ত দেবদেবীর গায়ত্রী ও মন্ত্রের অনুরূপ (৭)। সুতরাং তান্ত্রিক মন্ত্র অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক নহে এবং মনুষ্য কর্ত্তৃকও রচিত নহে। উহা অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক হইলে 'বিষ্ণুসংহিতা,' 'বোধায়ন-সংহিতা' ও 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' প্রভৃতি পুরাণে যে আগমোক্ত বিধানে স্ত্রী শূদ্রাদির পূজা বিহিত হইয়াছে, তাহা কোনরূপেই সঙ্গত হইত না (৮) এবং মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টও তন্ত্রকে শ্রুতি বলিয়া সমর্থন করিতেন না। আর শিব বা মহাদেব নামক কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে উহা রচিত হইলে সমগ্র ভারতের বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অদ্যাবধি উহাকে নির্ব্বিবাদে মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। বিশেষ উহার সেই রচয়িতা মনুষ্যের স্মরণ থাকিত; কিন্তু অদ্যাপি

---

(৭) নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, নারায়ণোপনিষদ, মৈত্রায়ণীসংহিতা প্রভৃতিতে যে সমস্ত দেবদেবীর গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র দেখা যায়, সেই সমস্ত গায়ত্রী বা মন্ত্র সেই সেই দেবতার উপাসনাতেই আবশ্যক হইত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ উপাসনা বেদের অন্যান্য উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তান্ত্রিক উপাসনার অনুরূপ। এই জন্য অনেকে মনে করেন—তান্ত্রিক উপাসনার মূলসূত্রগুলি বেদ হইতেও আবির্ভূত। রাঘবভট্ট, ভাস্কর রায় প্রভৃতি প্রখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য্যগণ বোধ হয় এই কারণেই মনুষ্য রচিত তন্ত্রকে বেদমূলক স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও দেখা যায়—"যানীহাগমশাস্ত্রাণি যাশ্চ কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ। তানি বেদং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি যথাক্রমম্॥" (—অনুশা প° ১২২ অঃ ৪ শ্লোঃ) কামিকাগমেও উক্ত হইয়াছে—

"লৌকিকং বৈদিকং চৈব তথাধ্যাত্মিকমেব চ। অতিমার্গঞ্চ মন্ত্রাখ্যং তন্ত্রভেদমনেকধা॥
সদ্যোবামমহাঘোরপুরুষেশানমূর্ত্তয়ঃ। প্রত্যেকং পঞ্চবক্ত্রাঃ স্যুস্তৈরুক্তং লৌকিকাদিকম্॥"

—শতরত্নসংগ্রহোল্লেখনী ধৃত, কামিকাগম বচন

(৮) "আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈরপি পূজনম্॥
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্॥"

—বীরমিত্রোদয় পূজাপ্রকাশধৃত বিষ্ণুবচন।

"শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্ব্বেদানুসারিণা॥"

— বীরমিত্রোদয় পূজাপ্রকাশধৃত বোধায়ন বচন।

এই বচনে 'বেদানুসারিণা' এই বিশেষণ প্রদত্ত হওয়ায় বুঝা যায়, তৎকালে বেদ পরিপন্থী আগমোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহাকে নিষেধ করিবার জন্য এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে।

"বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।"—ভাগবত ১১।২৭।৭

কেহ উহার রচয়িতার নাম প্রমাণিত করেন নাই। পরন্তু স্বয়ং শিব যে কৌশিক কশ্যপ, ভরদ্বাজ, অত্রি ও গৌতম—এই পাঁচজন ঋষিকে আগমোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (১)। এই পাঁচ জন ঋষিই আদি শৈব নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক ভাবতে তাঁহারাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। কালপ্রভাবে বহু ব্যয়সাধ্য কষ্টকর বৈদিক কর্ম্মে মানুষের যখন আলস্য দেখা দিল, তখন তাঁহারাই তান্ত্রিক সাধনার বিভিন্ন পথ দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে সুশৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও পরিপুষ্টি হয়। মানুষের সামর্থ্য ও অধিকারের ভেদে এই সম্প্রদায় কালক্রমে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদিভেদে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে।

সমস্ত সম্প্রদায়ে বিদ্যালাভের প্রথম সোপান দীক্ষা। আয়ুর্ব্বেদও বিদ্যাগ্রহণে দীক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। (সুশ্রুত ২য় অঃ দ্রষ্টব্য)। গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে শিষ্য বিদ্যাগ্রহণে ও সাধনায় অধিকারী হয় না। এই দীক্ষা গ্রহণের জন্য শিষ্যকে যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাতে গুরু, শিষ্যের চরিত্র সামর্থ্য ও অধিকার বুঝিতে পারিতেন এবং তদনুসারে তাহাকে বিদ্যাদান করিতেন। দীক্ষিত শিষ্য গুরুর অন্তেবাসী হইয়া সাধনার রীতি-নীতিগুলি শিক্ষা করিতেন। কিন্তু কালপ্রভাবে গুরুর অন্তেবাসী হইয়া থাকা যখন কষ্টকর হইয়া উঠিল, মানুষের বুদ্ধি প্রতিভা যখন কমিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত সাধনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে স্মরণ রাখিবার জন্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই 'সংগ্রহ' গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। শ্রৌতসূত্র যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৈদিক কর্ম্মকলাপকে, গৃহ্যসূত্র যেমন স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহকে একত্র করিয়া অনুষ্ঠানের ক্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা না হইলে যেমন বৈদিক বা স্মার্ত্ত অনুষ্ঠান চলিতে পারে না। তদ্রূপ তান্ত্রিক 'সংগ্রহ' গ্রন্থ না হইলে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানও চলিতে পারে না। সমস্ত আগমের রহস্যজ্ঞ কর্ম্মনিপুণ সাধকের নিকট 'সংগ্রহ' গ্রন্থের আবশ্যকতা না থাকিলেও অল্পজ্ঞ সাধকের নিকট উহা মহামূল্যবান্। সুতরাং তান্ত্রিক সাধনার আরম্ভ হইতেই শ্রৌতসূত্রের ন্যায় তান্ত্রিক 'সংগ্রহ' গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা যেমন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়াছে; বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে

(১) কৌশিকঃ কশ্যপশ্চৈব ভরদ্বাজোঽত্রিরেব চ।
গৌতমশ্চেতি পঞ্চৈতে পঞ্চবক্ত্রেষু দীক্ষিতাঃ। —শৈবলক্ষণ।

কিরণতন্ত্রে এবং কামিকাগমের ক্রিয়াপাদে আগম বিদ্যার বংশপরিচয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ শতরত্নসংগ্রহের দশম পৃষ্ঠায় কিরণতন্ত্রের সেই বচনগুলি দেখিতে পাইবেন

'সংগ্রহ গ্রন্থ'ও সেইরূপ বহু রচিত হইয়াছে। সেই সমস্ত সংগ্রহগ্রন্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অল্পবিস্তর দার্শনিক মতেরও আলোচনা আছে। শৈবাগম শাক্তাগম প্রভৃতিতে ঐসমস্ত দার্শনিক মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদেও এই সমস্ত দার্শনিক মতের আলোচনা দেখা যায়।* "শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী" অন্যতম সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও উহাতে কিন্তু দার্শনিক মতের কোন আলোচনা নাই। গ্রন্থকার ব্রহ্মানন্দ গিরি কেবল শক্তি সাধনার খুঁটিনাটী বিষয়গুলি নানাতন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য উহা শাক্ত সম্প্রদায়ে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

কালপ্রভাবে আজ তান্ত্রিক সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়; বিশেষ বাংলায় তান্ত্রিক সম্প্রদায় নাই বলিলেও চলে। এখনও যে দুই চারিজন কর্ম্মকুশল সাম্প্রদায়িক রহস্যবিৎ গুরু আছেন, তাঁহাদের অভাবে তন্ত্রের রহস্য—সাধনার রহস্য জানিতে হইলে এ জাতীয় সংগ্রহ গ্রন্থই তখন একমাত্র অবলম্বন হইবে। সম্প্রদায় লুপ্ত হইলে একমাত্র গ্রন্থই সেই লুপ্ত সম্প্রদায় পুনরুদ্ধার করিতে পারে। কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ের 'শিবসূত্র' ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্প্রদায় যখন রহিল না, দেশবাসী যখন তাহার রক্ষায় উদাসীন; তখন এই গ্রন্থগুলিকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে ভারতীয় সভ্যতা ও জাতীয়তা ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে—পরমপূজ্যপাদ দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ তীর্থ মহারাজ (ইনি এখন কোন্নগর 'ওঙ্কার মঠে' অবস্থান করেন)

* সম্প্রতি আমরা যে সমস্ত বিভিন্ন শাক্ত মত দেখিতে পাই; সে সমস্ত মত বেদেও দেখা যায়। অষ্টোত্তর শতোপনিষদের অন্তর্গত বহ্বৃচোপনিষৎ শাক্তমতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সম্প্রতি মান্দ্রাজ এডিয়ার লাইব্রেরী হইতে যে ২৬ খানি শাক্তোপনিষৎ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে বিভিন্ন শাক্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় আছে। সুতরাং ঐ সমস্ত মত বৈদিক মত বলিয়াও প্রসিদ্ধ। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় বেদান্ত সূত্রের প্রদীপ টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'শিষ্টগণের অননুমোদিত শাক্তমত খণ্ডনের (মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিসিং হাউস প্রকাশিত বেদান্ত দর্শনের ৯৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অযোগ্য বলিয়া ব্যাসদেব উহার খণ্ডন করেন নাই'। শাক্তমত অবৈদিক বলিয়া খণ্ডনের অযোগ্য হইলে জৈন, বৌদ্ধাদির মতগুলিও খণ্ডনের অযোগ্য বলিতে হয়। আমরা কিন্তু জানি—বেদে বা উপনিষদে যে মত পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে আলোচিত, তাহাই বৈদিক মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হিসাবে সমস্ত মতই বেদ হইতে আবির্ভূত বলা যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১২২ অধ্যায়েও তাহাই বলা হইয়াছে। বিশেষ ব্যাসদেবের খণ্ডিত শৈব মত কি শাক্তমতের সম্পর্ক শূন্য? যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝা গেল না।

এই পুস্তকের মূলাংশের আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই পুস্তক সংশোধন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর পাঁচটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন সংস্করণেই পুস্তকখানি আশানুরূপ সংশোধিত হয় নাই। আমি এই পুস্তকের সংশোধনে চারিখানি পুস্তকের সহায়তা লইয়াছি। প্রথম—(ক) চিহ্নিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী। দ্বিতীয়—(খ) চিহ্নিত সংস্কৃত কলেজের হস্তলিখিত পুস্তক। তৃতীয় (গ) চিহ্নিত দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ তীর্থ মহারাজের সংশোধিত পুস্তক। চতুর্থ—আগমানুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি ইহার সম্পাদনে অযোগ্য ও অনধিকারী। স্বামীজীর সহায়তায় পুস্তকখানিকে বিশুদ্ধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ পূর্ব্ব প্রকাশিত যে কোন গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তথাপি মনে হইতেছে—ভুল ত্রুটি আছে, স্খলনও হইয়াছে। তাই ৺জগদম্বার নিকট করযোড়ে নিবেদন করি—

"দৈবাদ্ যদি ক্কচিদিহ স্খলনং তথাপি
নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা ॥"

১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
জন্মাষ্টমী

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

সূচীপত্রম্

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

প্রথমোল্লাসঃ

মঙ্গলাচরণম্

প্রণম্য প্রকৃতিং নিত্যাং পরমাত্মস্বরূপিণীম্।
তন্যতে ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥ ১ ॥

প্রকৃতিশব্দার্থঃ

অথ কা প্রকৃতিঃ? তথাহি—গুণত্রয়সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। তথাচোক্তং যামলে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিমেতেষামব্যক্তং প্রকৃতিং বিদুঃ॥
সৈব মূলপ্রকৃতিঃ স্যাৎ প্রধানং পুরুষোঽপি চ।

অন্যত্রাপি—সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে!।
যদা সা পরমা শক্তির্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ।

অনুবাদঃ—পরমাত্মস্বরূপা নিত্যা প্রকৃতিকে প্রণাম করিয়া ভোগ ও মোক্ষ লাভের জন্য **শাক্তানন্দতরঙ্গিণী** রচিত হইতেছে ॥ ১ ॥

[প্রশ্ন] প্রকৃতি কি? [উত্তর] সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা (১) প্রকৃতি। যামল তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় কথিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে (পণ্ডিতগণ) অব্যক্ত প্রকৃতি বলিয়া জানেন। উহাই মূল প্রকৃতি, প্রধান এবং পুরুষও' (২)। অন্য

---

(১) জীবের ভোগাদৃষ্টবশতঃ গুণত্রয়ের বৈষম্য বা ন্যূনাধিকভাব হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়। ভোগাবসানে পুনরায় সৃষ্ট জগৎ নিজের উপাদান প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন গুণত্রয়রূপ প্রকৃতি বৈষম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল কারণরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাই গুণত্রয়ের অকার্য্যাবস্থা বা সাম্যাবস্থা।

(২) পরিণামবাদী শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে সচ্চিদানন্দরূপ শিবের আনন্দাংশই বিমর্শ-

প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ ॥ ২ ॥

তন্ত্রেও কথিত হইয়াছে ঃ—'হে প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহা গুণত্রয়। যে কালে সেই পরমা শক্তি গুণত্রয়ের অধিষ্ঠান করেন, তখন তাঁহার প্রকৃতিত্ব হয় এবং পুরুষ (নির্গুণ শিব) সদাশিব হন'। (৩) ॥ ২ ॥

শক্তি নামে অভিহিত হয়। উহা বহ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় শিবেরই স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া শিবের সহিত উহার কোনই ভেদ নাই। শাক্ত মতে যে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, উহা এই বিমর্শ শক্তিরই পরিণাম। 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্রের টীকাকার পদ্মপাদাচার্য্য শাক্তসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন ঃ—"ঐকৈব শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী বহির্মুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়াদিতত্ত্বরূপিণী" (আর্থার এভেলন প্রকাশিত প্রপঞ্চসার ২৮ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ একই বিমর্শ শক্তির অন্তর্মুখ (দ্বৈতের অস্ফুরণ প্রযুক্ত স্বাধিষ্ঠান চিদ্রূপ প্রবণ) পরিণাম হইতেই বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এবং সঙ্কুচিত বহির্মুখ পরিণাম হইতে মায়া প্রভৃতি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই মতে উপাদান উপাদেয়ও অত্যন্ত অভিন্ন। কিন্তু কোন কোন স্থলে শিবের প্রাধান্য বিবক্ষায় শিবকে এবং কোন স্থলে শক্তির প্রাধান্য বিবক্ষায় শক্তিকে জগৎ কর্ত্তা বলা হইয়াছে। যেখানে কেবল শিবকে বা কেবল শক্তিকে জগৎকর্ত্তা বলা হইয়াছে, সেখানে শক্তিবিশিষ্ট শিবই জগৎকর্ত্তা বুঝিতে হইবে। কারণ কেবল শিব বা কেবল শক্তি কোন কিছুই করিতে পারেন না। ফল কথা—এই শক্তি শিবের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া কখনও প্রকৃতিরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে শাক্তসিদ্ধান্তের এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

'ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম্।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ' ॥

(৩) প্রাচীন কোন শৈব সম্প্রদায় পরমশিবের চিচ্ছক্তি ও অবিদ্যা শক্তি নামে দুইটী শক্তি স্বীকার করিতেন। চিচ্ছক্তি চিন্ময়, শিবস্বরূপ ও পরমার্থসৎ। অবিদ্যা শক্তি জড় ও অসৎ। পরম শিবের এই শক্তিদ্বয় পরস্পর মিলিত হইলে তাহা হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হয়। ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যাশক্তির সহযোগে চিচ্ছক্তির যে সৃষ্টি প্রবণতা, তাহাই পরমা শক্তির গুণাধিষ্ঠান। কারণ এই মতে চিচ্ছক্তির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবল অবিদ্যা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না। সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির কথা হইতে ইহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে
সত্ত্বোবাঽস্য জড়াঽপরা ভগবতঃ শক্তিস্ত্ববিদ্যোচ্যতে।
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তেঽ
সচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে। —সংক্ষেপশারীরক ৩।২২৮

শৈবাচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিত 'শিবাদ্বৈতনির্ণয়ে' এই মতের সূচনা করিতে বলিয়াছেন—"এবং পরমেশ্বরস্য চিচ্ছক্তিসদ্ভাবঃ তস্যাঃ পরমেশ্বরাভিন্নত্বং তথাত্বেঽপি তস্যা স্তদ্ধর্ম্মত্বমিতি" (শিবাদ্বৈতনির্ণয়ঃ ৬১ পৃষ্ঠা)।

নিত্যাশব্দার্থঃ

নিত্যাশব্দার্থমাহ শক্তিযামলে—

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩ ॥

পরমাত্মশব্দার্থঃ

পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি পরমাত্মা, উৎকৃষ্ট আত্মা ইত্যর্থঃ। উৎকৃষ্টত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদি-শরীরোৎপাদক(নবত্ত্ব)ত্বম্। অথবা তত্তদিন্দ্রিয়রহিতোঽপি তত্তদিন্দ্রিয়জন্য-প্রত্যক্ষাশ্রয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ (শ্বেতাঃ ৩।১৯)—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

নিত্য-জ্ঞান-কৃত্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা। স চ লাঘবাৎ এক এব। ন চ

শক্তি-যামল তন্ত্রে নিত্যা শব্দের অর্থ বলিতেছেনঃ—'যাঁহার নিজের ইচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির উৎপত্তি এবং যাহাতে পুনরায় লয় হয়, তিনি নিত্যা নামে কীর্ত্তিত হন।' ॥ ৩ ॥

পরম যে আত্মা, তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ পরমাত্ম-শব্দের অর্থ—উৎকৃষ্ট আত্মা। এই উৎকর্ষ হইতেছে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির শরীরের উৎপাদন কর্তৃত্ব। অথবা (যিনি) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের আশ্রয়, তিনি পরমাত্মা। শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেনঃ—'তিনি হস্ত-পদ রহিত হইয়া গমন ও গ্রহণ করেন, চক্ষুরহিত হইয়া দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়া শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। তাঁহাকে আদি ও মহান্ পুরুষ বলে।'

পরমাত্মা নিত্য জ্ঞান ও নিত্য কৃতির আশ্রয়। লাঘববশতঃ (৪) তিনি

(৪) শক্তির পরিণাম হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হইলেও উহা কেবল শক্তির পরিণাম নহে; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শক্তি ধর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহার আশ্রয় অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তির ঐ আশ্রয়ই পরমাত্মা। যে প্রমাণের দ্বারা পরমাত্মার সিদ্ধি হয়, লাঘব জ্ঞান থাকিলে ঐ প্রমাণ দ্বারাই তাঁহার একত্ব সিদ্ধি হইবে। পরমাত্মা দুই বা বহু হইলে সকলেরই ইচ্ছাশক্তি তুল্য বলিতে হইবে। অন্যথা কাহারও ইচ্ছাশক্তি ন্যূনবল হইলে তাঁহার ইচ্ছা ব্যাহত হইবে, অতএব তিনি পরমাত্মা হইতে পারেন না। কারণ পরমাত্মার ইচ্ছা

জন্য-জ্ঞান-কৃত্যাশ্রয়ো জীবাত্মা। স চানন্তঃ, মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদিভেদাৎ। তথা শিব-বিষ্ণু-দুর্গাদীনাং শরীরভেদাৎ পরমাত্মা নানা এব অস্তু ইতি বাচ্যম্। ঘটাদ্যুপাধিভেদেনাকাশস্য নানাত্বভ্রমবৎ মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি-শরীরভেদেনাত্মনো ভিন্নত্বভ্রমাৎ, সুষুপ্তিপ্রলয়াদৌ শরীরনাশে আত্মন একত্বদর্শনাৎ। তথা ভক্তানুগ্রহায় গৃহীত-শরীরাণাং শিবাদি-দৈবতানাং নানাত্বেন তত্র নানাত্বভ্রমাৎ। নহি ভ্রমাদ্ বস্তুসিদ্ধিরিতি ॥ ৪ ॥

উল্লাস-বিষয়-নির্ণয়ঃ

অথ উল্লাসপ্রতিপাদ্যমাহ—

উল্লাসে প্রথমে বক্ষ্যে শরীরং কর্ম্মসম্ভবম্।
দীক্ষাং দ্বিতীয়ে বক্ষ্যামি তৃতীয়ে যোগনির্ণয়ম্ ॥
প্রাতঃকৃত্যং চতুর্থে তু আসনং পঞ্চমে তথা।
অন্তর্যাগবিধিং ষষ্ঠে নিত্যপূজাঞ্চ সপ্তমে ॥
বসৌ মালাবিধানন্তু নবমে জপলক্ষণম্।
মহাসেতুঞ্চ সেতুঞ্চ কুল্লুকাং দশমে তথা ॥

একই অর্থাৎ বহু নহেন। জীবাত্মা জন্য জ্ঞান ও জন্য কৃতির আশ্রয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষি-প্রভৃতির ভেদবশতঃ সেই জীবাত্মা যেরূপ অনন্ত (অসংখ্য)। সেইরূপ শিব, বিষ্ণু ও দুর্গাদি বিগ্রহের ভেদবশতঃ পরমাত্মাও বহু হইবেন, ইহা বলা যায় না। কারণ ঘটাদিরূপ উপাধির ভেদবশতঃ আকাশের যেরূপ ভেদ ভ্রম হয়, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির শরীরের ভেদপ্রযুক্ত আত্মার নানাত্ব ভ্রম হইয়া থাকে। কারণ সুষুপ্তি বা প্রলয়ে শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মার একত্ব বোধ হয়। আর ভক্তগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত শিবাদি দেবতার গৃহীত-শরীরের অর্থাৎ শিবদুর্গাদি বিগ্রহের ভেদ-প্রযুক্ত সেই এক পরমাত্মাতে ভেদ ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রম প্রযুক্ত বস্তুর সিদ্ধি হয় না ॥ ৪ ॥

প্রথম উল্লাসে কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) জনিত শরীর, দ্বিতীয় উল্লাসে দীক্ষা, তৃতীয় উল্লাসে যোগনির্ণয়, চতুর্থ উল্লাসে প্রাতঃকৃত্য, পঞ্চম উল্লাসে আসন নিয়ম,

অব্যাহত। তুল্য ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট দুই বা বহু পরমাত্মা স্বীকার করিলে যুগপৎ বিরুদ্ধ ইচ্ছার উদ্ভব হইলে কাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। বিশেষতঃ বহু পরমাত্মা স্বীকার করিলে সংখ্যা-নিয়মের কোন কারণ না থাকায় অসংখ্য পরমাত্মার কল্পনা করিতে হয়। তদপেক্ষা এক পরমাত্মার কল্পনায় লাঘব। এইরূপ জ্ঞানই লাঘব জ্ঞান। উহা প্রমাণের সহায়মাত্র, নিজে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে।

মুখস্য শোধনং রুদ্রে দ্বাদশে চ পুরস্ক্রিয়াম্।
সংস্কারং যন্ত্ররাজস্য বলিদানং ত্রয়োদশে ॥
ফলং চতুর্দ্দশে চৈব উপচারাদি-দানজম্।
নামস্মরণ-পূজাদিফলং পঞ্চদশে তথা ॥
কলৌ সংসর্গদোষাদি-প্রায়শ্চিত্তন্ত ষোড়শে।
কুণ্ডং সপ্তদশে চৈব হোমঞ্চাষ্টাদশে তথা ॥
ততঃ সর্ব্বমঙ্গলাদি-নাম্নামর্থো নিরূপিতঃ।
দুর্গাদেব্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বিশেষেণ প্রদর্শিতম্ ॥
গুরুপাদরজো ধ্যাত্বা কৃত উল্লাসনির্ণয়ঃ ॥ ৫ ॥

শরীরোৎপত্তিক্রমঃ

জ্ঞানভাষ্যে— দেব্যুবাচ—

শরীরং কীদৃশং নাথ! মুক্তির্বা কেন কর্ম্মণা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে শশিশেখর! ॥

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি শরীরং কর্ম্মসম্ভবম্।
রজস্বলা যদা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে ॥
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে।

ষষ্ঠ উল্লাসে অন্তর্যাগবিধি, সপ্তম উল্লাসে নিত্য পূজা, অষ্টম উল্লাসে মালাবিধি, নবম উল্লাসে জপবিধি, দশম উল্লাসে মহাসেতু, সেতু এবং কুল্লুকা, একাদশ উল্লাসে মুখশোধন, দ্বাদশ উল্লাসে পুরশ্চরণ, ত্রয়োদশ উল্লাসে যন্ত্র সংস্কার ও বলিদান, চতুর্দ্দশ উল্লাসে উপচার দানের ফল, পঞ্চদশ উল্লাসে নামস্মরণ ও পূজাদির ফল, ষোড়শ উল্লাসে সংসর্গদোষাদি জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সপ্তদশ উল্লাসে কুণ্ডবিধান এবং অষ্টাদশ উল্লাসে হোমবিধি এবং সর্ব্বমঙ্গলাদি নামের অর্থ ও বিশেষতঃ দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য নিরূপিত হইবে। গুরুর পদধূলি ধ্যান করিয়া উল্লাস নিরূপণ করিলাম ॥ ৫ ॥

জ্ঞানভাষ্যে দেবী বলিতেছেন:—'হে নাথ! হে শশিশেখর! শরীর কিরূপ? কি কর্ম্মের দ্বারা বা মুক্তি হয়? (তাহা) এখন শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন:—হে দেবি! কর্ম্ম-সম্ভূত দেহের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর রজস্বলা স্ত্রী যখন ঋতুর পঞ্চম দিনে বিশুদ্ধা হয়, তখন সে কামবাণে পীড়িতা

ভগ-লিঙ্গ-সমাযোগান্মৈথুনং স্যাৎ তদা তয়োঃ ॥
অন্যোন্যস্পর্শনাদ্ দেবি! জায়তে চ মহৎ সুখম্।
ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাণাপানাদিসংশ্রিতং ॥
ক্ষিতিরাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেষাং তত্ত্বং প্রাদুঃস্যাদ্ দেহস্থ-রক্তবীজয়োঃ ॥
নাভিরন্ধ্রে তদা দেবি! ভ্রাম্যতে চ সমীরণৈঃ।
কুম্ভকারো যথা চক্রে ঘটতে চ ঘটাদিকম্ ॥
তথা সমীরণো গর্ভে ঘটতে প্রাণিনাং তনুম্।
কললং চৈকরাত্রেণ বুদ্‌বুদং পঞ্চমে দিনে ॥
শোণিতং দশরাত্রেণ মাংসপিণ্ডশ্চতুর্দ্দশে।
মাসৈকেঽপি চ সম্পূর্ণে মাংসপিণ্ডোঽঙ্কুরায়তে
আদৌ সংজায়তে পিণ্ডো ব্রহ্মাণ্ডঃ স হি সাঙ্কুরঃ।

হইয়া পুরুষসংসর্গ কামনা করে। হে দেবি। তখন সেই স্ত্রী-পুরুষের ভগ-লিঙ্গ-সংযোগে মৈথুন নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাদের পরস্পর স্পর্শ জন্য অত্যন্ত আনন্দও উৎপন্ন হয়। সেই সময় প্রাণ ও অপানাদির সহযোগে রেতঃ ক্ষরণ হয় এবং দেহস্থ রক্ত ও শুক্রের মধ্যে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—সমস্ত ভূতের তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। হে দেবি! সেই সময় ঐ শুক্রশোণিত বায়ু দ্বারা নাভিরন্ধ্রে সঞ্চালিত হয়। কুম্ভকার যেরূপ চক্রের উপর ঘটাদি বস্তু নির্ম্মাণ করে, বায়ুও তদ্রূপ গর্ভে জীবদেহ নির্ম্মাণ করে। (ঐ শুক্র শোণিত) এক রাত্রে কলল এবং পঞ্চম দিনে বুদ্‌বুদ্ হয় (৫)। দশম রাত্রিতে (উহা) শোণিত ও চতুর্দ্দশ দিনে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এক মাস পূর্ণ হইলে মাংসপিণ্ড অঙ্কুরের অনুরূপ হয়। প্রথমতঃ সেই অঙ্কুরযুক্ত মাংসপিণ্ড সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়।

(৫) গর্ভাবস্থায় শরীরোৎপত্তির যে ক্রম তন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা গর্ভোপনিষদের বর্ণনার অনুরূপ। সুতরাং উহাকে শ্রুতি সম্মত বলা যাইতে পারে। ভগবান যাস্ক নিরুক্তে গর্ভাবস্থায় শরীরোৎপত্তির ক্রম অনুরূপ বলিয়াছেন। (নিরুক্ত ১৪ অধ্যায় ৬ খণ্ড দ্রষ্টব্য) মহামুনি চরকের মতে—প্রথম মাসে কলল, ২য় মাসে ঘন, পিণ্ড, পেশী ও অর্ব্বুদ এবং ৩য় মাসে সমস্ত অঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাবয়ব উৎপন্ন হয়। স্থূলদর্শীর নিকট ইহা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও সূক্ষ্মদর্শীর নিকট অবিরোধই প্রতীত হইবে। মহর্ষি সুশ্রুত সুশ্রুতসংহিতার শারীর স্থানের ৩য় অধ্যায়ে এই সমস্ত মতভেদের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য।

তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ ॥
চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ।
আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ ॥
প্রদীপকলিকাকারো জীবো হৃদি সদা স্থিতঃ।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥
প্রাণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে।
জীবস্য পরমেশানি! পরিবারগণং শৃণু ॥
অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ জিহ্বা চ কমলাননে!।
হস্তৌ পাদৌ মহেশানি! গুহ্যোপস্থৌ ক্রমাৎ প্রিয়ে!
নাভিশ্চ পরমেশানি! মনশ্চ পরমেশ্বরি! ॥
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাশ্চেতি দেহেষু সংস্থিতাঃ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বেষাং মনঃ পরমসারথিঃ ॥
পাপৈঃ পুণ্যৈর্মহেশানি! বদ্ধঃ স্যাদাত্মনঃ প্রিয়ে!।
সঙ্গত্যা সদসৎ কর্ম্ম জীবঃ সর্ব্বং করোতি হি ॥
বিশুদ্ধসাত্ত্বিকো জীবঃ সদসৎকর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
মনসা জীবসংযোগাৎ সৎ কার্য্যং কুরুতে সদা ॥

তাহার মধ্যে কঙ্কালদণ্ডরূপ সুমেরু আছে। সেই মেরুর মধ্যে চরাচর সমস্ত ভূতের বিশেষতঃ দেবাদির আলয় বর্ত্তমান। প্রদীপ-কলিকাকার জীব হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছে। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী যেরূপ গমন করিলেও পুনরায় আকৃষ্ট হয়। সেইরূপ প্রাণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা (দেহমধ্যে) আকৃষ্ট হয়। হে পরমেশ্বরি! জীবের পরিবারবর্গ শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! হে পরমেশ্বরি! দুইটী চক্ষু, দুইটী নাসিকা, দুইটী কর্ণ ও জিহ্বা, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়, গুহ্য, উপস্থ, নাভি, মন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ইহারা প্রাণিবর্গের দেহে অবস্থান করে। হে মহেশ্বরি! সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনঃ শ্রেষ্ঠ সারথি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। হে প্রিয়ে! পাপ ও পুণ্য সমূহের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং বুদ্ধির সংসর্গে সমস্ত সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সদসৎকর্ম্ম রহিত সেই জীব শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান বুদ্ধির সহিত অভিন্ন হইয়া মনের সহিত প্রাণের সম্বন্ধবশতঃ সৎকার্য্য সম্পাদন করে।

মাসদ্বয়ে তু সম্পূর্ণে মেদস্তত্র প্রজায়তে।
মজ্জাস্থীনি ত্রিভির্মাসৈঃ কেশাস্ত্বক্ চ চতুষ্টয়ে ॥
কর্ণাক্ষি-নাসিকা-বক্ত্রং কণ্ঠোদরঞ্চ পঞ্চমে।
রক্তাদুৎপদ্যতে শুক্রং শুক্রাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥
প্রাণতো বায়ুরুৎপন্নঃ কালাগ্নিঃ স্যাদপানতঃ।
শুক্রতো নাড়িকোৎপত্তিঃ শুক্রাদগ্নিসমুদ্ভবঃ ॥
মাংসতশ্চ মলোৎপত্তির্মজ্জা চাপি ততো ভবেৎ।
বায়ুনা প্রাণনিষ্পত্তিরপানাদগ্নিসম্ভবঃ ॥
শুক্রেণোৎপাদিতা জিহ্বা নাসিকা সর্ব্বদেহিনাম্।
রক্তাদুৎপদ্যতে নেত্রং বামঞ্চৈব তু দক্ষিণম্ ॥
প্রাণাদুৎপদ্যতে শূন্যং ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয়ং তথা।
ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্ব্বাঙ্গানি চ সপ্তমে ॥
সন্ধিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি অষ্টমে মাসি বৈ ততঃ।
অণ্ডাধারস্তু কঙ্কাল আরভ্য গুদমূলতঃ ॥

মাসদ্বয় পূর্ণ হইলে সেই মাংসপিণ্ডে মেদ উৎপন্ন হয়। তিন মাসে মজ্জা ও অস্থি; চতুর্থ মাসে কেশরাশি ও ত্বক্, পঞ্চম মাসে কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, বক্ত্র, কণ্ঠ ও উদর উৎপন্ন হয়। রক্ত হইতে শুক্র, শুক্র হইতে বিন্দু (ওজো ধাতু) উৎপন্ন হয়। প্রাণ হইতে বায়ু, অপান বায়ু হইতে কালাগ্নি (উদরাগ্নি) উৎপন্ন হয় (৬)। শুক্র হইতে নাড়ী ও অগ্নি (ধাতবাগ্নি), মাংস হইতে মল ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। বায়ু হইতে প্রাণ, অপান হইতে অগ্নি এবং শুক্র হইতে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা ও নাসিকা, রক্ত হইতে বাম ও দক্ষিণ নেত্র এবং প্রাণ হইতে শূন্য ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইলে মুখ ও পদদ্বয়, সপ্তম মাসে সর্ব্বাঙ্গ উৎপন্ন হয়। তাহার পর অষ্টম মাসে সন্ধি, অণ্ডাধার ও

---

(৬) গর্ভোপনিষদে শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে শরীরে (১) জ্ঞানাগ্নি (২) দর্শনাগ্নি ও কোষ্ঠাগ্নি—এই ত্রিবিধ অগ্নির স্থিতি উক্ত হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্মের প্রকাশক যে তেজঃ, তাহাকে জ্ঞানাগ্নি বলে। যে তেজের দ্বারা রূপাদি গৃহীত হয়, উহাই দর্শনাগ্নি এবং যাহা দ্বারা ভুক্ত বস্তু পরিপক্ক হয়, তাহাই কোষ্ঠাগ্নি। তন্ত্রেও কোষ্ঠাগ্নি এবং দোষ-দূষ্যগত ভূতকাদি দশ অগ্নি এই উভয়বিধ অগ্নির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। বাত-পিত্ত-কফকে দোষ এবং সপ্ত ধাতুকে দূষ্য বলে। তন্ত্রোক্ত এই দ্বিবিধ অগ্নি গর্ভোপনিষৎ বর্ণিত অগ্নিত্রয় হইতে পৃথক্ নহে।

দ্বাত্রিংশজ্-জ্ঞানবিজ্ঞেয়-গ্রন্থিকো বৰ্দ্ধতঃ সদা
তস্য মধ্যে সদা সৰ্ব্বা নাড্যস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬

শরীরস্থ-নাড়ীনির্ণয়ঃ

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্ণা চ তৃতীয়িকা।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী ॥
অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা।
অন্যাশ্চ নাড়িকাঃ ক্ষুদ্রাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥
ইড়া চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্ণা চ গান্ধারী বামচক্ষুষি ॥
দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণেঽথ দক্ষিণে।
বামে যশস্বিনী চৈব মুখে চালম্বুষা তথা ॥
কুহুশ্চ লিঙ্গমূলে চ শঙ্খিনী শিরসোপরি।
এবং দ্বারং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি দশ নাড়িকাঃ ॥

বত্রিশটী জ্ঞানগম্য (সূক্ষ্ম) গ্রন্থিযুক্ত কঙ্কাল মলদ্বারের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে সমস্ত নাড়ী বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, তৃতীয় সুষুম্ণা এবং গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু ও শঙ্খিনী নাড়ী প্রধান (১) এবং অন্য ক্ষুদ্র নাড়ী ৭২০০০। মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্ণা, (২) বাম চক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহু এবং মস্তক মধ্যে শঙ্খিনী—এই দশটী নাড়ী এইরূপে

(১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে ৭০০ নাড়ীর সংখ্যা উল্লিখিত আছে।

(২) মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া বামমুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া ধনুর ন্যায় বক্রাকারে বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ মুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুষুম্ণা নাড়ী কন্দমুল হইতে নিঃসৃত হইয়া মস্তকস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকাবর্ত্তী দ্বাদশদল পদ্মের অধোদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। 'নিগম-তত্ত্বসারে' যে তিনটী নাড়ীর মেরু মধ্যে অবস্থিতি উক্ত হইয়াছে, উহা সুষুম্ণা, বজ্রা ও চিত্রা সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে বিশেষ কথা মৎসম্পাদিত ষট্‌চক্রনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

ক্ষিতিশ্চ বারি তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেব চ।
স্থৈর্য্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর এব চ ॥ ৭ ॥

ভূতগুণাঃ

অস্থি চর্ম্ম তথা নাড়ী লোম মাংসস্তথৈব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ ॥
মলমূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা আপস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ ক্ষান্তিরেব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাস্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতম্ ॥
বিরোধাক্ষেপণাকুঞ্চধারণং তর্পণং তথা।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥
রাগো দ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥

সমস্ত দ্বার আবৃত করিয়া (দেহমধ্যে) রহিয়াছে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী ভূত বাহিরে ও দেহাভ্যন্তরে স্থির হইয়া আছে ॥ ৭ ॥

অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, লোম ও মাংস—এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ (অবস্থা বা বিকার) বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং পৃথিবীতেই অবস্থিত আছে। মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোণিত—এই পাঁচটী জলের গুণ; জল এই পাঁচটীতে অবস্থিত অর্থাৎ এই পাঁচটী জলপ্রধান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ ও ক্ষান্তি—এই পাঁচটী তেজের গুণ, তেজ এইগুলিতে বর্ত্তমান আছে। বিরোধ, আক্ষেপণ, আকুঞ্চন, ধারণ ও তৃপ্তি—এই পাঁচটী বায়ুর গুণ, বায়ুতেই থাকে। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভয় ও লজ্জা—এই পাঁচটী আকাশের গুণ, আকাশেই থাকে (৩) ॥ ৮ ॥

---

(৩) তন্ত্রান্তরে অস্থি, মাংস, ত্বক্, স্নায়ু ও লোম—এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ ; লালা, মূত্র, শুক্র, শোণিত ও মজ্জা—এই পাঁচটী জলের গুণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, নিদ্রা, আলস্য ও ক্ষান্তি—এই পাঁচটী তেজের গুণ, শীঘ্রগতি, লম্ফ, ভক্ষণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ,—এই পাঁচটী বায়ুর গুণ, রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ—এই পাঁচটী আকাশের গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্রের প্রথম পটলে পঞ্চভূতের গুণ অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (রাঘব ভট্ট কৃত শারদাতিলক টীকা দ্রষ্টব্য)।

শরীরস্থ-বায়ুনির্ণয়ঃ

প্রাণাপান-সমানাশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
এতে দশ গুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে প্রাণসমাত্মকাঃ
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে॥
সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠদেশতঃ।
ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ॥
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
এতে নাড়ীসহস্রেষু বর্ত্তন্তে জীবরূপিণঃ॥ ৯॥

শরীরকোষ-বর্ণনম্

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি-নবগ্রহাঃ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই দশটী বায়ুর গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সকলেই প্রাণের তুল্যরূপ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর অবস্থাবিশেষ। প্রাণ সর্ব্বদাই হৃদয়ে অবস্থিত; গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্ব শরীরে ব্যান বায়ু বর্ত্তমান (৪)। তন্মধ্যে (প্রাণাদি) পঞ্চ বায়ুই প্রধান। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—জীব (চৈতন্য) স্বরূপ এই বায়ু পাঁচটী নাড়ী সমূহে অবস্থান করে॥ ৯॥

ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত দেহের মধ্যেও আছে (৫)। পাতাল, পর্ব্বত, লোক, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ভূরাদি সপ্ত স্বর্গ ও নাগগণ—সকলেই

(৪) তন্ত্রান্তরে ললাট, উরঃ, স্কন্ধ, হৃদয়, নাভি, ত্বক্ ও অস্থিতে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থিতি উক্ত হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ ও কার্য্য পরস্পর পৃথক্ পৃথক্। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা আর্থার এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলকের রাঘব ভট্ট কৃত টীকায় (৪১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

(৫) পঞ্চদশ প্রকার রাজযোগের মধ্যে জ্ঞানযোগ দ্বিতীয়। নিজ দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবনা, তাহাই জ্ঞানযোগ। এই ভাবনার জন্যই তন্ত্রে দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা রাজযোগ অভ্যাস করেন, তাঁহারাই ইহার রহস্য ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই যোগস্বরোদয়ে কথিত হইয়াছে:—

নবচক্রং ষড়াধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥

(ভূরাদি-সপ্তস্বর্গাশ্চ নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাম্ ।)
পিণ্ডমধ্যে স্থিতাঃ সর্ব্বে স্থানং তেষাং বদামি তে ॥ ১০

শরীরে সপ্তপাতাল-বর্ণনম্

পাদাধস্তুতলং বিদ্যাৎ তদূর্দ্ধং বিতলং তথা ।
জান্বনোঃ সুতলঞ্চৈব তলং চ সন্ধিরন্ধ্রকে ॥
তলাতলং গুদ(ল্‌ফ)মধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্ ।
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্ বুধঃ ॥ ১১ ॥

শরীরে ভুরাদি-লোককথনম্

ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি ।
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি ॥
জনলোকস্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকো ললাটকে ।
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১২ ॥

শরীরে সপ্তাচলবর্ণনম্

ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরুরূর্দ্ধকোণে চ মন্দরঃ ।
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ ।

সমস্ত প্রাণীর দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন; তাহাদের স্থান তোমাকে বলিতেছি। ॥ ১০ ॥

পণ্ডিতগণ পাদের অধোভাগকে অতল বলিয়া জানেন। উহার উর্দ্ধভাগ বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, সন্ধিরন্ধ্রে তল, গুদমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল, পাদের অগ্রভাগ ও কটির সন্ধি স্থলে পাতাল দর্শন করেন। ॥ ১১ ॥

নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুদ্বয়ে মহর্লোক, তাহার উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহাযোনিতে অর্থাৎ মস্তকস্থ সহস্রারে সত্যলোক—এই চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্ত দেহমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

দেহের মধ্যে ত্রিকোণে মেরু পর্ব্বত, উর্দ্ধ কোণে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস,

বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ১৩

শরীরস্থ-সপ্তদ্বীপ-বর্ণনম্

অস্থিস্থানে মহেশানি ! জম্বুদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ।
মাংসেষু চ কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিরাসু চ ॥
শাকদ্বীপঃ স্থিতো রক্তে প্রাণিনাং সর্ব্বসন্ধিষু।
তদূর্দ্ধং শাল্মলিদ্বীপঃ প্লক্ষশ্চ লোমসঞ্চয়ে।
নাভৌ চ পুষ্করদ্বীপঃ সাগরাস্তদনন্তরম্ ॥ ১৪ ॥

শরীরস্থ-সপ্তসাগর-বর্ণনম্

লবণোদস্তথা মূত্রে শুক্রে ক্ষীরোদসাগরঃ।
মজ্জা দধিসমুদ্রশ্চ তদূর্দ্ধং ঘৃতসাগরঃ ॥
রসোদকে রসঃ প্রোক্ত ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।
বসাপঃ সাগরঃ প্রোক্ত ইক্ষুঃ স্যাৎ কটিশোণিতম্।

বামে হিমালয় এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু—এই সমস্ত কুল পর্ব্বত (৬) বিদ্যমান আছে ॥ ১৩ ॥

প্রাণিগণের অস্থিস্থানে জম্বুদ্বীপ, মাংস মধ্যে কুশ দ্বীপ, শিরাসমূহে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, রক্তে শাক দ্বীপ, উহার ঊর্দ্ধভাগে প্রাণিগণের সমস্ত সন্ধিতে শাল্মলী দ্বীপ, লোম স্থানে প্লক্ষ দ্বীপ এবং নাভিতে পুষ্কর দ্বীপ বিদ্যমান ॥ ১৪ ॥

ইহার পর সাগর অবস্থিত। মূত্রে লবণ সমুদ্র, শুক্রে ক্ষীরোদসাগর, মজ্জা দধিসাগর, তাহার ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ চর্ম্ম ঘৃত সাগর, বসা জলসাগর, কটিরক্ত ইক্ষু

(৬) মূলাধার চক্রের মধ্যস্থলে যে ত্রিকোণ আছে। ঐ ত্রিকোণই ত্রিকোণ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বলিয়া বুঝা যায়। কারণ তন্ত্রান্তরে মূলাধার চক্রস্থ ত্রিকোণের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে :—

ত্রিকোণমধ্যে তদ্বাহ্যে পশ্চাৎ পূর্ব্বং বরাননে।
স্থাবরং পর্ব্বতং পশ্য কীটং পশুমনুত্তমম্।

তন্ত্রান্তরে দেহ মধ্যে সপ্ত কুলাচল স্থিতির অন্তরূপ বর্ণনাও দেখা যায় :—'ত্রিকোণবাহ্যে গিরিজে! পর্ব্বতং বহুরূপকম্। নীলাচলং মন্দরাখ্যং পর্ব্বতং চন্দ্রশেখরম্। হিমালয়ং সুবেলঞ্চ মলয়ং ভস্মপর্ব্বতম্। চতুষ্কোণে বসেদ্ দেবি! এতৎ সপ্ত কুলাচলম্। (প্রাণতোষণী ধৃত বচন, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র—এই সাতটী কুল পর্ব্বত। মতান্তরে হিমালয়কে ধরিয়া আটটী কুল পর্ব্বত ; কিন্তু এখানে ছয়টী কুল পর্ব্বতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

শোণিতেষু সুরাসিন্ধুঃ কথিতাঃ সপ্ত সাগরাঃ ॥ ১৫ ॥

শরীরস্থ-গ্রহ-মণ্ডলম্

গ্রহাণাং মণ্ডলং চৈব শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি ! ।
নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ ॥
লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা ।
উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রস্তথৈব চ ॥
নাভিচক্রে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ সদা ।
পাদে নাভৌ চ কেতুশ্চ শরীরে গ্রহমণ্ডলম্ ॥ ১৬ ॥

গর্ভস্থ-জীবস্য পূর্ব্বজন্মস্মরণম্

নবমে মাসি গর্ভস্থঃ সর্ব্বান্ সংস্মরতে হৃদা ।
নবদ্বারে পুরে দেহী সময়াংশ্চ বিকারকান্ ॥
সুখং দুঃখং সমং কৃত্বা ভুক্তঞ্চ হৃদয়ে নৃণাম্ ।
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব যৎ কৃতং পূর্ব্বজন্মনি ॥
তৎ সর্ব্বং সফলং জ্ঞাত্বা ঊর্দ্ধপাদস্ত্বধোমুখঃ ।
গর্ভস্তু সংপ্রবিষ্টোঽসৌ স্তিমিতে ঘোরদর্শনে ॥
যদি মাতা সুখং ভুঙ্‌ক্তে অন্নপানাদিকং ততঃ ।

সাগর এবং শোণিতে সুরা সাগর—সপ্ত সাগরের অবস্থিতি এইরূপই কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

হে পার্ব্বতি ! (দেহমধ্যে) গ্রহগণের অবস্থিতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। নাদচক্রে সূর্য্য অবস্থিত আছেন। বিন্দুচক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিচক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদ ও নাভিতে কেতু—শরীরে গ্রহমণ্ডল এইরূপ ॥ ১৬ ॥

নবম মাস পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ জীব মনে মনে সমস্ত বিষয় স্মরণ করে ; এবং নবদ্বার বিশিষ্ট শরীরের মধ্যে থাকিয়া আচার ও বিকার (পরিণাম) চিন্তা করে। এই জীব মানবগণের অনুভূত সুখ ও দুঃখ তুল্য মনে করিয়া ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ-পুণ্য সফল জানিয়া ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখ হইয়া ঘোরদর্শন অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে প্রবেশ

জনন্যা নাভিদেশে তু মুখং দত্ত্বা পিবত্যসৌ ॥
ততো জীবতি গর্ভোঽসৌ অন্যথা মরণং ভবেৎ ॥
যোনিদ্বারং তু সংকীর্ণং যদি মে নির্গমো ভবেৎ ।
অভ্যস্যামি শিবং জ্ঞানং সংসারার্ণবতারণম্ ॥
(দেবদ্বিজগুরূণাং হি পূজনং শঙ্কয়ান্বিতঃ ।
করিষ্যামি যথাভাগ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥)
চিরযোগী ততো ভূত্বা মুক্তো যাস্যামি তৎপদম্ ।
এবং গর্ভস্থিতো জীবো গর্ভযাতনয়ার্দ্দিতঃ ।
নিত্যং ভাবয়তে চিত্তে লব্ধচৈতন্যলক্ষণঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবি বিশ্বেষাং গর্ভসঙ্কটে ।
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ ॥
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ ।
পতিতোঽপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতোঽপি ততশ্চ্যুতিম্

করিয়াছে। মাতা যদি (সে সময়) সুখে অন্নপানাদি ভোজন করেন, গর্ভস্থ জীব জননীর নাভিদেশে মুখ দিয়া উহা পান করে। সেই জন্যই সেই গর্ভ বাচিয়া থাকে, তাহা না হইলে তাহার মৃত্যু হইত।

'যোনিদ্বার ত অতি সঙ্কীর্ণ। যদি আমি নির্গত হইতে পারি, সংসার-সাগর-তারক কল্যাণজনক জ্ঞানের অভ্যাস করিব এবং শঙ্কিত হইয়া ভাগ্যানুসারে দেব-দ্বিজ ও গুরুগণের পূজা করিব, ইহা নিশ্চয়—ইহাতে সংশয় নাই। তাহার পর চিরকাল যোগী হইয়া থাকিব এবং সংসার-মুক্ত হইয়া সেই পরম পদ মোক্ষলাভ করিব'—গর্ভস্থ জীব নিজের চৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া গর্ভযাতনায় পীড়িত হইয়াও সর্ব্বদাই মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে। হে দেবি—সেই সময় সকলেরই গর্ভপীড়া হয়। তখন সেই বালক নবম বা দশম মাসে যন্ত্রণায় আকুল হইয়া প্রবল সূতিবায়ু দ্বারা তীরের ন্যায় যোনিদ্বার দিয়া গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইয়াই মূর্চ্ছিত হওয়ায় গর্ভচ্যুতিও জানিতে পারে না (৭)। জীব গর্ভে থাকিয়া

---

(৭) গর্ভোপনিষদেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে—'জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি নচ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি' অর্থাৎ জাতমাত্র বালক বৈষ্ণবীয় বায়ুর (মায়া) সংস্পর্শে জন্ম, মরণ ও শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই স্মরণ করিতে

সূতিবাতস্য বেগেন যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ।
বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি ॥
(যথা ভবতি তত্ত্বেষু সূতিভূতেষুপীড়নাৎ।)
মাতরং স্মরতি নিত্যং বুভুক্ষাদৃঢ়রোদনঃ ॥ ১৭।

স্ত্রীপুরুষাদি-ভেদকারণম্

রক্তাধিকা ভবেন্নারী ভবেচ্ছুক্রাধিকঃ পুমান্।
নপুংসকং ততো জাতং সাম্যে চ রক্ত-বীজয়োঃ
পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ।
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ ॥ ১৮

জীবাবস্থাকথনম্

বালঃ শিশুশ্চ পোগণ্ডঃ কিশোরকস্তথৈব চ।
অতঃপরন্তু যুবকঃ প্রৌঢ়শ্চৈব ততঃপরম্ ॥
অতিপ্রৌঢ়স্তথা বৃদ্ধশ্চাতিবৃদ্ধস্ততঃ পরম্।
পলিতং মরণঞ্চৈব অবস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।

তত্ত্ববিষয়ে যেরূপে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছিল, সূতি বায়ুর বেগে এবং যোনিদ্বারের পীড়ায় তাহা ভুলিয়া যায়। সেই সূতি বায়ুরূপ বাণে পীড়িত হইয়া বুভুক্ষায় রোদন করিতে করিতে সর্ব্বদাই মাতাকে স্মরণ করিতে থাকে ॥ ১৭ ॥

রক্তাংশ অধিক হইলে নারী, শুক্রাংশ অধিক হইলে পুরুষ এবং রক্ত ও শুক্রের সাম্যে ক্লীব উৎপন্ন হয়। জীবের গর্ভাবস্থাতেই আয়ু, শুভাশুভ কর্ম্ম, সম্পদ্, বিদ্যা ও মরণ—এই পাঁচটী সৃষ্ট হয় অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে আয়ু প্রভৃতি কে কিরূপ লাভ করিবে, তাহা গর্ভেই নিরূপিত হয় ॥ ১৮ ॥

বাল্য, শৈশব, পোগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, অতিপ্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পলিত, মরণ—এইগুলি জীবের অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জীব মৃত্যুক্ষণেই

পারে না। ভগবান্ যাস্কও বলিয়াছেন—'জাতশ্চ বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি জন্মমরণে, অন্তে চ শুভাশুভং কর্ম্ম' (নিরুক্ত ১৪।৭।৬)

কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ
প্রেতদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ।
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সংকৃতে নরৈঃ ॥
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং সংপ্রপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ॥

তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥

জীবানাং কর্ম্মফলপ্রকারঃ

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।
কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যাতি জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥
স্থাবরা জঙ্গমাদ্যাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ সংসারে দুঃখসাগরে ॥
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।

আতিবাহিক দেহ ধারণ করে। এই দেহ কেবল কোন কোন স্থলে মনুষ্যগণেরই লাভ হয়, (১) অন্য প্রাণীর হয় না। ক্রমে জীব প্রেতদেহ ধারণ করে বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। তাহার পর বন্ধুগণ কর্তৃক পূর্ণ এক বৎসরে সপিণ্ডীকরণের দ্বারা সংস্কৃত হইলে জীব ভোগদেহ ধারণ করে। তাহার পর সে নিজ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে বা নরকে গমন করে। শ্লোকোক্ত 'তৎক্ষণাৎ' পদের অর্থ হইতেছে—মৃত্যুক্ষণ হইতে ॥ ১৯ ॥

জীব নিজ কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, কৃমিত্ব বা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গমাদি—সকলেই এই দুঃখময় সংসারে

---

(১) যে সমস্ত মানব নিজকর্ম্মানুসারে বা আশ্রমধর্ম্ম প্রভাবে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণ পথে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে (পিতৃলোক বা দেবলোকে) গমন করেন, কেবল তাঁহাদেরই আতিবাহিক দেহ লাভ হয়। অর্চ্চিরাদ্যভিমানী দেবগণ তাঁহাদিগের লিঙ্গ-শরীর বহন করিয়া লইয়া যান বলিয়া তাঁহারাই 'আতিবাহিক' নামে উপনিষদে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যাঁহাদের দাহাদি হয় না, তাঁহাদের আতিবাহিক দেহ হয় না। বিহিত দাহাদি ক্রিয়া হইতেই আতিবাহিক দেহ সৃষ্ট হয়। তাহার পর পূরকপিণ্ডের দ্বারা প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়। সপিণ্ডীকরণের দ্বারা প্রেতদেহ নিবৃত্ত হইলে মানব নিজ কর্ম্মানুসারে ভোগদেহ লাভ করে।

দেহে বিনষ্টে তৎ কর্ম্ম পুনর্দেহং প্রপদ্যতে ॥
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥
প্রাক্তনং বলবৎ কর্ম্ম কোঽন্যথা তৎ করিষ্যতি।
দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তৎতদ্ দেহে! * প্রতিষ্ঠিতম্
কর্ম্মযোগানুরূপেণ নির্ম্মাণং † বিধিরাদিশেৎ।
চরাচরমিদং দেবি! সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে! ॥

পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের দ্বারাই জীব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দেহান্তর গ্রহণ করে এবং কর্ম্মের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে ভোগদানোন্মুখ সেই কর্ম্ম পুনরায় আর একটী ভোগ-দেহ লাভ করে। সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস যদ্রূপ নিজ মাতার অন্বেষণ করিয়া অনুগমন করে, তদ্রূপ শুভাশুভ কর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠাতার অনুগমন করে। বলবৎ সেই প্রাক্তন (প্রারব্ধ) কর্ম্মকে কে অন্যথা করিতে পারে (২)? হে দেবি! দেহ কর্ম্মাত্মক বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সেই কর্ম্মসকল দেহেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিধাতা কর্ম্মানুসারে দেহ নির্ম্মাণের আদেশ করেন (৩)। হে প্রিয়ে! চরাচর সকলেই কর্ম্মাত্মক।

(২) সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহা দার্শনিক সিদ্ধান্ত। শৈব সিদ্ধান্তেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। শৈবাচার্য্য ভোজরাজ তত্ত্বপ্রকাশে বলিয়াছেন—

কর্ম্মবিপাচনহেতোঃ পশুদয়য়া পুনরপীহ পরমেশঃ।
সৃষ্টিং বিধায় কর্ম্মাণ্যেবং পাচয়তি দেহভৃতাম্।
ভোগেন কর্ম্মপাকং বিধায় দীক্ষাং শিবঃ শক্ত্যা।
মোচয়তি পশূনখিলান্ করুণৈকনিধিঃ সদা শম্ভুঃ॥ (৮।১-২)

(৩) মেঘ যেরূপ বিবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, পত্র পুষ্পাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ, ঈশ্বরও সেইরূপ বিচিত্র জগতের সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ। তিনি ইচ্ছা করিয়া বিষম সৃষ্টি করেন না। জীব নিজ কর্ম্মানুসারেই বিচিত্র ভোগ ও ভোগোপযোগী বিচিত্র দেহ লাভ করিয়া থাকে। এইজন্য ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে (৩।৮) এই কথাই উক্ত হইয়াছে:—'এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে"। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৩।২।১৩) উক্ত হইয়াছে:— 'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন"। নকুলীশ পাশুপত মতে কর্ম্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগৎ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও শৈবমতে তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

* ক "স্তত্তদ্দেবি খ "স্তত্র দেবি"॥ † ক "নির্ম্মলং বিধিমাদি"

মাতা কর্ম্ম ‡ পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমো গুরুঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ ॥
সুখদুঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্য-পাপৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ।
তত্তজ্‌জাতিযুতং † দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্ম্মজম্‌ ॥ ২০

মনুষ্যজন্মোৎকর্ষকথনম্‌

অত্র জন্মসহস্রৈস্তু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি !।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥
নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্‌ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে !।
সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমম্‌।
তড়িদ্‌বৎ পরমায়ুশ্চ যস্য জ্ঞানবতো ধৃতিঃ ॥
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিভিঃ।
ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদি-দেবতা-ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২১ ॥

মাতা কর্ম্ম, পিতা কর্ম্ম এবং পরম গুরুও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবই জীবের কর্ম্মানুসারে মাতা, পিতা বা গুরুরূপে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ কর্ম্মের দ্বারাই স্বর্গ বা নরক লাভ করে। জীব সুখ দুঃখাত্মক স্বীয় পাপ-পুণ্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ কর্ম্মানুরূপ সেই সেই জাতিবিশিষ্ট দেহ ও কর্ম্মানুরূপ ভোগ লাভ করে ॥ ২০ ॥

হে পার্ব্বতি ! এই সংসারে জীব সহস্র সহস্র জন্মের মধ্যে পুণ্যসঞ্চয় প্রযুক্ত কোনও সময়ে মনুষ্যদেহ লাভ করে। নিদ্রা, মৈথুন, ও আহার—সকল প্রাণীরই সমান, কিন্তু হে প্রিয়ে ! মনুষ্য জ্ঞানবান্‌ আর পশু জ্ঞানহীন। যে জ্ঞানবান্‌ পুরুষের চিত্তস্থৈর্য্য লাভ হইয়াছে, তাঁহার নিকট সম্পদ্‌ স্বপ্নের তুল্য অলীক, যৌবন পুষ্পের মত ক্ষণস্থায়ী এবং পরমায়ু বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। চতুরশীতি লক্ষ দেহের মধ্যে জীব মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য কোন দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা ও ভূতবর্গ বিনাশেরই অনুধাবন করেন অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হন, অতএব শ্রেয়ঃ আচরণই কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

---

‡ ক "কার্য্যং"। † খ তত্তজ্জাতিযুতং।

মোহপ্রভাবঃ

স্বদেহ-ধন-দারাদি-নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হাহতাঽজ্ঞানমোহিতাঃ ॥
প্রভবং সর্ব্বদুঃখানা-মাশ্রয়ং সকলাপদাম্।
আলয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে ॥
প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
আমকুম্ভ ইবাম্ভস্থো বিশীর্ণো নৈব ভাব্যতে ॥
অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে।
লপন্তমিতি মর্ত্ত্যং তমত্তি কালবৃকো বলাৎ ॥
পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিদার্য্যতে।
শোষ্যতে সাগরজলং শরীরেষপি কা কথা ॥ ২২

মোহস্য সংসারকারণত্ব-কথনম্

লোহপাশময়ৈঃ পাশৈর্নরো বদ্ধোঽপি মুচ্যতে।
স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন ॥
অসকৃদ্ দেহকর্ম্মাণি সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় প্রাণী সকল নিজের দেহ, মন ও স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে প্রিয়ে! সমস্ত দুঃখের কারণ, সমস্ত আপদের আশ্রয় এবং সমস্ত পাপের আলয় এই সংসারকে পরিত্যাগ করিবে। জলমধ্যবর্ত্তী অপক্ক (কাঁচা) কুম্ভের ন্যায় এই দেহ প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে, প্রতিক্ষণেই বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহ লক্ষ্য করে না। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার বান্ধব—এইরূপ প্রলাপকারী মানবকে কাল-বৃক বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। যে কাল কর্ত্তৃক পৃথিবী দগ্ধ হইতেছে, সুমেরু পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে এবং সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, শরীরের সম্বন্ধে আর কথা কি ? অর্থাৎ সে শরীরকেও বিনাশ করিবে ॥ ২২ ॥

জীব লৌহনির্ম্মিত বা রজ্জুনির্ম্মিত পাশে আবদ্ধ হইয়াও মুক্ত হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদি ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া কখনও মুক্ত হইতে পারে না; বার বার

পরত্রাঽজ্ঞানিনো দেবি ! যান্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ ॥
অরজ্জুবন্ধনং সঙ্গো দুষ্টসঙ্গো মহাবিষঃ ।
সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্ ॥
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ ॥ ২৩

মোক্ষকারণম্

দ্বে পদে মোক্ষবন্ধায় নমমেতি মমেতি চ ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নমমেতি চ মুচ্যতে ॥
মমেত্যধ্যাসনাদ্ বন্ধো বিমুক্তির্নমমেতি চ ॥
মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি ।
সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি ॥
পাপশূলবিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা ।
রাগদ্বেষানলৈঃ পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্ ॥
স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি ! ।
স্ত্রী-মাতৃ-ধন-পুত্রাদি-সম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ২৪ ॥

দেহকৃত কর্ম্ম ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। হে দেবি ! অজ্ঞানী জীব এইরূপে ইহলোক ও পরলোকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। বিষয়াসক্তি রজ্জু না হইলেও রজ্জুর ন্যায় বন্ধজনক, দুষ্ট সংসর্গ মহাবিষস্বরূপ অর্থাৎ মহাবিষের মত সংহারক। সৎসঙ্গ ও বিবেক রূপ নির্ম্মল নয়নদ্বয় যাহার নাই, সে ব্যক্তি অন্ধ ; সে কুমার্গগামী কেন হইবে না ? ২৩॥

মমতারাহিত্য ও মমতা—এই দুইটী মোক্ষ ও বন্ধের আস্পদ (কারণ)। জীব 'মমত্ব' বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মমতা দ্বারা মুক্ত হয়। কারণ মমত্ব-নিশ্চয়ের দ্বারা বন্ধ এবং নির্ম্মমতা দ্বারা মুক্তি কথিত হইয়াছে। মাংসলুব্ধ মৎস্য যেরূপ লৌহশঙ্কু (বড়শীর কাঁটা) দেখিতে পায় না। সেইরূপ সুখলুব্ধ জীব যমবাধা অর্থাৎ মৃত্যু দেখিতে পায় না। হে কুলেশ্বরি ! মৃত্যু মানবকে পাপরূপ শূলে বিদ্ধ করিয়া বিষয়রূপ ঘৃতে সিক্ত করিয়া এবং রাগদ্বেষরূপ অগ্নিতে পক্ক করিয়া ভক্ষণ করে। হে কুলেশ্বরি ! এই জীব যখন নিজের দেহকেও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন, তাহার কি কারণেই বা স্ত্রী, মাতা, পুত্র ও ধনের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে (৪) ? ॥ ২৪ ॥

(৪) আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। ঐ আত্মার সহিত অন্তরঙ্গরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি মিলিত

সংসারস্য দুঃখরূপত্ববর্ণনম্

শতং জীবনমত্যল্পং নিদ্রা তস্যার্দ্ধহারিণী।
বাল্য-রোগ-জরা-দুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥
দুঃখমূলো হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে ! ॥
প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
রাত্রৌ মদন-নিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ সদা ॥
দিব্যৌষধং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশনম্।
তদ্ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্ব্বন্তি বহুশো জনাঃ ॥
সুকর্ম্ম ফলদং হিত্বা দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ।
কামধেনুং সমাগ(ক্র)ম্য হ্যর্কক্ষীরং স মার্গতি ॥ ২৫

শতবৎসর জীবন অতি অল্প (দেখা যায়); নিদ্রা তাহার অর্দ্ধেক আয়ু হরণ করে অর্থাৎ নিদ্রায় অর্দ্ধেক আয়ু অতিবাহিত হয়। সেই অবশিষ্ট অর্দ্ধেকও বাল্য, রোগ, জরা ও দুঃখের দ্বারা নিষ্ফল হয়। সংসারই দুঃখের মূল ; যাহার এই সংসার আছে, সেই দুঃখী। হে প্রিয়ে! যিনি এই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সুখী, অপর কেহ সুখী নহে। মানবগণ প্রাতঃকালে মল-মূত্রের দ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা এবং রাত্রিতে কাম ও নিদ্রা দ্বারা সর্ব্বদাই পীড়িত হইতেছে, তথাপি মহাব্যাধি-(সংসার) নাশক দিব্যৌষধ পান করে না। প্রায়শঃ লোকসকল সংসার-ব্যাধির বৃদ্ধিকারক বহু কুপথ্য সেবন করে। যে ব্যক্তি শুভফলপ্রদ সুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুষ্কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই কামধেনুকে লাভ করিয়াও অর্কবৃক্ষের ক্ষীর অনুসন্ধান করে ॥ ২৫ ॥

হইয়াছে বলিয়া তাহারা আত্মার প্রিয়তর। স্বভাবতঃ তাহারা প্রিয়ও নহে, প্রিয়তরও নহে। বাহ্য স্ত্রীপুত্রাদি ঐ দেহেন্দ্রিয়াদিরই পরিপোষক বলিয়া তাহারাও আত্মার প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির মত তাহারা আত্মার প্রিয় নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।৮) এই কথাই উক্ত হইয়াছে :—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা'। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে অন্যের সহিত সম্বন্ধ থাকে না।

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ॥
অধ্রুবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা।
যো ধ্রুবং নার্জয়েদ্ ধর্ম্মং স মর্ত্ত্যো মূঢ়চেতনঃ ॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতি।
নাপি পুত্রো নবা জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো ন মুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলিন্যপাথ দুর্ব্বলে।
ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা ॥
রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব ॥
শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতম্ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥

অফলাকাঙ্ক্ষি স্বকীয়ভোগজনকাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ।

শরীর সকল অনিত্য, সম্পদ্‌ও চিরন্তন নহে এবং মৃত্যুও সর্ব্বদাই নিকটবর্ত্তী। অতএব ধর্ম্মসঞ্চয় কর্ত্তব্য। যে মানব ক্ষণস্থায়ী অনিত্য শরীরের দ্বারা নিত্য ধর্ম্মের উপার্জ্জন না করে, সে মানব মূঢ়। পরলোকে সহায়তা করিবার জন্য মাতা বা পিতা, পুত্র বা জ্ঞাতি—কেহই গমন করে না, কেবল ধর্ম্মই সঙ্গে থাকেন। স্ত্রী-পুত্ররূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। পণ্ডিত, মূর্খ; বলবান্ দুর্ব্বল; সম্রাট্ ও দরিদ্র—সকলের নিকট মৃত্যু তুল্য। ধনী ব্যক্তির যেরূপ রাজা, জল, অগ্নি, চোর এবং স্বজনের নিকট হইতে সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিমাত্রই সর্ব্বদা মৃত্যুকে ভয় করে। আগামী দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আজই করা উচিত, অপরাহ্নকৃত্য পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য; কারণ মৃত্যু মানবের কৃতাকৃত প্রতীক্ষা করে না অর্থাৎ যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, তাহাকে মৃত্যুগ্রাস করিলেও যে করে নাই, তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, এমন নহে। যে ব্যক্তি শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদাই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং যাঁহার চিত্ত ভোগজনক আকাঙ্ক্ষা রহিত, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। শ্লোকোক্ত

অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং তন্মায়াজনিতস্য চ।
কিমন্যমপি দেবেশি! মোহয়েদমরানপি ॥

ইতি যামলবচনাৎ। মার্কণ্ডেয়ে—

মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।

তয়া মহামায়য়া জগৎ সংসারঃ মোহ্যতে। ন কেবলং জগৎ সংমোহ্যতে, দেবানামপি চেতাংসি।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জ্ঞানিনামিতি প্রশংসায়ামিন্ নিত্যজ্ঞানিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মহামায়াশব্দার্থঃ

মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং মোহজনকত্বাৎ মহামায়া। তথাচোক্তং যামলে—

সৈব মায়া প্রকৃতির্যা সংমোহয়তি শঙ্করম্।
হরিং তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ নির্জ্জরান্ ॥

কালিকাপুরাণে (৬।৬১-৬৩)—

'অফলাকাঙ্ক্ষি' শব্দের অর্থ—ভোগজনক আকাঙ্ক্ষা রহিত। কারণ যামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, 'হে দেবেশি! সেই মায়াজনিত মোহের কি মাহাত্ম্য! অধিক কি, উহা দেবতাদিগকেও মুগ্ধ করিয়া থাকে'। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, 'যোগনিদ্রা ভগবানের শক্তি মহামায়া। সেই মহামায়া কর্ত্তৃক এই জগৎ মোহিত হইতেছে'। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সেই মহামায়া কর্ত্তৃক যে কেবল জগৎ সংসার মুগ্ধ হইতেছে, তাহা নয়; দেবতাগণেরও চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে। সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সী ঐশ্বর্য্যময়ী মহামায়া নিত্যজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির চিত্তও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। শ্লোকোক্ত 'জ্ঞানিনাং' পদটী প্রশংসার্থে ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ হইতেছে—নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ॥ ২৭ ॥

মহতী যে মায়া—উহাই মহামায়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিরও মোহজনক বলিয়া উনি মহামায়া। যামল তন্ত্রে সেইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—'যে প্রকৃতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণকে মোহিত করেন, তিনিই মায়া'।

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার-সম্মোহং সংনিযোজ্য চ *।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥
ক্রোধোপরোধনাদিষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাশু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥ ২৮ ॥

মহামায়াভেদঃ

সা মহামায়া দ্বিবিধা বিদ্যাঽবিদ্যা চ। যা মহামায়া মুক্তের্হেতুভূতা সা বিদ্যা। যা মহামায়া সংসারবন্ধনহেতুভূতা সাঽবিদ্যা। মার্কণ্ডেয়ে—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৯ ॥

কালিকাপুরাণে কথিত হইয়াছে—'গর্ভ মধ্যে জীবের জ্ঞান নিরন্তর থাকে, সূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন যিনি তাহাকে জ্ঞানরহিত করেন এবং নিরন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রম সংস্কাররূপ মোহে ও আহারাদিতে নিয়োগ করিয়া মোহ, মমতা ও জ্ঞানসংশয় উৎপাদন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ক্রোধ ও উপরোধাদিতে নিক্ষেপ করিয়া কামে নিযোগ করতঃ সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত করেন, তিনি মহামায়া ॥ ২৮ ॥

সেই মহামায়া দ্বিবিধাঃ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। যে মহামায়া মুক্তির জননী, তিনি বিদ্যা। আর যে মহামায়া সংসার বন্ধের কারণ স্বরূপা, তিনি অবিদ্যা (১)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—'যিনি মুক্তির জননী, তিনিই সনাতনী পরমা বিদ্যা, তিনিই সংসার-বন্ধের কারণ-স্বরূপা এবং তিনিই ব্রহ্মাদির নিয়ন্ত্রী' ॥ ২৯ ॥

---

(১) দেহান্তর্গত বায়ু স্থানভেদে বিভিন্ন কার্য্যের জনক হইয়া প্রাণ, অপানাদিরূপে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও যেমন প্রাণাদির বাস্তব ভেদ নাই। তদ্রূপ একই শক্তি কার্য্যভেদে ভিন্ন হইলেও উহাদের বাস্তব ভেদ নাই। এই জন্য মহামায়া কোন স্থলে বিদ্যা এবং কোন স্থলে অবিদ্যা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

---

* মুদ্রিত কালিকাপুরাণে 'পূর্ব্বাতিপূর্ব্বং সন্ধাতুং সংস্কারেণ' এইরূপ পাঠ আছে। অসঙ্গতবোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল। থ পুস্তকে "পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কারসম্মোহেন" এই পাঠ আছে। ..সম্মোহেন – পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার জন্যস্মৃত্যমুৎপাদেন হেতুনা—এইরূপ অর্থও লিখিত আছে।

অন্যত্রাপি—বিদ্যা বাঽপ্যথবাঽবিদ্যা দ্বে এতে মায়য়াবৃতে।
তৎ কর্ম্ম যচ্চ বন্ধায় সাঽবিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥
যন্ন বন্ধায় তৎ কর্ম্ম সা বিদ্যা সমুদাহৃতা।
বিদ্যা তু সর্ব্বদা সেব্যা নাপ্যবিদ্যা কথঞ্চন ॥
অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধঃ স্যাদ্ তয়া জ্ঞানং প্রণশ্যতি।
জ্ঞাননাশাদ্ ভবেদ্ধানির্হানৌ সংসরণং পুনঃ ॥
সংসারাৎ তু ভবেদ্ ঘোরাদ্ ঘোরং নরকমেব চ।
তস্মাদবিদ্যা কুত্রাপি ন সেব্যাপি কদাচন ॥ ৩০ ॥

বিদ্যাপ্রশংসা

যা বিদ্যা সা মহামায়া সা তু সেব্যা সদা বুধৈঃ।
"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" (ঈশ ৯) ইতি শ্রুতেঃ।
অন্যত্রাপি—"সংসারৈকনিয়তিরূপাঽবিদ্যা" ইতি। রুদ্রযামলে—
সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
যদা তুষ্টা ভবেন্মায়া তদা সিদ্ধিমুপালভেৎ ॥

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম)—এই দুইই মায়ায় আবৃতা। যে কর্ম্ম বন্ধের হেতু, উহা অবিদ্যা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর যে কর্ম্ম বন্ধের জনক নহে, উহা বিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। বিদ্যা সর্ব্বদাই সেব্য। কোন প্রকারে অবিদ্যার সেবা কর্ত্তব্য নহে। কারণ অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধ স্বরূপ। সেই অবিদ্যা হইতে জ্ঞান নাশ অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি উৎপন্ন হয়। জ্ঞান নাশ হইতে হানি অর্থাৎ স্বরূপানুভূতির বিলোপ হয়। হানি হইতে সংসার হয় এবং ঘোর সংসার হইতে ভীষণ নরক হয়। অতএব কোন অবস্থায় অবিদ্যার সেবা করিবে না ॥ ৩০ ॥

যিনি বিদ্যা, তিনি মহামায়া। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেই বিদ্যাই সেব্য। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা 'অন্ধতমঃ' নরকে প্রবেশ করে'। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—'সংসারৈকনিয়তিরূপা অবিদ্যা' অর্থাৎ কেবল সংসারই যাহার উত্তর ফল, উহা অবিদ্যা। রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 'সুখমোক্ষদায়িনী সনাতনী মহামায়া সমস্ত ভূতে অবস্থিত আছেন। সেই মায়া যখন সন্তুষ্ট হন, তখন জীব সিদ্ধিলাভ করে। সেই

বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যা কীর্ত্তিতব্যা চ মায়া নিত্যা নগাত্মজা॥ ৩১॥
বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়েদ্ দেবতাপূজা-জপযোগস্তবাদিনা॥
কিমন্যৈরসদালাপৈঃ যদায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ॥
তস্মান্মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্মুখাৎ।
সুখেন মুচ্যতে দেবি! ঘোরসংসারবন্ধনাৎ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংস তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্-ব্রহ্মানন্দ-গিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং শরীরনির্ণয়ো নাম প্রথমোল্লাসঃ

পর্ব্বতনন্দিনী সনাতনী মহামায়া সর্ব্বদা সকলেরই বন্দনীয়া ও পূজনীয়া। সকল সময়েই তাঁহার মহিমার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে॥ ৩১॥

পণ্ডিত ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না; দেবতার পূজা জপ, যোগ ও স্তবাদি দ্বারা কাল অতিবাহিত করিবেন। হে দেবি! অন্য অসৎ আলাপের আর ফল কি? ইহা দ্বারা যখন আয়ু নষ্ট হয়। তখন সাধক গুরুর মুখ হইতে মন্ত্রাদি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঘোর সংসার বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারে।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর প্রথম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োল্লাসঃ

দীক্ষামাহাত্ম্যম্

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিবশাসনে॥
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগশ্চ ব্রহ্ম-সংসিদ্ধিকারকঃ॥
তমঃ-পরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মন্ত্রনা গোচরীকৃতঃ॥
সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।

অনুবাদ—হে দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা শ্রবণ কর। আগম মতে—দীক্ষা ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না (২)। যম, নিয়মাদি ক্রিয়া-যোগ ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না এবং মন্ত্র ব্যতীত যোগও সিদ্ধ হয় না। এই উভয়ের অভ্যাসই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জনক। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপের দ্বারা যেমন ঘট দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ মায়াবৃত আত্মা মন্ত্রের দ্বারা প্রকটীকৃত হইয়া থাকেন। ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হইলে সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ

(২) অজ্ঞান দ্বিবিধ আত্মগত ও বুদ্ধিগত। দীক্ষা দ্বারা আত্মগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। উহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রকৃত দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বিবিধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় সদ্যঃ শিবত্ব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হয়। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দেহান্তে মুক্তি হয়। অভিনব গুপ্তপাদ 'তন্ত্রালোকে' এই মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন:—'দীক্ষয়া গলিতেঽপ্যন্তরজ্ঞানে পৌরুষাত্মনি। ধীগতস্যানিবৃত্তত্বাদ্ বিকল্পোঽপি হি সম্ভবেৎ। দেহান্ত এব মোক্ষঃ স্যাৎ পৌরুষাজ্ঞানহানিতঃ। বৌদ্ধাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু বিকল্পোন্মূলনাদ্ ধ্রুবম্। তদৈব মোক্ষ ইত্যুক্তং ধাত্রা শ্রীমন্নিশাটনে। (তন্ত্রালোক)।

ক্রিয়ার সমধর্ম্মী বলিয়া দীক্ষা কোন কোন স্থলে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহা জ্ঞানস্বরূপ। উমাপতি শিবাচার্য্য 'শতরত্ন-সংগ্রহে' এই কথা বলিয়াছেন। (আর্থার এভেলন প্রকাশিত 'শতরত্ন সংগ্রহে' ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই জন্যই উহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়। শাক্তী ও মান্ত্রী দীক্ষা ক্রিয়াস্বরূপ কিন্তু শাম্ভবী তাহা নহে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা 'পরশুরাম-কল্পসূত্র' ও 'শতরত্ন সংগ্রহে' দ্রষ্টব্য।

রসৈর্মন্ত্রৈর্যথা বিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাবিদ্ধস্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে ধ্রুবম্॥

ইতি কুলার্ণবাৎ। মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্ -

জপো দেবার্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।
(নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকঞ্চ যতাত্মনাম্) ॥*

রুদ্রযামলে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥ ১॥

আগমলক্ষণম্

আগমশব্দব্যুৎপত্তিমাহ রুদ্রযামলে—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখে †।
মতঃ শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥

বক্ত্রেভ্য ইতি বহুবচনং পঞ্চাম্নায়লাভার্থম্। তথাচ কুলার্ণবে—

কর্ত্তব্য। কারণ কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, লৌহ যেমন রস (পারদ) ও মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মা দীক্ষা দ্বারা সংস্কৃত হইলে নিশ্চয়ই শিবত্বলাভ করেন'। মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে,—'জপ ও দেবপূজা দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (কারণ তাঁহাদের চিত্ত সংযত হওয়ায় পাপ ও সূতক (অশৌচ) হয় না।) রুদ্রযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'সুধী ব্যক্তি কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। কারণ কলিকালে অন্যবিধানে দেবতার অর্চ্চনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না' (৩)॥ ১॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে আগমশব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন—আগম শিবের মুখসমূহ হইতে নির্গত, পার্ব্বতীর মুখবিবরে প্রবিষ্ট এবং বাসুদেবের মত অর্থাৎ সম্মত; এই হেতু ইহা **আগম** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্লোকোক্ত

(৩) উক্ত বচন তান্ত্রিক কর্ম্মের প্রশংসা দ্বারা যেমন প্রবর্ত্তক, তদ্রূপ বেদে অনধিকারীর প্রতি বৈদিক কর্ম্মে নিবর্ত্তকও হয়। সর্ব্বথা বৈদিক কর্ম্মের নিষেধ উহার প্রতিপাদ্য নহে, কারণ তন্ত্রেও বহুস্থলে বৈদিক ক্রিয়ার পরে তান্ত্রিক ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। ভাস্কর রায় বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকায় এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন:—'এবঞ্চ যানি তত্ত্বদ্বিদ্যা-প্রশংসকানি বচনানি, তানি তদধিকারিণং প্রত্যেব প্রবর্ত্তকানি। যানি চ তন্নিন্দকানি তানি তদনধিকারিণং প্রতি নিবর্ত্তকানি। ন পুনর্—নহি নিন্দান্যায়েন বিধেয়স্তাবকানি"।

* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যগতপাঠো নাস্তি

† খ গিরিজা শ্রুতৌ

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াঃ সমুদ্‌গতাঃ।
পূর্ব্বপশ্চিমতশ্চৈব দক্ষিণোত্তরতস্তথা ॥
ঊর্দ্ধং নয়ত্যধঃসংস্থমূর্দ্ধাম্নায় ইতীরিতঃ।
যাবন্তঃ পাংশবো ভূমেস্তাবন্তঃ সমুদীরিতাঃ ॥
একৈকাম্নায়জা মন্ত্রা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং দেবতা তৎফলপ্রদা ॥

ইতি বচনেভ্যঃ। বাসুদেবস্য মতঃ সম্মত ইত্যর্থঃ। তেন বেদাবিরুদ্ধত্ব-লাভান্নাগমব্যুদাসঃ, সদাগম এবাগমশব্দস্য মুখ্যার্থাৎ। অত এবাগস্ত্য*সংহিতায়ামসদাগমস্য নিন্দামাহ শিবঃ

কলৌ প্রায়েণ দেবেশি! রাজসাস্তামসাস্তথা।
নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপরান্ বহূন্ ॥
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি!।
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্মমবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।

'বক্ত্রেভ্যঃ' এই পদে বহুবচন 'পঞ্চাম্নায়' লাভের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ কুলার্ণব তন্ত্রের বচনগুলি দ্বারা সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"আমার পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটী আম্নায় আবির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখ হইতে পূর্ব্বাম্নায় ও পশ্চিমাম্নায়; দক্ষিণ ও উত্তর মুখ হইতে দক্ষিণাম্নায় ও উত্তরাম্নায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা অধঃপতিত ব্যক্তিকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়; উহা 'ঊর্দ্ধাম্নায়' নামে কথিত। পৃথিবীতে যত সংখ্যক ধূলিকণা আছে, এক একটী আম্নায়ের মন্ত্রও তত সংখ্যক এবং উহারা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। সকল মন্ত্রের দেবতাই মন্ত্রের ফলদাতা"। 'বাসুদেবস্য মতঃ' ইহার অর্থ হইতেছে—বাসুদেবের সম্মত। ইহা দ্বারা বেদের অবিরুদ্ধত্ব লাভ হওয়ায় অর্থাৎ বেদের সহিত (সৎ) আগমের বিরোধ না থাকায় (সৎ) আগম বর্জ্জনীয় নহে। কারণ সৎ আগমই আগম শব্দের মুখ্য অর্থ। এই জন্যই শিব 'অগস্ত্যসংহিতায়' অসৎ আগমের নিন্দা করিয়াছেন। 'হে দেবেশি! কলিকালে প্রায়শই সমস্ত লোক রাজস ও তামসভাবাপন্ন হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্য বহু সাত্ত্বিক লোককে মোহিত করিতেছে। হে সুরেশ্বরি! যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মবিচার

* ক আগমসংহিতায়াম। গ অসদাগমব্যুদাসঃ।

ভূত-প্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥

ইতি বচনাৎ। শ্রীক্রমেঽপি—

ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চ(দাচ)ন।
ব্রাহ্মণো বামকামোঽপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥
দেব্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ।
তৎ তদ্ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যেষাঞ্চ কদাচন ॥
বৈশ্যস্য মাক্ষিকং শুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য তু সাজ্যকম্।
ব্রাহ্মণশ্চ গবা ক্ষীরং তাম্রে বা বিসৃজেন্ মধু।
নারিকেলোদকং কাংস্যে সর্ব্বেষাং দ্রব্যশোধনম্ ॥ ইতি।

অন্যত্রাপি—গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাদ গব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ।
বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দেয়ং শূদ্রঃ পৈষ্ট্যাদিকং চরেৎ ॥

পৈষ্ট্যাদিকমিত্যত্র পৌষ্পাদিকমিতি পাঠো দৃশ্যতে, তথাত্বে শূদ্রস্যাপ্যনুকল্পঃ। তথাচ পূর্ব্বত্র—

নারিকেলোদকং কাংস্যে সর্ব্বেষাং দ্রব্যশোধনম্। ইত্যুক্তেঃ ॥২॥

না করিয়া আমাদের তুষ্ট জনের উদ্দেশ্যে মাংস, রক্ত ও মদ্য অর্পণ করে, তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ বা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে'। এই সকল বচন হইতে অসৎ আগমের নিন্দা বুঝা যায়। শ্রীক্রম তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রাহ্মণ কখনই মহাদেবীকে মদ্য নিবেদন করিবে না। ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। দেবীর পশ্চিমদিকে চক্র (যন্ত্র) পার্শ্বে মদ্য নিবেদন করিবে। মদ্য-মাংসাদি সেই সেই দ্রব্য শূদ্রের পক্ষে বিহিত, অন্য কাহারও কখনও দাতব্য নহে। (মদ্যের পরিবর্ত্তে) বৈশ্যগণের পক্ষে মধু ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সঘৃত জল শুদ্ধ (প্রশস্ত), ব্রাহ্মণ (মদ্যের পরিবর্ত্তে) গোদুগ্ধ অথবা তাম্রপাত্রে মধু নিবেদন করিবে। কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক সকলের পক্ষে প্রশস্ত। দ্রব্যশোধন সকলেরই কর্ত্তব্য। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে ঃ—'ব্রাহ্মণ (মদ্যের পরিবর্ত্তে মহাদেবীকে) গোদুগ্ধ, ক্ষত্রিয় গব্য ঘৃত, বৈশ্য মধু এবং শূদ্র পৈষ্টী প্রভৃতি সুরা নিবেদন করিবে'। 'পৈষ্ট্যাদি' স্থলে পৌষ্পাদি পাঠও দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে শূদ্রেরও (মদ্যের পরিবর্ত্তে) অনুকল্প বিহিত হইয়াছে। এই কারণেই পূর্ব্বে 'কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক সকলের পক্ষে প্রশস্ত। সকলেরই দ্রব্যশোধন কর্ত্তব্য'—এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দেব্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ।
তৎ তদ্ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যেষান্তু কদাচন॥

ইতি বচনাৎ, তথাচান্যত্র বহুষু তন্ত্রবচনেষু* শূদ্রস্য মুখ্যদ্রব্যাদিদানস্য বিহিতত্বাৎ পরস্পরবিরোধে বিকল্পাশ্রয়ণম্, অতস্তেষাং (শূদ্রাণাং) সুরাদানস্য ঐচ্ছিকত্বমায়াতম। ন কেবলং দ্রব্যাভাব এব শূদ্রস্যানুকল্পো বিধীয়তে। অপি তু দ্রব্যাদিসত্ত্বেঽপি স্বেচ্ছয়া শূদ্রোঽনুকল্পেনাপি পূজাং কর্ত্তুমর্হতীতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি॥ ৩॥

তথা গুরুণা দীক্ষিতঃ শিব-শক্তিভ্যাং প্রোক্তমন্ত্রযোগসমাশ্রয়েণ সাধকঃ কৃতার্থো ভবত্যেব। তথাচাগমসারে -

শিবেন পরয়া শক্ত্যা দ্বাভ্যাং কৃৎস্নং সমুদ্ধৃতম।
বাচ্যবাচকভাবেন দ্বাভ্যাং ব্রহ্ম প্রকাশিতম॥ ইতি॥ ৪॥

দীক্ষাশব্দার্থঃ

দীক্ষাশব্দার্থমাহ যামলে—

দেবীর পশ্চিমদিকে চক্রপার্শ্বে মদ্য নিবেদন করিবে। মদ্য-মাংসাদি সেই সেই দ্রব্যগুলি শূদ্রের পক্ষে বিহিত, অন্য কাহারও কখনও দাতব্য নহে'—এই বচন থাকায় এবং অন্য স্থলে বহু তন্ত্রবচনে শূদ্রের মুখ্যদ্রব্য (মদ্য) দান বিহিত হওয়ায় পরস্পর বিরোধ প্রযুক্ত বিকল্পের (মুখ্য বা অনুকল্প যে কোন একটীর) আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব শূদ্রগণের সুরাদান ঐচ্ছিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। দ্রব্যের অভাবেই যে শূদ্রের অনুকল্প বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু দ্রব্যাদি থাকিলেও শূদ্র ইচ্ছানুসারে অনুকল্পের দ্বারাও পূজা করিতে পারে। সুতরাং সমস্তই সুসঙ্গত॥ ৩॥

অতএব গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত সাধক গুরুদত্ত মন্ত্র ও যোগের সাহায্যে শিব ও শক্তির কৃপায় নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে। 'আগমসার' তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা:—শিব ও পরাশক্তি—এই উভয় কর্ত্তৃক সমগ্র শাস্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বাচ্যবাচকরূপে এই উভয় কর্ত্তৃক ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন॥ ৪॥

* তন্ত্রান্তরে মুখ্য দ্রব্যদানের বিধানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—
বিপ্রাঃ ক্ষৌণিভুজো বিশস্তদিতরে ক্ষীরাজ্যমধ্বাসবৈ
ত্বাং দেবি! ত্রিপুরে! পরাং পরময়ীং সন্তর্প্য পূজাবিধৌ।
যাং যাং প্রার্থয়তে মনঃস্থিরধিয়াং তেষাং ত এব ধ্রুবম্।
তাং তাং সিদ্ধিমবাপ্নুবন্তি তরসা বিঘ্নৈরবিঘ্নীকৃতাঃ।

দীপ্তজ্ঞানং তু যা দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা।
তেন দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ কীর্ত্তিতং তন্ত্রপারগৈঃ ॥ ৫ ॥

অদীক্ষিতার্চ্চননিন্দা

উপচারসহস্রৈস্তু পূজিতা* ভক্তিসংযুতৈঃ।
অদীক্ষিতার্চ্চনং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন।
তস্য কর্ম্মাঽখিলং ব্যর্থং † তস্মাদদীক্ষিতঃ পশুঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রগ্রহণ-নিয়মঃ

ক্রিয়াসারে—কল্পে দৃষ্ট্বা তু যো মন্ত্রং জপেদ্ গুরুমনাশ্রিতঃ।
সুতনাশো ভবেৎ তস্য ফলং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥
যামলে— গুরোর্মুখান্ মহাবিদ্যাং গৃহ্লীয়াৎ পাপনাশিনীম্।
তস্মাদ্ যত্নাদ্ গুরুং কৃত্বা মন্ত্রসাধনমাচরেৎ ॥ ৭ ॥

গুরু-শব্দার্থঃ

গুরুশব্দার্থমাহ যামলে—
গুকারঃ (১) সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।

যামল তন্ত্রে দীক্ষা শব্দের অর্থ বলিতেছেন—'যাহা দীপ্ত (দিব্য) জ্ঞান দান করে, এবং পাপক্ষয় করে, সেই হেতু উহা ইহলোকে 'দীক্ষা' বলিয়া তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক অভিহিত• হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ভক্তিমান্ সাধক কর্ত্তৃক সহস্র উপচারের দ্বারা অর্চ্চিত (হইলেও) দেবতাগণ অদীক্ষিত ব্যক্তির (সেই) অর্চ্চনা কখনও গ্রহণ করেন না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম বৃথা, এইজন্য অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

'ক্রিয়াসার'তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে - 'যে ব্যক্তি গুরুকে আশ্রয় না করিয়া গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র জপ করে, তাহার পুত্রনাশ হয় এবং তাহার কোন ফল হয় না'। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'গুরুর মুখ হইতে পাপ-ধ্বংসকরী বিদ্যা (শক্তিদেবতার মন্ত্র) গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক গুরু গ্রহণ করিয়া মন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান করিবে' ॥ ৭

যামল তন্ত্রে গুরুশব্দের অর্থ বলিতেছেন—'গুরুশব্দের গুকার সিদ্ধি-প্রদ

(১) মুদ্রিত শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও তন্ত্রসারাদিতে "গকারঃ" পাঠ আছে।• ঐ পাঠে গকার ও রকারের পরবর্ত্তী উকার এক বর্ণই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ গুরু শব্দে চারিটী বর্ণ গ্রহণ করিলে তদনুসারে উক্তরূপ অর্থে গুরু 'ত্রিতয়াত্মা'—ইহা বলা সংগত হয় না।

* খ যোজিতাং...ভক্তিসংযুতাং † ক যস্মাৎ

উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

গুরুলক্ষণম্

সারসংগ্রহে—

বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃকো জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বাগমজ্ঞঃ পরদুঃখকাতরঃ।
যথার্থবাগ্ বেদবিদঙ্গপারগঃ শান্তঃ কুলীনো গুরুরীরিতো দ্বিজঃ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ-গুরুকরণ-বিধিঃ

দ্বিজ ইত্যুপাদানাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো মন্ত্রগ্রহণম্। তন্ত্রে—

সদাচারো দ্বিজো যস্তু বর্ণানাং গুরুরেব সঃ।

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রকার পাপের নাশক, উকার শম্ভুস্বরূপ—এইজন্য গুরু এই তিনটীর স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন' ॥ ৮ ॥

সারসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে:—'বিশুদ্ধ মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন, (১) জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত আগমার্থবিৎ, পরদুঃখকাতর, সত্যবাদী, বেদজ্ঞ, বেদাঙ্গবিৎ, শান্ত ও কুলীন (২) দ্বিজ গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন' ॥ ৯ ॥

এই বচনে 'দ্বিজঃ' এই পদের উল্লেখ হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য (৩)। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—'যে দ্বিজ সদাচারপরায়ণ, তিনিই সমস্ত বর্ণের গুরু

(১) ব্যবহার ও লোক প্রসিদ্ধি দ্বারা মাতা পিতার বিশুদ্ধি জানা যায়। সন্তানের মনোভাব পিতামাতার মনোভাবের অনুরূপ বলিয়া তদ্দ্বারাও পিতা মাতার বিশুদ্ধি বুঝা যায়। রাঘবভট্ট 'শারদাতিলকে'র টীকায় (১১৯ পৃঃ) প্রাচীন উক্তির দ্বারা এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—"যদকারি কর্ম্ম গুপ্তং যৌবনসময়ে মদান্ধয়া মাত্রা। তৎ প্রকটয়ন্তি তনয়া বিগতনয়াঃ স্বধর্ম্মমুৎসৃজ্য" ॥ "কার্য্যানুগতং শীলং শীলানুগতং নৃণাং ভবতি চিত্তম্। চিত্তানুগতং রূপং রূপানুগতা গুণাঃ প্রায়ঃ ॥" (শারদাতিলক ১২০ পৃঃ)।

(২) কেহ কেহ "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥" এই বচনানুসারে আচারাদি নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলেন। সারসংগ্রহ-বচনে এবং অন্যান্য অনেক বচনে কুলীন পদের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং কামাখ্যা, কুলার্ণব ও রুদ্রযামলাদি তন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকেরও কুলাচার বিহিত হওয়ায় কুলীন শব্দের কৌল অর্থও কেহ কেহ গ্রহণ করেন। কৌল শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ না করিলে কুলীন শব্দের কৌল অর্থ গ্রহণে কাহারও আপত্তি হইবে না।

(৩) অবশ্য দ্বিজ শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও বুঝা যায়। কিন্তু "সদাচারো দ্বিজো যস্তু বর্ণানাং গুরুরেব সঃ"—এই বচনে 'বর্ণানাং' এইরূপ বহুবচনান্ত পদের দ্বারা সর্ব্ববর্ণের গ্রহণ হওয়ায় উক্ত বচনে দ্বিজ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণই বুঝিতে হইবে। কারণ ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে

অন্যত্রাপি— স্বধর্ম্মনিরতো ভূত্বা শ্রুত্বা দ্বিজগুরোর্মুখাৎ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি শীঘ্রং দেবত্বমাপ্নুয়াৎ॥
শূদ্রঃ শূদ্রমুখাচ্ছ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমেব বা।
গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ ১০॥

দীক্ষাফলম্

নবরত্নেশ্বরে—সর্ব্বাসামেব দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতম্।
অবিশেষাদ্ ভবত্যেষা প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ॥
যামলে— দীক্ষিতো ব্রাহ্মণো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
ঐন্দ্রলোকং ক্ষত্রিয়স্তু প্রাজাপত্যং তথা বিশঃ।
যাতি গন্ধর্ব্বনগরং শূদ্রো দীক্ষাপ্রভাবতঃ॥ ১১॥

হইবেন'। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে:—'মানব স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া দ্বিজ গুরুর মুখ হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্র দেবত্বও প্রাপ্ত হয়। শূদ্র শূদ্র গুরুর মুখ হইতে বিদ্যা বা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নরকেই গমন করে এবং দুঃখ অবশ্য প্রাপ্ত হয়'॥ ১০॥

নবরত্নেশ্বরে উক্ত হইয়াছে:—'সমস্ত দীক্ষার পূর্ণ ফল হইতেছে মুক্তি; অবিশেষে সকলেরই ইহা হইতে পারে। পরন্তু অবান্তররূপে ভোগও হইয়া থাকে'। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—'ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইয়া দুঃখশূন্য আনন্দময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ক্ষত্রিয় দীক্ষিত হইয়া ইন্দ্রলোকে এবং বৈশ্য প্রজাপতি লোকে গমন করে। শূদ্র দীক্ষাপ্রভাবে গন্ধর্ব্বনগর প্রাপ্ত হয়'॥ ১১॥

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্থলবিশেষে দীক্ষাদানের অধিকারী হইলেও ব্রাহ্মণের দীক্ষা দানে তাহাদের অধিকার নাই, ইহা 'নারদ পঞ্চরাত্রে'ও কথিত হইয়াছে। যথা—বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্। তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥ (তারাভক্তি-সুধার্ণব ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র বচন) রুদ্রযামলতন্ত্রে এবং হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত বচনেও কথিত হইয়াছে—'প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ" অর্থাৎ প্রতিলোমবর্ণের দীক্ষাদান কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের দীক্ষাদাতা—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তদনুসারেই গ্রন্থকার এখানে সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাদাতা অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন—'ব্রাহ্মণেভ্যো মন্ত্রগ্রহণম্'।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, শৈবাগম, শিব-সদ্ভাব, যোগিনীতন্ত্র ও রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে সন্ন্যাসীর নিকট গৃহস্থের দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসীর নিকট গৃহস্থের দীক্ষা গ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে।

শূদ্র-দীক্ষাধিকার-বিচারঃ

অত্র শূদ্রদীক্ষাধিকারশ্রুতেঃ—"ন শূদ্রায় মন্ত্রং দদ্যাদি"তি বচনং বেদমন্ত্রপরং দেবতাবিশেষপরং মন্ত্রবিশেষপরং চ। বারাহীতন্ত্রে—

গোপালস্য মন্ত্রর্দেয়ো মহেশস্যাপি পাদজে।
তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মন্ত্রস্তথা॥
এষু দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ।

ইতি বচনাদ্ দেবতান্তরস্য মন্ত্রে শূদ্রাণামনধিকারঃ। নৃসিংহতাপনীয়ে—শ্রুতিঃ—"সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তী"তি। "সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতী" (১।৩) তি চ। লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। লক্ষ্মীমন্ত্রমিত্যপি কশ্চিৎ॥ ১২॥

গোপালস্য দশাক্ষরঃ শ্যামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরশ্চ মন্ত্রঃ স্বাহাগর্ভোঽপি শূদ্রায় দেয়ঃ; "সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু" (১।৪) ইতি ক্রমদীপিকায়ামভিধানাৎ,—নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নচাঽমিত্রাদিদূষণম্।

এই বচনে শূদ্রের দীক্ষায় অধিকার উক্ত হওয়ায় 'ন শূদ্রায় মন্ত্রং দদ্যাৎ' অর্থাৎ শূদ্রকে মন্ত্রদান করিবে না—শূদ্রের দীক্ষা নিষেধ প্রতিপাদক এই বচন বেদমন্ত্র-বিষয়ক, দেবতা-বিশেষ-বিষয়ক এবং মন্ত্রবিশেষ বিষয়ক বুঝিতে হইবে। কারণ 'শূদ্রকে গোপালের মন্ত্র দেওয়া যাইতে পারে; মহেশ্বরেরও মন্ত্র দেওয়া যায় এবং মহেশ্বর-পত্নী পার্ব্বতী, সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্র দেওয়া যায়। এই সকল মন্ত্রের দীক্ষায় ইহাদের অধিকার আছে। অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে'—বারাহীতন্ত্রের এই বচন অনুসারে জানা যায় যে, দেবতান্তরের মন্ত্র-গ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই। নৃসিংহ-তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 'সাবিত্রী (বেদোক্ত গায়ত্রী), প্রণব (ওঁকার), যজুঃ (বৈদিক মন্ত্রবিশেষ) ও শ্রীবীজ উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই'। 'স্ত্রী ও শূদ্র যদি সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও লক্ষ্মীমন্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে মরণান্তে অধোগতি প্রাপ্ত হয়'। নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতি-বাক্যোক্ত লক্ষ্মীশব্দের অর্থ হইতেছে—শ্রীবীজ। কেহ কেহ বলেন—লক্ষ্মীমন্ত্র॥ ১২॥

গোপালের দশাক্ষর, শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র স্বাহা-গর্ভিত (যুক্ত) হইলেও শূদ্রকে দেওয়া যায়। কারণ 'সমস্ত বর্ণে এবং সমস্ত আশ্রমে' ইহা ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রমদীপিকায় গোপালের দশাক্ষর মন্ত্রে সমস্ত বর্ণের ও সমস্ত আশ্রমের লোককে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 'কালিকার মন্ত্র

নচাঽধিকারচিন্তাঽত্র গ্রহণে কালিকামনোঃ ॥

ইতি কালীকুলসর্ব্বস্ববচনাচ্চ। তস্মাদ্ গোপালদশাক্ষর-শ্যামাদ্বাবিংশত্যক্ষর-মন্ত্রগ্রহণে শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥ ১৩ ॥*

নন্ন স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়গামী স্যাদ্ ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥

ইতি দেবীযামলবচনাৎ স্বাহা-প্রণবান্বিতমন্ত্রেষু শূদ্রস্যানধিকারপ্রতীতেঃ প্রণবান্বিত-গোপালমন্ত্রে স্বাহাগর্ভিত-দ্বাবিংশত্যক্ষর-শ্যামা-মন্ত্রে চ কথং তস্যাধিকার ইতি চেন্ন।

তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি! বহ্নিজায়াঞ্চ সুন্দরি!।
প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

ইতি ভূতশুদ্ধিবচনেন তন্ত্রোক্ত-প্রণব-বহ্নিজায়য়োঃ শূদ্রোচ্চার্য্যতা-প্রতি-

গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই; অমিত্রাদি দোষও নাই এবং মন্ত্রগ্রহণে অধিকার চিন্তাও কর্ত্তব্য নহে'—কালীকুলসর্ব্বস্ব তন্ত্রের এই বচনেও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব গোপালের দশাক্ষর এবং শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র গ্রহণে শূদ্রেরও অধিকার আছে ॥ ১৩ ॥

[প্রশ্ন] 'যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দান করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রও নরকগামী হইয়া থাকে'—দেবীযামল তন্ত্রের এই বচনের দ্বারা স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অনধিকার প্রতীত হওয়ায় স্বাহাযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার কিরূপে হইতে পারে? এই যদি বলি, [উত্তর] না—ইহা বলিতে পার না। কারণ—'হে দেবি! হে সুন্দরি! শূদ্র সর্ব্বদাই তন্ত্রোক্ত প্রণব ও তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়া (৪) জপ করিতে পারে, ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে'—ভূতশুদ্ধি তন্ত্রের এই বচনের দ্বারা তন্ত্রোক্ত প্রণব ও বহ্নিজায়া শূদ্রের উচ্চার্য্য বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ায় উক্ত বচনের

(৪) তন্ত্রোক্ত প্রণব ওঁকার নহে—ঔঁকার। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি। চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে! নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাং চৈব বরাননে!॥

এইরূপ তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়া (স্বাহা) হইতেছে নমঃ। তারারহস্যধৃত দেবীযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং হরসুন্দরি!। যোষিতামপি শূদ্রাণাং চাধিকারোঽত্র সদ্বিধৌ। সর্ব্বত্র হোমপূজাদৌ সংস্কারে বালকস্য চ। প্রয়োগে যন্ত্রসংশুদ্ধৌ প্রজঃসংস্কার-কর্ম্মণি। শবানাঞ্চ চিতানাঞ্চ লতানাং চৈব সাধনে। লজ্জা তু প্রণবস্থানে হৃদয়ং বহ্নিবল্লভা সেতুস্থানে কূর্চ্চবীজং ষোঢায়াং কামবীজকম্। স্বর্গমোক্ষপ্রদং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শূদ্রযোষিতোঃ।

* ক খ পুস্তকে নন্বিত্যাদি সর্ব্বমবদাতমিত্যন্তপাঠস্থানে ভূতশুদ্ধৌ—তন্ত্রোক্তং...বিচারণা। স্বাহা...ধোগতিমিতিশ্লোকদ্বয়াদি-ইতি তু বৈদিকমন্ত্রপরমিত্যন্তমেব পাঠঃ।

পাদনাৎ তদেকবাক্যতয়া তন্ত্রোক্ত-স্বাহা-প্রণবান্বিতেষ্বেব মন্ত্রেষু তস্যাধিকারকল্পনাৎ। এবং যত্র যত্র স্বাহা-প্রণবাদ্যূঢ়ে মন্ত্রে শূদ্রস্যাধিকারোক্তির্দৃশ্যতে, তত্র ন স্বরূপতঃ, অপিতু বহ্নিজায়াদিস্থলে মায়াবীজাদিপ্রক্ষেপেণ। তথাচোক্তম্—শ্রীবিষ্ণোঃ কোটিমন্ত্রে চ কোটিমন্ত্রে শিবস্য চ।

শূদ্রাণামধিকারোঽস্তি স্বাহাপ্রণববর্জ্জিতে॥
বহ্নিজায়াস্থলে মায়াং দত্ত্বা শূদ্রো জপেদ্ যদি।
জপাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

তস্মাৎ তন্ত্রোক্ত-প্রণবাদ্যন্বিতেষ্বেব গোপালাদিমন্ত্রেষু শূদ্রাণামধিকার ইতি সর্ব্বমবদাতম্ (৫)॥ ১৪॥

সহিত একবাক্যতাপ্রযুক্ত তন্ত্রোক্ত প্রণব ও তন্ত্রোক্ত বহ্নিজাযাযুক্ত মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ যেখানে যেখানে স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার উক্ত হইয়াছে। সেখানে স্বরূপতঃ অর্থাৎ বৈদিক প্রণব ও স্বাহাযুক্ত মন্ত্রে অধিকার নাই। পরন্তু বহ্নিজায়া স্থলে মাযাবীজ (হ্রীং), প্রণবস্থলে 'নমঃ' বা ঔঁ যোগে অধিকার বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—'স্বাহা ও প্রণব রহিত শিবের কোটি মন্ত্রে এবং বিষ্ণুর কোটিমন্ত্রে শূদ্রের অধিকার আছে। 'শূদ্র যদি বহ্নিজায়া স্থলে মাযা বীজ যোগ করিয়া জপ করে, তবে সে জপের দ্বারা সিদ্ধিপতি হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়'। অতএব তন্ত্রোক্ত প্রণবাদিযুক্ত গোপালাদি মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার; (বৈদিক প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে অধিকার নাই)। সুতরাং সমস্ত সুসঙ্গত॥ ১৪॥

(৫) বেদ ও তন্ত্রে সামান্যভাবে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের স্ত্রীর এবং শূদ্রের প্রণব উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই বুঝা যায়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও 'মলমাসতত্ত্বে' তান্ত্রিক দীক্ষা প্রকরণে তাহাই বলিয়াছেন এবং শিষ্ট ব্যবহারও সেইরূপ প্রচলিত আছে। কিন্তু বচনান্তরে স্বাহাযুক্ত কতকগুলি বিশেষ মন্ত্রে স্ত্রীশূদ্রের অধিকার প্রদত্ত হওয়ায় সামান্য নিষেধবিধির সংকোচ করিয়া সেই বিশেষ মন্ত্রগুলি ব্যতীত অন্য কোন প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। পরন্তু বচনান্তরে সর্ব্বত্র বৈদিক প্রণবাদিস্থলে তান্ত্রিক প্রণবাদিযোগে মন্ত্রজপ বিহিত হওয়ায় উক্ত গোপালাদি মন্ত্রে সামান্য নিষেধ-বিধির প্রাপ্তি নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমদীপিকাবচন বা কালীকুলসর্ব্বস্ব বচন প্রতিপ্রসব হয় না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও উক্ত স্থলে কোন প্রতিপ্রসব বচন বলেন নাই। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীকারের মতে উক্ত বচনগুলি মন্ত্রবিশেষের প্রশংসাবোধক অর্থবাদমাত্রও বলা যায়।

স্ত্রীগুরোর্দীক্ষাগ্রহণ-ফলম্

স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা।
স্বপ্নলব্ধা চ যা দীক্ষা তত্র নাস্তি বিচারণা ॥

স্ত্রিয় ইতি পদং ন সর্ব্বস্ত্রীপরম্। বিধবায়া ন গুরুত্বম্। তদুক্তং তত্ত্বসারে—সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বতন্ত্রার্থসারজ্ঞা সধবা পূজনে রতা ॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

যৎ তু—বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতো (বিনা) নার্য্যা ভার্য্যায়া ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া ॥

স্ত্রী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ শুভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাতার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ তদপেক্ষা আটগুণ অধিক শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের দীক্ষায় কোন বিচার নাই। 'স্ত্রিয়ো দীক্ষা' এই বচনে 'স্ত্রিয়ঃ' এই পদটী স্ত্রীমাত্রের বোধক নহে। কারণ বিধবা স্ত্রীলোকের গুরুতা অর্থাৎ গুরুকার্য্যে অধিকার নাই। তত্ত্বসার গ্রন্থে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—'যে সধবা স্ত্রী সাধ্বী, সদাচার-পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া, সমস্ত তন্ত্রার্থে অভিজ্ঞা, পূজাকার্য্যে নিরতা, তিনিই গুরুর যোগ্যা। বিধবাকে (গুরুকার্য্যে) পরিত্যাগ করিবে' ॥ ১৫ ॥

'যেহেতু স্ত্রীলোকের দীক্ষাদানে (স্বাধীনভাবে) অধিকার নাই। সেইজন্য পুত্রের আদেশে বিধবা স্ত্রীর, পিতার আদেশে কন্যার এবং ভর্ত্তার আদেশে ভার্য্যার

তন্ত্রদীপিকাকার বলেন—উক্ত ক্রমদীপিকা বচনের অনুরোধে "স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং" ইত্যাদি বচন উভয়পর অর্থাৎ স্বাহা ও প্রণব—উভয়যুক্ত মন্ত্রে স্ত্রীশূদ্রাদির অনধিকার বুঝিতে হইবে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় 'মলমাস-তত্ত্বের' টীকায় উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—'তদসৎ। প্রণবসম্বন্ধেনৈব তন্নিষেধসিদ্ধেঃ স্বাহোপাদানবৈয়র্থ্যাৎ। অতএব "যদি কামী ভবেচ্চৈব শূদ্রোঽপি হোমকর্ম্মণি। বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদন্তেনৈব হোময়েৎ। ইতি তন্ত্রান্তরবচনে স্বাহোচ্চারণমপি নিষিদ্ধমবগম্যতে।

কেহ কেহ বাজসনেয় সংহিতার 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়। (২৬।২) এই বাক্যের দ্বারা শূদ্রেরও বৈদমন্ত্রে অধিকার সমর্থন করেন। কিন্তু উহা একেবারেই অসঙ্গত। কারণ উক্ত বাক্য যজ্ঞান্তে ঋত্বিক্‌গণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার বোধক; কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার বোধক নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বেদের উক্ত স্থান দ্রষ্টব্য।

ইতি বিধবায়া গুরুত্ববোধকং বচনম্, তদমূলম্। সমূলত্বেঽপি —

সিদ্ধমন্ত্রো নরং সর্ব্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ।

ইতি বচনৈকবাক্যতয়া সাধিতমন্ত্রবিষয়ম্ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রোদ্ধারঃ

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—মৃতমপ্যনুগচ্ছেৎ তু বিদ্যা মন্ত্রো বিশেষতঃ।

মন এব § মনুষ্যস্য পূর্ব্বকর্ম্মাণি শংসতি ॥ ‡

যদি ন স্যান্মহেশানি! মনুষ্যত্বং কথং ভবেৎ।

দীক্ষায়াঞ্চ কথং তস্য মনো ভবতি পার্ব্বতি! ॥

তস্মাৎ তু যত্নতো দেবি! পূর্ব্ববিদ্যাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৭ ॥

দীক্ষাদানে অধিকার হয়—বিধবার গুরুত্ববোধক এই যে বচন, তাহা অমূলক অর্থাৎ নিষ্প্রমাণ। সমূলক (সপ্রমাণ) হইলেও উহা—'সিদ্ধমন্ত্র সমস্ত অযোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা প্রদান করে'—এই বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সাধিত মন্ত্র-বিষয়ক বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র বিধবার সেই মন্ত্রে দীক্ষাদানে অধিকার আছে, অন্য বিধবার দীক্ষাদানে অধিকার নাই ॥ ১৬ ॥

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'বিশেষতঃ বিদ্যা ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তিরও অনুগমন করে। মনই মনুষ্যের পূর্ব্বকর্ম্মের অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্মাদির স্মরণ করে। যদি তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানাদির স্মরণ না হইত, তবে সে কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিত (৬)? এবং দীক্ষাতেই বা কেন তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত? অতএব হে দেবি! সর্ব্বাগ্রে যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মে গৃহীত বিদ্যার উদ্ধার করিবে ॥ ১৭ ॥

(৬) জীব নিজকর্ম্মানুসারে নানা দেহ লাভ করে এবং সেই দেহে সে যে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম উপার্জ্জন করে, সে সমস্ত সংস্কাররূপে (সূক্ষ্মরূপে) তাহার বুদ্ধিতে অবস্থান করে। মৃত্যুর সময় তাহাই সঙ্গে যায় এবং যাবৎ ভোগ বা জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয় না হয়, তাবৎ কালই তাহার সঙ্গে থাকে। মৃত্যুর পর যখন সে নূতন দেহলাভ করে, তখন তাহার সেই দেহোচিত জ্ঞান ও কর্ম্ম উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মনুষ্য জন্মের পর বহুজন্মান্তে—পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করিলে অদৃষ্ট প্রভাবে সেই বহুজন্ম ব্যবহিত মনুষ্যজন্মেরই সঞ্চিত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইবে, অন্য কোন জন্মের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ"।

§ খ অনেনৈব। মন এব পাঠে 'অন্যত্রাপি চে'তি বচনাৎ কর্ত্তরি বতি, তেন স্মারক ইত্যর্থঃ (খ টি) ‡ খ সংস্মৃতিঃ।

মন্ত্রলিখননিয়মঃ

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—বকুলাশ্বত্থবটকং পত্ররত্নং শৃণু প্রিয়ে ।।
বটপত্রে মহেশানি ! শক্তিমন্ত্রং লিখেৎ প্রিয়ে ! ॥
অশ্বত্থে বিষ্ণুমন্ত্রঞ্চ বকুলে শিবমন্ত্রকম্ ।
রক্তগন্ধেন দেবেশি ! কাশ্মীরৈর্বা মহেশ্বরি ! ॥
শক্তিমন্ত্রং লিখেদ্ দেবি ! চন্দনৈর্বিষ্ণুমন্ত্রকম্ ।
ভস্মনা শিবমন্ত্রঞ্চ বিলিখেৎ পরমেশ্বরি ! ॥
বিলিখেদিতি—সপ্ত সপ্তসু পত্রেষু তৎতদ্‌দেবতায়া মন্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তন্মন্ত্রে কারয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ।
তত্তদ্‌দেবতায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ।
যথাশক্ত্যুপচারেণ সম্পূজ্য পরমেশ্বরি ! ।
ততঃ শিষ্যশ্চার্ঘপাত্রং হস্তে কৃত্বা মহেশ্বরি ! ॥
অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করায় নিবেদয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অর্ঘদ্রব্যম্

অর্ঘদ্রব্যমাহ—আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু ।
রক্তানি করবীরাণি তথা রক্তঞ্চ চন্দনম্ ॥
অষ্টাঙ্গ এষকোঽর্ঘো বৈ ভানবে পরিকীর্ত্তিতঃ ।

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—'হে প্রিয়ে ! বকুল, অশ্বত্থ ও বটের পত্রকে 'পত্ররত্ন' (শ্রেষ্ঠ পত্র) বলে । হে মহেশানি ! বটপত্রে শক্তিমন্ত্র, অশ্বত্থপত্রে বিষ্ণুমন্ত্র এবং বকুলপত্রে শিবমন্ত্র লিখিবে । হে মহেশ্বরি ! রক্তচন্দন বা কুঙ্কুমের দ্বারা শক্তিমন্ত্র, শ্বেত চন্দন দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র এবং ভস্ম দ্বারা শিবমন্ত্র লিখিবে । শ্লোকোক্ত 'বিলিখেৎ' পদের অর্থ হইতেছে—সেই সেই ইষ্টদেবতার প্রত্যেক মন্ত্র সাত সাতটী পত্রে লিখিবে । সুধী শিষ্য সেই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে । ইহার অর্থ—সেই সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । হে দেবি ! তাহার পর শিষ্য সামর্থ্যানুরূপ উপচারের দ্বারা দেবতার পূজা করিয়া অর্ঘপাত্র হস্তে লইয়া এই (নিম্নোক্ত) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘদান করিবে ॥ ১৮ ॥

অর্ঘদ্রব্য বলিতেছেন ঃ—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, দধি ও মধু এবং রক্ত-করবীর ও রক্তচন্দন - এই আটটী—সূর্য্যের অর্ঘদ্রব্য বলিয়া কথিত

গান্ধর্ব্বে—ন দত্যাদ্ ভাস্করায়াঽর্ঘং শঙ্খতোয়ৈর্মহেশ্বরি ! ॥ ১৯ ॥

অর্ঘদানমন্ত্রঃ

অর্ঘদানমন্ত্রো যথা—ওঁ ভো দেব ! পৃথিবীপাল ! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ! ।
মমার্ঘঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ব্ববিদ্যাং প্রকাশয় ॥
অর্ঘং দত্ত্বা নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ ততঃ ॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥
সর্ব্বে দেবাঃ শরীরস্থা মম মন্ত্রস্য সাক্ষিণঃ ।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাং বিদ্যাং মম হস্তে প্র(দীয়তাং)দাপয় ॥ ২০

শাক্তিকী দীক্ষা

পঠিত্বেদং মহেশানি ! সত্বরং পত্রমুদ্ধরেৎ ।
উদ্ধৃত্য পত্রমেকং তু গুরোর্হস্তে প্রদাপয়েৎ ॥
গুরুস্তু অক্ষরশ্রেণীমধীত্য পরমেশ্বরি ! ।
সেতুং দত্ত্বা মহেশানি ! তন্মন্ত্রাষ্টশতং জপেৎ ॥
শিষ্যস্য মস্তকে হস্তং দত্ত্বা চাষ্টশতং জপেৎ ।
গুরুস্তু প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা শিষ্যঃ প্রত্যঙ্‌মুখস্থিতঃ ॥

হইয়াছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—"হে মহেশ্বরি ! শঙ্খজলের দ্বারা সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান করিবে না" ॥ ১৯ ॥ অর্ঘদানের মন্ত্র যথা :—

"ভো দেব ! পৃথিবীপাল ! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ! ।
মমাহর্ঘঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ব্ববিদ্যাং প্রকাশয় ॥

উহার অর্থ—হে দেব ! হে সর্ব্বশক্তিমন্ ! হে পৃথিবীপালক ! তুমি আমার এই অর্ঘ গ্রহণ কর এবং পূর্ব্বজন্ম গৃহীত বিদ্যা আমার নিকট প্রকাশ কর। তাহার পর অর্ঘদান ও নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। (মন্ত্রের অর্থঃ—"সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, পঞ্চ মহাভূত—এই নয়জন ইহলোকে শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী। শরীরস্থ সমস্ত দেবতাগণ আমার মন্ত্রের সাক্ষী। (হে দেব !) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা আমার হস্তে প্রদান করুন') ॥ ২০ ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সত্বর একটী পত্র উত্তোলন করিবে এবং একটী পত্র তুলিয়া গুরুর হস্তে দান করিবে। হে পরমেশ্বরি ! গুরু অক্ষর সমুদয় অর্থাৎ সেই পত্রলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সেতুযোগে ১০৮ বার সেই মন্ত্র জপ করিবেন এবং শিষ্যের মস্তকে হস্ত রাখিয়া ১০৮ বার

(অন্যত্র—প্রাঙ্‌মুখো গুরুরাসীনঃ শিষ্যঃ প্রত্যঙ্‌মুখস্থিতঃ) ।†

ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথা সকৃৎ ।
স্ত্রীশূদ্রবিষয়ে কুর্য্যাদ্ বৈপরীত্যেন চিন্তনম্ ॥

এতচ্চ বিষ্ণ্বাদিবিষয়ম্ । শক্তৌ চ—

আচম্য সংযতো ভূত্বা প্রাণায়ামং বিধায় চ ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ঋষ্যাদিকসমন্বিতম্ ॥
অষ্টকৃত্বো বদেন্‡ মন্ত্রং বামকর্ণে সুরেশ্বরি ! ।
ইয়ং দীক্ষা সর্ব্বতন্ত্রে শাক্তিকী * পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২১ ॥
গুরোর্লব্ধ্বা মহাবিদ্যামষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ।
গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা প্রদাপয়েৎ ॥

কুলার্ণবে—শ্রীগুরৌ প্রীতিমাপন্নে দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ ।

দেবে চ প্রীতিমাপন্নে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥
পত্ররত্নপ্রদানেন দীক্ষাং কুর্য্যাৎ কলৌ যুগে ।

জপ করিবেন। গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং শিষ্য পশ্চিমমুখ হইয়া অবস্থান করিবেন। গুরু শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার মন্ত্রপাঠ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রবিষয়ে বিপরীতভাবে মন্ত্রচিন্তা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবার এবং দক্ষিণকর্ণে একবার পাঠ করিবেন। এই কার্য্যগুলি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মন্ত্রগ্রহণে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শক্তি দেবতার মন্ত্রগ্রহণ স্থলে—(গুরু) সংযত হইয়া আচমন করিয়া ও প্রাণায়াম করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিয়া (শিষ্যের) বামকর্ণে ঋষ্যাদি সহকারে আটবার ঐ মন্ত্র বলিবেন। এই দীক্ষা সমস্ত তন্ত্রে 'শাক্তী দীক্ষা' নামে অভিহিত হইয়াছে ॥২১॥

শিষ্য গুরুর নিকট মহাবিদ্যা গ্রহণ করিয়া ১০৮ বার জপ করিবে। গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে, বিত্তশাঠ্য করিবে না। গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকেও দক্ষিণা দেওয়া যায়। কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'গুরুর প্রীতি উৎপন্ন হইলে দেবতা প্রীত হন। দেবতার প্রীতি উৎপন্ন হইলে অবশ্যই মন্ত্রসিদ্ধি হয়'॥ ২২

---

† খ পুস্তকে বন্ধনীপাঠঃ নাস্তি। ‡ ক জপেন্। * খ শাক্তেয়ী

ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
এতজ্ জ্ঞানং বিনা দেবি ! দীক্ষাং কুর্য্যাচ্চ যো নরঃ।
দীক্ষা তু বিফলা তস্য চান্তে হি নরকং ব্রজেৎ ॥
ততঃ শিষ্যো মহেশানি ! প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভুবি ॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব ! কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ ॥
এবমাভাষ্য দেবেশি ! শ্রীগুরোশ্চরণান্তিকে।
পতিতস্তন্মনাঃ শিষ্যস্তিষ্ঠেদ্ ভূমৌ তু বাগ্‌যতঃ ॥
অনুজ্ঞাং শ্রীগুরোর্যাবন্ন লভেতোত্থিতুং প্রিয়ে !।
উত্থাপয়েদ্ গুরুঃ শিষ্যং মন্ত্রমেতং সমুচ্চরন্ ॥ *
উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।
কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তি-মেধা (পুত্রা) য়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥ ২৩ ॥

যোগিনীতন্ত্রে—মন্ত্রং দত্ত্বা চোপবাসং গুরুর্নৈব সমাচরেৎ।

কলিযুগে পত্র (যান বাহন) ও রত্ন (মণিমাণিক্যাদি) প্রদানের দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই শিষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হইবে। ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এই জ্ঞান ব্যতিরেকে দীক্ষাগ্রহণ করে, তাহার দীক্ষা নিষ্ফল হয় এবং সে মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। হে মহেশানি ! তাহার পর শিষ্য দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবে এবং 'ত্বৎ প্রসাদাদহং দেব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। (এই মন্ত্রের অর্থ—হে দেব ! আমি তোমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য হইলাম এবং মায়া ও মৃত্যুরূপ মহাপাশ হইতে মুক্ত হইলাম এবং শিবত্ব লাভ করিলাম।) এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীগুরুর নিকট হইতে যতক্ষণ উত্থানের অনুজ্ঞা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ বাগ্‌যত হইয়া শ্রীগুরুর চরণে সমীপে ভূমিতে তদ্গতচিত্ত হইয়া পড়িয়াই থাকিবে। গুরু এই (নিম্নোক্ত) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন (গুরু বলিবেন)—বৎস ! উত্থিত হও, তুমি পাপমুক্ত হইয়াছ ; যথাবিধি আচার প্রতিপালন কর। তোমার কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, কান্তি, মেধা, বল ও আরোগ্য সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হউক ॥ ২৩ ॥

* ক পুস্তকে সমুচ্চরন্ ইত্যনন্তরং ততো গুরুর্বদেদিতি পাঠঃ।

মহান্ধকার-নরকে কৃমির্ভবতি চান্যথা ॥
দীক্ষাং লব্ধ্বা যদা মন্ত্রী চোপবাসং সমাচরেৎ।
তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥ ২৪ ॥

উপদেশদীক্ষা

তত্ত্বসারে— চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥
রুদ্রযামলে—শ্যামায়াং ভৈরবী-তারা-চ্ছিন্নমস্তাসু ভৈরবে।
মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ ॥
তত্রাপি গুহ্যকালীবিষয়ে পঞ্চায়তনী দীক্ষাঽস্ত্যেব। যথা বিশ্বসারে—
ভূপুরেষু চতুষ্কোণে পূজয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ।
বিষ্ণুং শিবং গণেশঞ্চ সূর্য্যং শক্তিং যথাক্রমাৎ।
পূজয়েচ্চ মহেশানি! প্রধানং মধ্যতো ন্যসন্ ॥ ২৫ ॥

দীক্ষায়াং চক্রাদিবিচারস্যানাবশ্যকত্বম্

দীক্ষায়াং চক্রবিচারে দোষমাহ গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—

'যোগিনী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'গুরু মন্ত্রদান করিয়া উপবাস করিবেন না, অন্যথা অর্থাৎ উপবাস করিলে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন'। রুদ্রযামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—শিষ্য যদি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবাস করে, তবে দেবতা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাপ দিয়া নিজপুরে গমন করেন' ॥ ২৪ ॥ তত্ত্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধক্ষেত্রে ও শিবালয়ে কেবল মন্ত্রের যে কথন, উহা 'উপদেশ' নামে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে কেবল মন্ত্রদানেই দীক্ষা সিদ্ধ হয়, অন্য অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই'। রুদ্রযামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'কালী, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, ভৈরব, মঞ্জুঘোষ ও রুদ্রের মন্ত্রগ্রহণে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গের অনুষ্ঠান ইচ্ছা করেন না। তন্মধ্যে গুহ্যকালীর মন্ত্রগ্রহণে পঞ্চায়তনী দীক্ষা আছেই। যথা— বিশ্বসার তন্ত্রে (গুহ্যকালী প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে:—'ধীমান্ সাধক ভূপুরের চতুষ্কোণে যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও শক্তির পূজা করিবে এবং মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা (যে দেবতার মন্ত্র গ্রাহ্য, সেই দেবতা) স্থাপন করিয়া পূজা করিবে' ॥২৫॥

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে দীক্ষায় চক্রবিচারের দোষ বলিতেছেন:—'যে পামর দীক্ষায়

যঃ কুর্য্যাচ্চক্রগণনাং দীক্ষায়াং পশুপামরঃ।
স ভ্রষ্টঃ সচ পাপিষ্ঠো বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥
কিং ঋণৈঃ কিং ধনৈর্বাপি রাশ্যাদিকবিচারণৈঃ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি-বিচারং পরিবর্জয়েৎ ॥
নাস্তি সত্যং মহেশানি! নক্ষত্রাদিবিচারণা।
রাশ্যাদিগণনা নাস্তি শঙ্করেণেতি ভাষিতম্ ॥ ২৬ ॥

আগমকল্পদ্রুমে—রবিসংক্রমণে চৈব সূর্য্যাস্য গ্রহণে তথা।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন ॥

যামলে— শরৎকালে যুগাদ্যায়াং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ ॥ ২৭

কালবিশেষে—মন্ত্রবিশেষগ্রহণনিয়মঃ

মৎস্যসূক্তে— গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ।
সোমগ্রহে বিষ্ণুমন্ত্রং সূর্য্যে শক্তিং ন চাচরেৎ।

চক্রবিচার করে, সে ভ্রষ্ট ও পাপিষ্ঠ বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ঋণী-ধনী চক্র বা রাশ্যাদি চক্রের বিচারের ফল কি? অর্থাৎ উহার বিচার নিষ্ফল। সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধারি বিচারও পরিত্যাগ করিবে। হে মহেশানি! নক্ষত্রাদি বিচারও নাই এবং রাশিগণনাও নাই—ইহা শঙ্কর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে'। ॥২৬॥ আগম কল্পদ্রুমে কথিত হইয়াছে:—'রবি-সংক্রমণে (সংক্রান্তিতে) এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে দীক্ষায় কোনরূপে লগ্নাদিবিচার করিবে না'। যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—'শরৎকালে, যুগাদ্যায়, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণে এবং দুর্গার বোধন দিবসে দীক্ষায় কালাকাল বিচার করিবে না' (১) ॥ ২৭ ॥। মৎস্যসূক্তে কথিত হইয়াছে:—'গ্রহণকালে ও মহাতীর্থে কাল-শুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। চন্দ্রগ্রহণ কালে বিষ্ণুমন্ত্র এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে

(১) বস্তুতঃ এই সমস্ত বচন ঐ সমস্ত মন্ত্রবিশেষের প্রশংসার্থ। উহাতে বিচারের নিষেধ প্রতিপাদ্য নহে। সন্ন্যাসীর চক্রাদি বিচার কর্ত্তব্য না হইলেও গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ রুদ্রযামলতন্ত্রের উত্তর খণ্ডের চতুর্থ পটলে চক্রাদিবিচারের কর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে। যথা—"কালীতারাদিমন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। তথাপি শোধয়েন্মন্ত্রং প্রশংসাপরমেব তৎ ॥" কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও তন্ত্রসারে বলিয়াছেন—"বস্তুতস্তু ইদং প্রশংসাপরম্। সর্ব্বত্র বিচারস্যাবশ্যকত্বাৎ; দুরদৃষ্টবশাৎ কদাচিৎ বৈরিমন্ত্রস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদ্দোষস্য দৃষ্টত্বাৎ" (তন্ত্রসার দীক্ষাপ্রকরণ)।

যামলে— সূর্য্যগ্রহে শক্তিমন্ত্রং ন প্রদদ্যাজ্জিজীবিষুঃ।
ন গৃহ্ণীয়াদপি তথা যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র বিশেষবিধিঃ

অত্র শক্তিপদং পঞ্চমীপরং, প্রকরণাদিত্যুদয়করঃ। অতএব—

শ্রীকামকালীবীজানি লোপাদৌর্গশ্চ যো মনুঃ।
সূর্য্যস্যোপগ্রহে লব্ধো নৃণাং শীঘ্রফলপ্রদঃ ॥

ইতি যামলবচনমপি সংগচ্ছতে। পরাশ্রীকামবীজানীতি কুলমূলাবতারে পাঠঃ। পূর্ব্ববচনে শক্তিমন্ত্রপদং শ্রীবীজাদ্যতিরিক্তমন্ত্রপরমিতি তু শিবদীক্ষাটীকাকৃতঃ। যামলে—

লগ্নে বাপ্যথবা হলগ্নে যত্র কুত্র তিথাবপি।
গুরোরাজ্ঞানুসারেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥
ন তিথি র্ন ব্রতং পূজা ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে চ সদ্গুরৌ ॥
সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।

শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না'। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'জীবন ধারণেচ্ছু গুরু সূর্য্যগ্রহণকালে শিষ্যকে শক্তিমন্ত্র দান করিবেন না এবং শিষ্য যদি নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সেও উহা গ্রহণ করিবে না' ॥ ২৮ ॥। এই বচনে শক্তিশব্দ "পঞ্চমীপর" অর্থাৎ (১ কালী ২ তারা ৩ ষোড়শী ৪ ভুবনেশ্বরী ৫ ভৈরবী) ভৈরবী তাৎপর্য্যে কথিত; কারণ ভৈরবীর প্রকরণেই ইহা উক্ত হইয়াছে—ইহা উদয়কর বলেন। সুতরাং 'শ্রীবীজ, কামবীজ, কালীবীজ, লোপা দুর্গার মন্ত্র সূর্য্যগ্রহণকালে গৃহীত হইলে উহা মানুষের শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে'—এইরূপ যামলতন্ত্রের বচনও সঙ্গত হয়। কুলমূলাবতার গ্রন্থে ('শ্রীকামকালীবীজানি' স্থলে) 'পরা শ্রীকামবীজানি' এইরূপ পাঠ আছে। শিবদীক্ষাটীকাকার কিন্তু বলেন—পূর্ব্ববচনে শক্তিমন্ত্রপদটী শ্রীবীজাদি ভিন্ন মন্ত্রবিষয়ক বুঝিতে হইবে। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'শুভ লগ্নে বা অশুভ লগ্নে, যে কোন তিথিতে গুরুর আজ্ঞানুসারে বিশেষভাবে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। সিদ্ধমন্ত্র গুরু স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইলে তিথি, ব্রত, পূজা, স্নান বা জপ— ইহার কোনটিই দীক্ষার কারণ নহে অর্থাৎ তিথি বারাদির বিচার না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। গুরু যেদিন সন্তুষ্ট হন, সমস্ত বার, সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্রগণ ও

যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ ॥ ২৯ ॥

মন্ত্রাণাং দশসংস্কারঃ

অথ দশসংস্কারমাহ শারদায়াম্ (২।১১২)—
জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা ॥
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রা + (মধ্যা) দুদ্ধারো জননং স্মৃতম্ ॥

মাতৃকাবর্ণাস্তু অকারাদিক্ষকারান্তাঃ।—অকাবাদি-ক্ষকারান্তা মাতৃকার্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ইতি তন্ত্রগন্ধর্ব্ববচনাৎ। মাতৃকাযন্ত্রলিখনমাহ—

ভূমৌ গোময়লিপ্তায়াং বিলিখ্যাঽষ্টদলান্বিতম্।
চন্দনাদ্যৈঃ কঠিন্যা বা তার্ত্তীয়ং কর্ণিকাগতম্ ॥
দ্বিদ্বিঃ স্বরান্ কেশরেষু বর্গানষ্টদলেষু চ।

তার্ত্তীয়ং হেসৌঃ।

কাদি-মান্তাঃ পঞ্চবর্গা মাতৃকাঃ ক্রমশোদিতাঃ ॥

রাশি সমুদয় শুভফল দান করেন। সুতরাং যখন গুরুর ইচ্ছা হইবে, তখনই তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর 'শারদাতিলকে' মন্ত্রের দশ সংস্কার বলিতেছেন। জনন, জীবন, অনন্তর তাড়ন ও বোধন, অনন্তর অভিষেক, বিমলীকরণ ও আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—এই দশটী মন্ত্রের সংস্কার। মাতৃকাযন্ত্রের মধ্য হইতে দেয় মন্ত্র সমূহের এক একটী অক্ষর উদ্ধারের নাম **১ জনন**। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে মাতৃকাবর্ণ বলে। কারণ গন্ধর্ব্বতন্ত্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে—"অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি মাতৃকা বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।" মাতৃকাযন্ত্রের লিখন প্রণালী বলিতেছেন।—'গোময়লিপ্ত ভূমিতে একটী অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া চন্দনাদি দ্বারা বা কঠিনী (খড়িমাটী) দ্বারা কর্ণিকা মধ্যে তার্ত্তীয় বীজ (হেসৌঃ) লিখিবে। কেশর সমূহে দুই দুইটী স্বর এবং অষ্টদলে বর্গ সমূহ লিখিবে। 'তার্ত্তীয়' শব্দের অর্থ—হেসৌঃ। তাহার পর যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ককারাদি মকারান্ত পঞ্চবর্গ,

যাদি-বান্তাঃ শাদি-হান্তা লক্ষার্ণৌ বিলিখেৎ ততঃ §।

ইতি মাতৃকাযন্ত্রম্।

তস্মাচ্চ গন্ধপঙ্কেন ভূর্জাদৌ মন্ত্রমুদ্ধরেৎ।

প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।

এতজ্ জীবনমিত্যাহু মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ ॥

দশধা শতধা বা জপঃ। যথা বিশ্বসারে—

পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।

প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতম্ ॥

তন্ত্রান্তরে—তাড়নং তাড়য়েদ্ বর্ণানখিলাংশ্চন্দনাম্ভসা।

শতং বা দশধা বাপি বোধয়েৎ তু মন্ত্রং ততঃ ॥ ইতি ॥

বিলিখ্য মন্ত্রং তন্মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ।

তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্ যান্তেন বোধনম্ ॥

যান্তেন রমিতি বীজেন।

যকারাদি বকারান্ত, শকারাদি হকারান্ত এবং ল ও ক্ষরূপ মাতৃকা বর্ণ সমূহ লিখিবে—ইহাই মাতৃকাযন্ত্র। সেই মাতৃকাযন্ত্র হইতে চন্দনের দ্বারা ভূর্জাদি পত্রে মন্ত্র উদ্ধার করিবে। (ইহাই মন্ত্রের জনন।) সুধী ব্যক্তি মন্ত্রবর্ণগুলিকে প্রণবের দ্বারা ব্যবহিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রবর্ণের আদিতে প্রণব দিয়া জপ করিবেন। মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে ২ **জীবন** বলেন। উক্ত জপ দশবার অথবা শতবার কর্তব্য। বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'সুধী ব্যক্তি মন্ত্রবর্ণগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দশবার বা শতবার জপ করিবেন'। (ভূর্জপত্রাদিতে কুঙ্কুমাদি দ্বারা) মন্ত্রবর্ণগুলি লিখিয়া মন্ত্রদাতা গুরু বায়ুবীজের (যং) দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে চন্দন জল দ্বারা তাড়ন করিবেন। উহা ৩ **তাড়ন** বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে :—'মন্ত্রবর্ণগুলিকে চন্দন জলের দ্বারা দশবার বা শতবার তাড়ন করিবে। উহাই তাড়ন। তাহার পর মন্ত্রের বোধন করিবে।' মন্ত্রদাতা গুরু সেই দেয় মন্ত্রকে লিখিয়া যান্ত (রং) বীজের দ্বারা মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক করবীর পুষ্পের (এক একটী) দ্বারা হনন করিবেন। উহাই ৪ **বোধন**। 'যান্তেন' এই পদের

§ খ পুস্তকে ততঃ ইত্যনন্তরং তন্ত্রে—ব্যোমেন্দ্বাবিত্যাদি শ্লোকোঽধিকঃ।

স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া।
অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্ বিশুদ্ধয়ে ॥
তন্ত্রান্তরে—মন্ত্রস্য চামুকং বর্ণমভিষিঞ্চামি হৃদ্যুতম্।
অভিষিঞ্চেদষ্টধা বা প্রত্যেকমভিষেচনম্ ॥
কুশোদকেন দুগ্ধেনাঽভিষেচনমুদাহৃতম্॥ ইতি।
সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ।
মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্ ॥
তারং ব্যোমাগ্নি-মনুযুক্ দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ।
মনুশ্চতুর্দ্দশস্বরো দণ্ডী অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌং ইতি।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং মতম্ ॥
অন্যত্র—অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নম ইত্যম্ভসা চ তম্।
মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ।

অর্থ 'বং' এই বীজের দ্বারা। মন্ত্রদাতা গুরু স্বস্বতন্ত্রোক্তবিধানে অর্থাৎ শিব মন্ত্রে শিবতন্ত্রানুসারে, শক্তিমন্ত্রে শক্তিতন্ত্রানুসারে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণবতন্ত্রানুসারে মন্ত্রের বিশুদ্ধির জন্য মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক অশ্বত্থ পত্রের দ্বারা মন্ত্রকে অভিষিক্ত করিবেন। তন্ত্রান্তরে অভিষেকের প্রয়োগ উক্ত হইয়াছে—'মন্ত্রস্যামুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ'। এই মন্ত্রের দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে আটবার অভিষিক্ত করিবে। (ইহার নাম **৫ অভিষেক**) কুশোদকের সহিত দুগ্ধের দ্বারা অভিষেক কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রদাতা মনে মনে মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রগত ত্রিবিধ মল (সহজ, আগন্তুক ও মায়ীয়) দগ্ধ করিবেন (১)। ইহাই (মন্ত্রের) **৬ বিমলীকরণ**। তার (প্রণব) এবং ব্যোম (হকার), অগ্নি (রেফ) ও মনু (ঔ) যুক্ত দণ্ডীকে (অনুস্বারকে) জ্যোতির্মন্ত্র বলে। মনু শব্দের অর্থ—চতুর্দ্দশ স্বর (ঔ) এবং দণ্ডী শব্দের অর্থ—অনুস্বার। সুতরাং মন্ত্র হইল—ওঁ হ্রৌং। দেয় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মূল মন্ত্র-জপ্ত কুশোদকের দ্বারা যথাবিধি মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের যে প্রোক্ষণ, ইহাই **৭ আপ্যায়ন**। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ' বলিয়া জলের

(১) ছিন্ন রুদ্ধাদি দোষই মন্ত্রের সহজ মল। গুরুর প্রতি অনাদর প্রযুক্ত যে দোষ উৎপন্ন হয়, উহাই মন্ত্রের আগন্তুক মল। কাম-ক্রোধাদির অবস্থায় জপ করিলে যে দোষ, উহাই মায়ীয় মল।

শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সমুদীরিতম্ ॥

দশধা তর্পয়েৎ তাবদিতি তর্পণম্।

তাবমায়া-রমাযোগে মনোর্দীপনমুচ্যতে।

বিশ্বসাবে— তারমায়াবমাবীজপুটিতেন জপন্মনুম্।

শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ইতি।

তন্ত্রান্তবে— সপ্তধা দীপনমিতি।

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি মন্ত্রাণাং দশসংস্কাবঃ।

ইষ্টদেবস্য নিত্যপূজ্যত্বকথনম্

বিশ্বসাবে— গৃহীত্বা চ মহাবিদ্যাং জপেজ্ জীবাবধি প্রিয়ে।।

মহাগুরুনিপাতাদৌ ন পূজায়াং বিকল্পনা ॥

মোহাদ্বা যদি বা দৈবাৎ পূজযেন্ ন চ সাধকঃ।

তস্য সর্ব্ববিনাশঃ স্যান্মাবয়েৎ তং সদাশিবঃ ॥

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা।

পূজয়েৎ পবয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচাবণা ॥

দ্বারা মূলমন্ত্রের তর্পণ কর্ত্তব্য। শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বাবা, বৈষ্ণবমন্ত্রে কর্পূবমিশ্রিত জলেব দ্বাবা, শৈবমন্ত্রে দুগ্ধ ও ঘৃতেব দ্বাবা তর্পণ কথিত হইয়াছে। দশবার তর্পণ কর্ত্তব্য। ইহাই **৮ তর্পণ**। মন্ত্রে তাব (প্রণব), মায়া (হ্রীং) ও বমা (শ্রীং) যোগ হইলে মন্ত্রেব দীপন অর্থাৎ মন্ত্রেব আদিতে এই তিনটী বীজযোগে মন্ত্রের সাতবাব জপে **৯ দীপন** হয়। বিশ্বসাব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'সাধকশ্রেষ্ঠ তাব, মায়া ও বমা—এই বীজ তিনটীব দ্বাবা পুটিত কবিয়া ১০৮ বার দেয় মন্ত্র জপ কবিতে কবিতে মন্ত্রেব দীপন কবিবেন। তন্ত্রান্তরে সাতবাব দীপন কথিত হইযাছে। যে মন্ত্র জপ করা হয়, তাহাব গোপনকে ১০ **অপ্রকাশ** বলে। ইহাই মন্ত্রের দশ সংস্কাব ॥ ৩১

বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'হে প্রিয়ে! মহাবিদ্যা গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জপ করিবে। মহাগুরু নিপাতাদিতে অর্থাৎ পিতা, মাতা গুরু প্রভৃতির মরণাদি জন্য অশৌচেও পূজায় বিচার নাই অর্থাৎ পূজা কর্ত্তব্য। সাধক দৈবাৎ বা মোহবশতঃ যদি পূজা না করে, তবে তাহার সমস্তই বিনষ্ট হয়, শিব তাহাকে বিনাশ করেন। অশুচি বা শুচি অবস্থায় সমস্ত দেশে ও সমস্তকালে ভক্তির

রুদ্রযামলে—পূজয়েন্ মৃতকে বাঽপি জননে সরুজোঽপি বা।

সর্ব্বত্রৈষ বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৩২ ॥

সূতকিনঃ পূজাবিধিঃ

অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাম্।

স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্বর্ত্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু বৈ।

বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ ॥

দেবীবিষয়ে বাহ্যপূজা কর্ত্তব্যা, বিশেষবিধানাৎ। তথাচোক্তং বারাহীতন্ত্রে—

তারায়াশ্চৈব কাল্যাশ্চ ত্রিপুরায়াশ্চ সুব্রতে!।

সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেয়ুর্জপার্চ্চনম্ ॥ *

যামলে—অশুচির্ব্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।

ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা ॥

বিশ্বসারে— জাগ্রৎ শয়ান উত্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা।

সিদ্ধমন্ত্রে ন দোষঃ স্যাদশৌচেঽপি জপেৎ সদা।

সহিত দেবীর পূজা করিবে। ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে। রুদ্রযামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—'জননাশৌচ বা মরণাশৌচেও পূজা করিবে এবং রুগ্ন ব্যক্তিও পূজা করিবে। সকল স্থলেই সমস্ত কাম্য-ফলপ্রদ এই বিধি কথিত হইয়াছে ॥ ৩২

অনন্তর আগমবিহিত জননাশৌচীর পূজা বলিব। (জননাশৌচী ব্যক্তি) স্নান করিয়া ও নিত্য কর্ম্ম শেষ করিয়া মানস ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ মনে মনে বাহ্যপূজাক্রমানুসারেই (ইষ্টদেবের) ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে। দেবীবিষয়ে বাহ্যপূজাও কর্ত্তব্য; কারণ (এবিষয়ে) বিশেষ বিধান আছে। বারাহী তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—'হে সুব্রতে! জননাশৌচ ও মরণাশৌচে কালী, তারা ও ত্রিপুরার জপ পূজা পরিত্যাগ করিবে না'। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—'অশুচি বা শুচি ব্যক্তি গমন কালে, অবস্থান কালে বা শয়ন কালেও সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বদা জপ করিবে। কারণ মানস জপে কোন দোষ নাই'। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—'জাগ্রৎ অবস্থায়, শায়িত বা উপবিষ্ট হইয়া, গমন কালে বা ভোজন কালেও এবং অশৌচেও সর্ব্বদা জপ করিবে। সিদ্ধমন্ত্রের জপে দোষ হয় না।

* খ পুস্তকেঽত্র অতিরিক্ত পাঠো যথা—"পিচ্ছিলাতন্ত্রেঽপি—কালিকায়াশ্চ তারায়াস্ত্রিপুরায়াশ্চ সুন্দরি। বাহ্যপূজাজপৌ কার্য্যৌ সূতকে মৃতকেঽপি চ। অত্রাপি নাচরেৎ সন্ধ্যাবিধানং হরবল্লভে।"

ন কল্পনা দিবা রাত্রৌ নচ সন্ধ্যাবসানকে ॥ ৩৩ ॥

অথ গুরুমাহাত্ম্যম্

গুরুঃ সর্ব্বসুরাধীশো গুরুঃ সাক্ষী কৃতাকৃতে।
সম্পূজ্য সকলং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ তস্যাজ্ঞয়া সদা ॥
গমনং পূজনং জাপং ভোজনং মননং † তথা।
গৃহীত্বাজ্ঞাং গুরোঃ কুর্য্যাৎ তস্য সিদ্ধির্বিনা জপাৎ ॥
তন্ত্রে*—ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুরোর্ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুরোঃ।
ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকারণম্ ॥
স্বগুরুং হি বিনা দেবি! নান্যঞ্চ গুরুমর্চ্চয়েৎ।
প্রত্যক্ষো বা পরোক্ষো বা প্রত্যহং প্রণমেদ্ গুরুম্ ॥
একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্।
ক্রোশমাত্রস্থিতো ভক্ত্যা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ ॥
অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ব্বসু।
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি।

উহাতে দিবসে, রাত্রিতে বা সন্ধ্যার অবসানেও কোন বিচার নাই ॥ ৩৩ ॥

গুরু সমস্ত দেবতার অধিপতি। গুরু সমস্ত কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষী। গুরুর পূজা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞা লইয়া গমন, পূজা, জপ, ভোজন ও মনন (চিন্তা) করে, তাহার বিনা জপেই সিদ্ধিলাভ হয়।

তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'ত্রিসন্ধ্যায় (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে) শ্রীগুরুর ধ্যান ও ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুর পূজা কর্ত্তব্য। ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে, পরম কারণ বলিয়া ভাবনা (চিন্তা) করিবে। হে দেবি! স্বগুরু ব্যতীত অন্য গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। শিষ্য (গুরুর) প্রত্যক্ষ হউক বা পরোক্ষ হউক—গুরুকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। শিষ্য (গুরুর সহিত) এক গ্রামে অবস্থিত হইলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে প্রণাম করিবে। (গুরু গৃহ হইতে) এক ক্রোশ দূরে বাস করিলে প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একবার গুরুকে প্রণাম করিবে। শিষ্য অর্দ্ধযোজন মধ্যে থাকিলে পঞ্চপর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে

---

† খ রমণং * ক গ পুস্তকে নাস্তি

তত্তৎসংখ্যাগতৈর্মাসৈঃ প্রণমেদ্ শ্রীগুরুং প্রিয়ে ! ॥
যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি ! শ্রীগুরুর্নগনন্দিনি ! ।
সংবৎসরস্য মধ্যে তু দ্বিবারং পূজয়েদ্ গুরুম্ ॥

দ্বিবারমিতি একধোত্তরায়ণে একধা দক্ষিণায়ণে ইত্যর্থঃ ।

এবং যো নাচরেদ্ দেবি ! স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥
একত্র গুরুণা সার্দ্ধং স্বপিত্যুপবিশেচ্চ যঃ ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥

তন্ত্রে — গুরুমালোকয়ন্ শিষ্য উত্তিষ্ঠন্নাসনং ত্যজেৎ ।
জাতিবিদ্যাধনাঢ্যোঽপি দূরে দৃষ্ট্বা গুরুং মুদা ।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ ॥
আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।
প্রণম্য প্রবসেৎ পার্শ্বে তদা গচ্ছেদনুজ্ঞয়া ॥
মুখাবলোকী সেবেত কুর্য্যাদাজ্ঞাদিমাদরাৎ ।
অসত্যং ন বদেদগ্রে ন বহু প্রলপেদপি ॥

গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজনের মধ্যে অবস্থিত হইলে যোজন সংখ্যক মাসে (গুরুর নিকট গমন করিয়া) তাঁহাকে প্রণাম করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি নগনন্দিনি ! যদি ইহারও দূরে গুরুদেব অবস্থিত হন, তবে বৎসরের মধ্যে দুইবার গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। শ্লোকোক্ত 'দ্বিবার' শব্দের অর্থ—একবার উত্তরায়ণে এবং একবার দক্ষিণায়ণে। হে দেবি ! যে ব্যক্তি (গুরুর প্রতি) এইরূপ আচরণ না করে, সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়। যে ব্যক্তি গুরুর সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে গমন করে। 'তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—'শিষ্য গুরুকে দেখিয়াই উত্থিত হইয়া আসন পরিত্যাগ করিবে। বংশে, বিদ্যায় এবং ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও শিষ্য গুরুদেবকে দূরে দেখিয়া আনন্দের সহিত দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে এবং তাহার পর প্রদক্ষিণ করিবে। গুরু যখন আগমন করেন, তখন অগ্রসর হইয়া যাইবে ; যখন গমন করেন, তখন তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবে। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবে এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে তখন (অন্যত্র) গমন করিবে। তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে সেবা করিবে এবং আদরের সহিত

ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্ ।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা * কথঞ্চন ॥
গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবাশ্চ সুহৃদ্ গুরুঃ ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং যজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুম্ ॥
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা-মৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
দীক্ষা-ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং ভূষণং পাদুকাং তথা ।
ছায়াং কলত্রমন্যদ বা † যদ দৃষ্টং তৎ সুপূজয়েৎ ॥
যথা দেবে তথা মন্ত্রে যথা মন্ত্রে তথা গুরৌ ।
যথা গুরৌ তথা স্বাত্মন্যেবং ভক্তিক্রমঃ স্মৃতঃ ॥
গুরোঃ শয্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা ।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৩৪ ॥

অন্যত্রাপি—দেবচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং শক্তিচ্ছায়াং ন লঙ্ঘয়েৎ ।
‡ প্রমাদতোঽপি চেদ্ দেবি ! গুরোরগ্রে প্রপূজয়েৎ ॥

তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর অগ্রে মিথ্যা কথা বলিবে না এবং বহু কথাও বলিবে না। হে দেবি! শিষ্য হইয়া গুরুর সহিত কখনও ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ এবং বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করিবে না। গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু স্বামী, গুরু বান্ধব এবং গুরু সুহৃৎ—এইরূপে মনকে সর্ব্বদা একাগ্র করিয়া সর্ব্বরূপে প্রত্যহ গুরুকে পূজা করিবে। গুরুর সম্মুখে পৃথক পূজা অর্থাৎ গুরুপূজা ব্যতীত অন্য পূজা ও ঔদ্ধত্য বর্জ্জন করিবে। গুরুর অগ্রে দীক্ষাব্যাখ্যা (অধ্যাপনা) ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে। (গুরুর) আসন, শয্যা, বস্ত্র, ভূষণ, পাদুকা, প্রতিকৃতি, পত্নী এবং অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তাঁহার পূজা করিবে। দেবতায় যেরূপ ভক্তি, মন্ত্রে তদ্রূপ ভক্তি কর্ত্তব্য। মন্ত্রে যাদৃশ ভক্তি, গুরুতে তাদৃশ ভক্তি করিবে। গুরুতে যেরূপ ভক্তি, নিজের আত্মাতেও সেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য—ভক্তির এইরূপ ক্রম কথিত হইয়াছে। কখনও গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, স্নানীয় জল ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৪৩

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—দেবতার ছায়া, গুরুর ছায়া ও শক্তির (গুরু-পত্নীর) ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। হে দেবি! যদি প্রমাদবশতঃও কেহ গুরুর

---

* ক খ দেবি ! † ক খ অন্যত্র ‡ ক যদি প্রমাদতো

স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥
রিক্তহস্তেন নোপেয়াদ্ রাজানং দেবতাং গুরুম্।
ফল-পুষ্পাম্বরাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ ॥
ভক্ত্যা শক্ত্যনুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যৎ কৃতম্।
স্বল্পং বা বহুলং তুল্যং ফলমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ ॥
গুর্ব্বর্থে কৃপণো দেবি! রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
গুরুবাক্যং মৃষা কৃত্বা আত্মবাক্যন্তু স্থাপয়েৎ ॥
গুরুং জেতুমনা যঃ সঃ পচ্যতে নরকার্ণবে।
গুরোর্নাম ন ভাষেত জপকালাদৃতে ক্বচিৎ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি।।
ভুঞ্জতে বিবুধা ভক্ত্যা গুরোরুচ্ছিষ্টমুত্তমম্ ॥
আগচ্ছেদ্ যদি চার্ব্বঙ্গি! গুরুঃ শিষ্যস্য মন্দিরে।
শিষ্যস্য মন্দিরং দেবি! কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্ ॥
চন্দ্রগ্রহণকালো হি তদ্ দিনং বরবর্ণিনি!।
গুরোর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অগ্রে পূজা করে, সে নরকে গমন করে এবং সেই পূজা নিষ্ফল হয়। রিক্তহস্তে রাজা, দেবতা ও গুরুর নিকট গমন করিবে না। সামর্থ্যানুসারে ফল, পুষ্প ও বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। গুরুর উদ্দেশ্যে সামর্থ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক অল্প বা অধিক—যাহা করা হয়; ধনী ও দরিদ্র—উভয়েরই ফল তুল্য অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রচুর দিয়া যে ফল পাইবেন; দরিদ্র ভক্তিপূর্ব্বক অল্প দিয়া সেই ফলই পাইবেন। হে দেবি! গুরুর উদ্দেশ্যে যাহারা কৃপণ অর্থাৎ গুরুকে দিতে যাহারা কৃপণতা করে; তাহারা 'রৌরব' নরকে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি গুরুবাক্যকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিয়া নিজের বাক্যকে যথার্থ প্রতিপাদন করে এবং যিনি গুরুকে জয় করিতে অভিলাষী, সে নরক-সমুদ্রে পচিতে থাকে। জপকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না। হে নগনন্দিনি! জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও ভক্তির সহিত গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। হে চার্ব্বঙ্গি! যদি গুরুদেব শিষ্যের গৃহে আগমন করেন; হে দেবি! হে বরবর্ণিনি! শিষ্যের সেই গৃহ কোটি সূর্য্যগ্রহণের তুল্য পবিত্র ক্ষেত্র এবং সেই দিন চন্দ্রগ্রহণের তুল্য পুণ্য। গুরুর দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বরবর্ণিনি! হে চার্ব্বঙ্গি! গুরু,

গুরুং বা গুরুপুত্রং বা পত্নীং বা বরবর্ণিনি ! ॥
বিলঙ্ঘ্য যদি চার্ব্বঙ্গি ! গচ্ছেৎ সাধকসত্তমঃ ।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি ! নরকং চোত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

উত্তরকল্পে—সাক্ষাদ্বাপি পরোক্ষে বা গুরোরাজ্ঞাং সমাচরেৎ ।
(পরোক্ষে তদনুজ্ঞান-বিধানং শৃণু শঙ্করি ! ॥)*
পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি ! আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিরম্ ।
গুরুর্বা তৎসুতো বাপি তৎপত্নী বা মহেশ্বরি ! ।
তদা পূজাং পরিত্যজ্য পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥
যত্বল্পং হি গুরোর্দ্রব্যমদত্তং স্বীকরোত্যপি ।
তিরশ্চাং যোনিমাগচ্ছেৎ ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যতে সদা ॥
সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ ।
স্তুত্বা করপুটং কৃত্বা মনসা ধ্যানতৎপরঃ ॥
"বিহিতং বিদধে নাথ ! বিধেয়ং যৎ কৃপাং কুরু ।
অবিরুদ্ধং ভবত্বত্র তত্ত্বদীয়প্রসাদতঃ ॥"
ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য তদাদিষ্টং সমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকে লঙ্ঘন করিয়া (নমস্কারাদি না করিয়া) [যদি কেহ] গমন করে ; হে চঞ্চলাপাঙ্গি চার্ব্বঙ্গি ! তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ হইয়াও উত্তরোত্তর নরকে গমন করেন' ॥ ৩৫

উত্তরকল্পে কথিত হইয়াছে ঃ—'সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। (হে শঙ্করি ! অসাক্ষাতে—গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের বিধি বলিতেছি, শুন।) হে চার্ব্বঙ্গি ! হে মহেশ্বরি ! যদি পূজাকালে শিষ্যের গৃহে গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী আগমন করেন, তবে সে সময় পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিজগুরুকে (গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীকে) পূজা করিবে। গুরুকর্ত্তৃক অদত্ত অল্পমাত্র দ্রব্যও যদি শিষ্য গ্রহণ করে, তবে সে পশুদিগের যোনি প্রাপ্ত হয় এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা ভক্ষিত হয়। সহস্রার পদ্মে গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও পূজা করিয়া, স্তব করিয়া এবং করপুট করিয়া মনের দ্বারা ধ্যানতৎপর হইয়া 'বিহিতং বিদধে নাথ' ইত্যাদি "ত্বদীয়প্রসাদতঃ" ইত্যন্ত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে' ॥ ৩৬ ॥

---

* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যগতপাঠো নাস্তি।

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে— শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! কৃপয়া পরমেশ্বর ! ।
গুরুপূজাবিধানং মে বিস্তরাদ্ বদ শঙ্কর ! ॥

ঈশ্বর উবাচ—

দিব্যং বীরঞ্চ চার্ব্বঙ্গি ! পূর্ব্বোক্তং বহুশঃ প্রিয়ে ! ।
মানবস্য ক্রমং দেবি ! সংক্ষেপান্নিগদামি তে ॥
গুরুঃ পরগুরুশ্চৈব পরাপরগুরুস্তথা ।
স্বগুরুঃ পরমেশানি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ ॥
তদ্-গুরুঃ স্যাৎ পরগুরুঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ ক্ষিতৌ সদা ।
পরাপরগুরুস্তস্য গুরুঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
অতএব মহেশানি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো গুরুঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ।
সর্ব্বেশং সর্ব্বদং দেবং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥
পুরস্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুরোর্ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুরোঃ ।

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে শ্রীদেবী বলিতেছেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে পরমেশ্বর শঙ্কর ! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে গুরুপূজার বিধি বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন—'হে চার্ব্বঙ্গি ! হে প্রিয়ে ! পূর্ব্বে অতিবিস্তৃতভাবে দিব্য ও বীরক্রম কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! সঙ্ক্ষেপে মানবক্রমের কথা তোমাকে বলিতেছি। (মানবক্রমে) গুরু, পরম গুরু ও পরাপর গুরু—(এই ত্রিবিধ গুরু)।

হে পরমেশ্বরি ! নিজের গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার গুরু পরম গুরু হন, তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বদা স্বয়ং বিষ্ণু স্বরূপ। তাঁহার গুরু পরাপর গুরু; তিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বর। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু এবং গুরুদেবই মহেশ্বর। অতএব হে মহেশ্বরি ! গুরুদেব সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপ। অখণ্ডমণ্ডলাকার সর্ব্বব্যাপী ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদাতা গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। সম্মুখে, পার্শ্বদ্বয়ে ও পৃষ্ঠে নমস্কার। তোমাকে নমস্কার নমস্কার—এইরূপে শিষ্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুর ধ্যান

ত্রিসন্ধ্যাং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকারণম্ ॥
গুরুং বিনা বরারোহে ! নাস্তি সিদ্ধিঃ কদাচন ॥ ৩৭ ॥
গুরুং স্মৃত্বা মহেশানি ! দিবসে দিবসে প্রিয়ে ! ॥
পূজয়েন্মানসৈর্গন্ধৈর্ধূপৈর্দীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈস্তথা পেয়ৈর্দধিদুগ্ধৈরনেকধা ॥
পনসৈর্নারিকেলৈশ্চ তথা রম্ভাফলৈঃ প্রিয়ে ! ।
অন্নৈর্নানাবিধৈর্দেবি ! পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥
স্বগুরুং হি বিনা দেবি ! নান্যঞ্চ গুরুমর্চ্চয়েৎ ।
(মৎস্যৈর্মাংসৈর্মহেশানি ! পূজয়েদ্ ভক্তিতঃ প্রিয়ে ! ॥) *
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ চার্ব্বঙ্গি ! পূজয়েদ্ ভক্তিতঃ সদা ।
স্বর্ণৈশ্চ পট্টবস্ত্রৈশ্চ তথা কার্পাসসম্ভবৈঃ ॥
অবিচিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ অতিসূক্ষ্মৈর্মনোহরৈঃ ।
আসনৈর্বিবিধৈর্দেবি ! রক্তকম্বলসংযুতৈঃ ॥
তথা নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ স্বগুরুং সদা ।
অলঙ্কারৈস্তথা দেবি ! বিবিধৈঃ স্বর্ণনির্ম্মিতৈঃ ॥
রাজতৈশ্চৈব চার্ব্বঙ্গি ! স্বগুরুং পূজয়েৎ সদা ॥

ও ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুর পূজা করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে পরম কারণ বলিয়া চিন্তা করিবে। হে বরারোহে ! গুরু ব্যতীত কখনও সিদ্ধি নাই ॥ ৩৭ ॥

হে প্রিয়ে ! হে মহেশানি ! প্রত্যহ গুরুকে স্মরণ করিয়া মানস গন্ধসমূহের দ্বারা এবং মানস উত্তম ধূপসমূহ ও দীপসমূহের দ্বারা পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! হে দেবি ! সেইরূপ অর্থাৎ মানস অনেক প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য দ্বারা এবং পেয় দধি-দুগ্ধ দ্বারা এবং পনস (কাঁঠাল), নারিকেল ও রম্ভা ফলের দ্বারা এবং নানাবিধ অন্ন দ্বারা নিজ গুরুকে পূজা করিবে। হে দেবি ! স্বগুরু ব্যতীত অন্য গুরুকে অর্চ্চনা করিবে না। হে চার্ব্বঙ্গি ! গন্ধ ও মাল্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা গুরুকে পূজা করিবে। হে দেবি ! স্বর্ণের দ্বারা, পট্টবস্ত্রের দ্বারা, বিচিত্র বা অবিচিত্র অতি সূক্ষ্ম মনোহর কার্পাস বস্ত্রের দ্বারা, রক্তকম্বলসংযুক্ত বিবিধ আসনের দ্বারা এবং অন্যান্য নানাবিধ-দ্রব্যের দ্বারা সর্ব্বদা নিজগুরুকে পূজা করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি ! স্বর্ণনির্ম্মিত ও

* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যগতপাঠো নাস্তি

গুরোর্মন্ত্রং মহেশানি ! প্রজপেৎ সুরবন্দিতে ! ।
গুরোঃ পত্নীং মহেশানি ! পূজয়েদ্ বিধিনাঽমুনা ! ॥ ৩৮ ॥
গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু ।
প্রত্যহং § পূজনং কার্য্যং চামুনা বিধিনা প্রিয়ে ! ॥
গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুরুপত্নীঞ্চ পূজয়েৎ ।
তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি ! গুরুপুত্রং স্বয়ং শিবম্ ।
তদভাবে বরারোহে ! গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ ॥
তদভাবে মহেশানি ! গুরুস্বসাং প্রপূজয়েৎ ।
এষামভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুরোর্গোত্রং প্রপূজয়েৎ ॥
গোত্রাভাবে বরারোহে ! তথা মাতামহং গুরোঃ ।
মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েদ্ বিধিনাঽমুনা ॥ *
যদি নো পূজয়েদ্ দেবি ! অনেন বিধিনা প্রিয়ে ! ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্ দেবি ! তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ ॥
সংবৎসরস্য মধ্যে তু ন গচ্ছেদ্ যদি সাধকঃ ।

রজতনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কারের দ্বারা নিজগুরুকে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি ! হে সুরবন্দিতে ! গুরুমন্ত্র জপ করিবে এবং এই বিধি দ্বারা গুরুপত্নীকে পূজা করিবে॥ ৩৮॥

হে প্রিয়ে ! এই বিধি অনুসারে গুরুপুত্রগণকে গুরুর ন্যায় এবং গুরুর দুহিতাদি আত্মীয়গণকে গুরুর ন্যায় প্রত্যহ পূজা করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি ! গুরুর অভাবে (অনুপস্থিতিতে) গুরুপত্নীকে পূজা করিবে। গুরুপত্নীর অভাবে স্বয়ং শিবস্বরূপ গুরুপুত্রকে পূজা করিবে এবং গুরুপুত্রের অভাবে গুরু-কন্যাকে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি ! গুরুকন্যার অভাবে গুরুর ভগিনীকে পূজা করিবে। ইহাঁদের অভাবে গুরুর সগোত্রকে পূজা করিবে। হে বরারোহে ! সগোত্রের অভাবে গুরুর মাতামহকে, মাতুলকে কিম্বা মাতুলানীকে এই বিধানে পূজা করিবে। হে দেবি ! যে সাধক এই বিধি অনুসারে পূজা না করে, হে প্রিয়ে ! সে তৎক্ষণাৎ প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় এবং যে সাধক সর্ব্বদা কাশী পুরী তুল্য গুরুদেবের মন্দিরে সংবৎসরের মধ্যে গমন না করে,

§ খ পুস্তকে 'পূজয়েৎ প্রত্যহং ভক্ত্যা' ইতি পাঠঃ।

* ক পুস্তকেঽত্র শ্লোকদ্বয়ম্—"যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি ! স্বগুরুর্নগনন্দিনি ! । সংবৎসরস্য মধ্যে তু পূজয়েদ্ বিধিনাঽমুনা ॥ একধোত্তরায়ণে কালে একধা দক্ষিণায়নে। পূজয়েদ্ গুরুদেবঞ্চ বিধিনা চামুনা প্রিয়ে ! ॥"

মন্দিরং গুরুদেবস্য সদা কাশীপুরীসমম্ ॥
কাশীসমং মহেশানি ! যঃ পশ্যেদ্ গুরুমন্দিরম্ ।
শিবতুল্যো ভবেদ্ দেবি ! তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ ॥
গুরোর্গেহং সমাসাদ্য উচ্ছিষ্টভক্ষণং চরেৎ
তদৈব সহসা সিদ্ধিঃ সাধকস্য ভবেৎ প্রিয়ে ! ॥
অভুক্ত্বা গুরুদেবস্য চোচ্ছিষ্টং বরবর্ণিনি ! ।
বিদ্যাং বা পরমেশানি ! মন্ত্রং বা নগনন্দিনি ! ॥
ন জপেৎ তু কদাচিৎ তু কুত্রচিৎ ক্বচিদেব হি ।
তন্মুখং চঞ্চলাপাঙ্গি ! বিষ্ঠাকূপসমং প্রিয়ে ! ॥
উচ্ছিষ্টভক্ষণাদ্ দেবি ! মুখস্য শোধনং প্রিয়ে ! ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি ! ॥
ভুঞ্জতে বিবিধং ভক্ত্যা গুরোরুচ্ছিষ্টমুত্তমম্ ।
গুরোরুচ্ছিষ্টমন্নঞ্চ সদানন্দময়ং প্রিয়ে ! ॥
গুরুং বা গুরুপুত্রং বা পত্নীং বা বরবর্ণিনি ! ।
বিলঙ্ঘ্য যদি চার্ব্বঙ্গি ! গচ্ছেৎ সাধকসত্তমঃ ।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি ! নরকং চোত্তরোত্তরম্ ॥

সেও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। হে মহেশানি ! যে সাধক গুরুগৃহকে কাশীতুল্য দর্শন করে, হে দেবি ! সে সাধক তৎক্ষণাৎ শিবতুল্য হয়। গুরুদেবের গৃহে গমন করিয়া উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে ; হে প্রিয়ে ! সাধকের সেই কালেই সহসা সিদ্ধিলাভ হইবে। হে বরবর্ণিনি ! হে পরমেশ্বরি নগনন্দিনি ! গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন না করিয়া কোনও সময়ে কোনও স্থানে কোনও কালে বিদ্যা বা মন্ত্র জপ করিবে না। যেহেতু হে প্রিয়ে ! হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! সেই সাধকের মুখ বিষ্ঠাকূপের তুল্য (অপবিত্র) হয়। হে দেবি ! হে প্রিয়ে ! (গুরুর) উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের দ্বারা মুখের শুদ্ধি হয়। হে নগনন্দিনি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর বহুবিধ উচ্ছিষ্ট উত্তমরূপে ভোজন করেন। হে প্রিয়ে ! গুরুর উচ্ছিষ্ট অন্ন সকল সময়েই আনন্দময়। হে বরবর্ণিনি ! গুরুকে বা গুরুপুত্রকে বা গুরুপত্নীকে লঙ্ঘন করিয়া (নমস্কারাদি না করিয়া) যদি কেহ গমন করে, হে চঞ্চলাপাঙ্গি চার্ব্বঙ্গি ! তিনি সাধকশ্রেষ্ঠ হইয়াও তৎক্ষণাৎ উত্তরোত্তর নরকে গমন করেন অর্থাৎ তাহার উক্ত নরক-জনক অদৃষ্ট

মন্দিরং গুরুদেবস্য কুটিরং যদি পার্ব্বতি ! ।
কৈলাসসদৃশাকারং তদেব নগনন্দিনি ! ॥ ৩৯ ॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে সাধকস্য শুচিস্মিতে ! ।
তৎ সর্ব্বং গুরবে দদ্যাৎ ভক্ত্যা পরমযত্নতঃ ॥
তদৈব সহসা দেবি ! মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় প্রজপেদনিশং যদি ॥
তদৈব সহসা সিদ্ধিরষ্টসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।
পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি ! আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিরম্ ॥
গুরুর্বা গুরুপুত্রো বা পত্নী বা ববর্ণিনি ! ।
তদা পূজাং পরিত্যজ্য পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥
দেবতাপূজনার্থঞ্চ গন্ধপুষ্পাদিকং প্রিয়ে ! ।
তৎসর্ব্বং গুরবে দত্ত্বা পূজয়েন্নগনন্দিনি ! ॥
তদৈব সহসা দেবি ! দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥

রুদ্রযামলে—গুরুর্ব্বা গুরুপত্নী বা পুত্রো বাপি সমাগতঃ ।
জ্যেষ্ঠো বাপ্যর্চ্চনামধ্যে শিষ্যঃ সর্ব্বার্চ্চনাং ত্যজেৎ ।
আজ্ঞয়া পূজয়েচ্ছিষ্য ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥

উৎপন্ন হয়। হে নগনন্দিনি পার্ব্বতি! গুরুদেবের মন্দির যদি কুটির হয়, তাহা হইলেও উহা কৈলাসের তুল্য (জানিবে)॥ ৩৯ ॥

হে শুচিস্মিতে ! ইহলোকে সাধকের যাহা যাহা প্রিয়তম বস্তু, সে সমস্তই যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে গুরুদেবকে দান করিবে, হে দেবি ! তৎকালেই সহসা (তাহার) মন্ত্র সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। যদি গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা (মন্ত্র) জপ করে (তাহা হইলে) তৎকালেই সহসা সিদ্ধি হয় এবং সে অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইতে পারে। হে চার্ব্বঙ্গি ! হে বরবর্ণিনি ! যদি পূজাকালে শিষ্যের গৃহে গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী আগমন করেন ; তখন পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিজগুরুকে (তৎপুত্র ও তৎপত্নীকে) পূজা করিবে। হে নগনন্দিনি! হে প্রিয়ে! দেবতা পূজার জন্য যে সমস্ত গন্ধপুষ্পাদি (সংগৃহীত হইয়াছে)। সে সমস্ত গুরুদেবকে প্রদান করিয়া পূজা করিবে, সেই সময়ে সদ্যই দেবতা প্রীতিলাভ করেন ॥ ৪০ ॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, গুরু বা গুরুপত্নী অথবা (গুরুর) জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পূজাকালে উপস্থিত হন, শিষ্য সমস্ত অর্চ্চনা ত্যাগ করিবে। কিন্তু (গুরুর) আজ্ঞানুসারে

গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈস্তথা নৈবেদ্যকৈরপি।
পূজয়েদ্ বিবিধৈর্ভক্ত্যা স্বগুরুং তৎসুতঞ্চ বা॥
(গুরুদেবো হরঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী হরবল্লভা।
গুরুপুত্রো গণেশঃ স্যাদ্ বিভাব্য পূজনং চরেৎ॥) *
গুরুপত্নী মহেশানি! সাক্ষাদ্ দেবীস্বরূপিণী।
গণেশসদৃশং দেবি! গুরুপুত্রং বিভাবয়েৎ॥
শিষ্যস্য তদ্ দিনং দেবি! কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্।
চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্ দিনং বরবর্ণিনি!॥ ৪১॥
গুরোর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি! দানং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
স্বর্ণ-গো-তিল-বস্ত্রাণাং রজতস্য বিশেষতঃ। †
গুরোঃ প্রীতিং সমুদ্দিশ্য দানং কুর্য্যাদ বিচক্ষণঃ।
শ্রীগুরৌ প্রীতিমাপন্নে দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
প্রীতায়াং দেবতায়াং তু মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
গুরোঃ সমীপে চার্ব্বঙ্গি! ন মিথ্যা চোচ্চরেৎ কচিৎ।

শিষ্য পূজা করিতে পারিবে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। বিবিধ গন্ধপুষ্প এবং ধূপ ও দীপ এবং নৈবেদ্যের দ্বারা নিজগুরুকে অথবা গুরুপুত্রকে পূজা করিবে। (গুরুদেব সাক্ষাৎ মহেশ্বর, গুরুপত্নী পার্ব্বতী এবং গুরুপুত্র গণেশস্বরূপ হন—ইহা চিন্তা করিয়া পূজা করিবে)। হে মহেশানি! গুরুপত্নী সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী। হে দেবি! গুরুপুত্রকে গণেশতুল্য চিন্তা করিবে। হে দেবি! শিষ্যের সেইদিন (গুরুর উপস্থিতি দিন) কোটি সূর্য্যগ্রহের তুল্য। হে বরবর্ণিনি! সেদিনকে চন্দ্রগ্রহণের কাল (জানিবে)॥ ৪১॥

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! গুরুর দর্শন মাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। তখন বিচক্ষণ শিষ্য দান (দেয় বস্তু) দিবে। বিচক্ষণ শিষ্য গুরুর প্রীতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বিশেষতঃ স্বর্ণ, গো, তিল ও বস্ত্রের এবং রজতের দান করিবে। শ্রীগুরু প্রীতি প্রাপ্ত হইলে দেবতা (ইষ্ট দেবতা) প্রীতিপ্রাপ্ত হন। দেবতা প্রীত হইলেই নিশ্চিত মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। হে চার্ব্বঙ্গি! গুরুর নিকটে কখনও মিথ্যা উচ্চারণ করিবে না।

* খ পুস্তকেঽয়ং শ্লোকো নাস্তি। † (খ) চিহ্নিত পুস্তকেঽত্রায়ং পাঠো দৃশ্যতে—"স্বর্ণদানঞ্চ গোদানং তিলদানং তথৈব চ। বস্ত্রস্য রজতস্যৈব দানং কুর্য্যাদ্ সুভক্তিতঃ। গুরোঃ প্রীতিং সমুদ্দিশ্য দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।"

গুরোরঙ্গে মহেশানি ! দেবতাকারমুত্তমম্ ॥
গুরোঃ কৃপা মহেশানি ! পূজা-মূলং মহৎ পদম্ ।
গুরোর্বাক্যং মন্ত্রমূলং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং গুরুঃ ॥
অনেন বিধিনা দেবি ! প্রত্যহং ভাবয়েদ্ গুরুম্ ।
তদৈব সহসা সিদ্ধির্জায়তে কমলাননে ! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংসতীর্থাবধূত শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-
কৃতায়াং শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং দীক্ষানির্ণয়ো
নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।

হে মহেশানি ! গুরুর অঙ্গে দেবতার মনোহর আকার (মূর্ত্তি) (চিন্তা করিবে)। হে মহেশ্বরি । গুরুর কৃপা পূজার মূল এবং মহাপদ । গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল । গুরুদেবই স্বয়ং পরব্রহ্ম । হে দেবি ! প্রত্যহ এই বিধি অনুসারে গুরুকে চিন্তা করিবে । হে কমলাননে । তাহা হইলেই সহসা সিদ্ধি জন্মে ॥ ৪২ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর দীক্ষানির্ণয় নামক দ্বিতীয় উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয়োল্লাসঃ

যোগনির্ণয়ঃ

বিনা চোপাসনাং দেবী ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ।
তন্ত্রে—ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা ।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ ॥
ইত্যাদিষু পূজাদিকং বিনা চতুর্ব্বর্গফলং ন সম্ভবতীতি জ্ঞায়তে ।

বিগ্রহসৃষ্টি-কারণম্

নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কেন প্রকারেণ পূজাদিকং কার্য্যং, শরীর-রহিতত্বাৎ । কেন্ প্রকারেণ বা তন্মুক্ত্যাদিকং দাতুং শক্যতে ? অত এব সাধকানাং হিতার্থায় সগুণ-নির্গুণভেদাদ্ ব্রহ্মণো দ্বৈবিধ্যমাহ— শ্রীরামতাপনীয়-শ্রুতৌ কুলার্ণবে চ—

চিন্ময়স্যাঽদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাঽশরীরিণঃ ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ—চিন্ময়স্য জ্ঞানময়স্য । মার্কণ্ডেয়-পুরাণে—
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।

উপাসনা ব্যতীত দেবতা মনুষ্যগণের (অভিলষিত) ফল দেন না । "জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক (সাধক কর্ত্তৃক) ধ্যাত, স্মৃত পূজিত, স্তুত বা নমিত হইলেই দেবতা সাধকগণের মুক্তিপ্রদ হন"—তন্ত্রে এই সমস্ত বচনে জানা যায় যে, পূজাদি ব্যতীত চতুর্ব্বর্গ ফল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) সম্ভব নহে ।

নির্গুণ ব্রহ্মের কিরূপে পূজাদি কর্ত্তব্য ? অর্থাৎ পূজা সম্ভব নহে । কারণ তাঁহার শরীর নাই । আর কি প্রকারেই বা তিনি মুক্তি প্রভৃতি ফল দিতে পারেন ; অর্থাৎ শরীর শূন্য বলিয়া তিনি কোন ফল দিতে পারেন না । এই জন্য অর্থাৎ উপাসনাদির জন্য শ্রীরামতাপনীয় শ্রুতিতে এবং কুলার্ণব তন্ত্রে সাধকের হিতের নিমিত্ত সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ বলিয়াছেন—'উপাসকের উপাসনা কার্য্যের নিমিত্ত চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত, অশরীরী ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রূপ (বিগ্রহ) কল্পিত হইয়াছে' ॥১॥

এই শ্লোকের **চিন্ময়স্য** পদের অর্থ—'**জ্ঞানময়স্য**' অর্থাৎ জ্ঞানময়ের । মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে :—'যিনি চৈতন্যরূপে এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া

অদ্বিতীয়স্য একস্য। তথাচোক্তং যোগিনীহৃদয়ে—

একং হি পরমং ব্রহ্ম নানাত্বেন নিরূপ্যতে।
স্থূল-সূক্ষ্মবিভেদেন পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥ *

গোপালতাপনীয়শ্রুতিরপি—

একমেব পরং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ চ মায়য়ৈব নটবদ্ বহুধা ভবতি।

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া"।

ইতি শ্রুতেঃ। নিষ্কলস্য কলা মায়া তয়া রহিতস্য। আগ্নেয়পুরাণে—

সকলো নিষ্কলো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমো হরিঃ।
দেহস্থঃ সকলো জ্ঞেয়ো নিষ্কলো দেহবর্জ্জিতঃ ॥

হরিরিত্যুপলক্ষণম্। যামলে—

সগুণা নির্গুণা চেতি মহামায়া দ্বিধা মতা।
সগুণা মায়য়া যুক্তা তয়া হীনা তু নির্গুণা ॥ ৩ ॥

অবস্থিত আছেন'। **অদ্বিতীয়স্য** পদের অর্থ—'একস্য' অর্থাৎ একের। যোগিনী-হৃদয়তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"একই পরব্রহ্ম নানারূপে নিরূপিত হন এবং পরব্রহ্মস্বরূপিণী ব্রহ্ম শক্তিও স্থূল-সূক্ষ্মভেদে নানারূপে প্রতিভাত হন"। গোপাল-তাপনীয় শ্রুতিও বলিতেছেন—"একই পরব্রহ্ম মায়াদ্বারা চারিভাগে বিভক্ত হন ॥২॥

অতএব ব্রহ্মই মায়া দ্বারাই পুরুষরূপে ও স্ত্রীরূপে নটের ন্যায় বহুরূপ হন। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্ম (বহুরূপ না হইলেও) বহুরূপা মায়াদ্বারা বহুরূপের ন্যায় প্রতিভাত হন।"

নিষ্কলস্য পদের অন্তর্গত কলা শব্দের অর্থ—মায়া। সুতরাং "নিষ্কলস্য" পদের অর্থ—মায়া শূন্যের। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—"সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সকল (সগুণ) ও নিষ্কল (নির্গুণ) জানিবে। দেহমধ্যবর্ত্তী পরমেশ্বর সকল এবং দেহরহিত পরমেশ্বর নিষ্কল জানিবে"। "হরি" এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ হরিপদের দ্বারা পরমেশ্বর ও মহামায়া উভয়ই সকল-নিষ্কলরূপে লক্ষিত হইতেছে। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"সগুণ ও নির্গুণ—এইরূপে মহামায়া দ্বিবিধা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। মায়াযুক্ত মহামায়া সগুণা আর মায়াহীন মহামায়াই নির্গুণা ॥৩॥

---

* মুদ্রিতে যোগিনীহৃদয়ে শ্লোকোঽয়ং নোপলভ্যতে।

অশরীরিণঃ মুখ-হস্ত-পাদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীর-রহিতস্য। ভূতশুদ্ধৌ—

নিষ্কলং পরমং ব্রহ্ম কুতঃ প্রীতিঃ কুতঃ সুখম্।
নিরাকারং নিরীহঞ্চ রহিতং ত্বিন্দ্রিয়েণ চ।
জন্ম-কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ব্রহ্মণো নাস্তি ভামিনি!॥

প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনীতি পাঠশ্চ। উপাসকানাং সভক্তিক-জ্ঞানকর্ম্মযোগবতামিত্যর্থঃ। * লৈঙ্গে—

সর্ব্বেষামেব মর্ত্ত্যানাং বিভোর্দিব্যবপুঃ শুভম্।
সকলং ভাবনাযোগাৎ যোগিনামপি নিষ্কলম্॥ ৪॥

যোগিনাং কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগবতামিত্যর্থঃ। আগ্নেয়-পুরাণে—সাধূনামপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
উপকর্ত্তা নিরাকারস্তদাকারেণ জায়তে॥

অশরীরিণঃ পদের অর্থ—মুখ হস্ত পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট শরীর রহিতের। ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"পরম ব্রহ্ম নিষ্কল (মায়াতীত), নিরাকার, নিরীহ (চেষ্টারহিত) ও ইন্দ্রিয় রহিত; সুতরাং তাঁহার প্রীতি কোথা হইতে হইবে? আর সুখই বা কোথা হইতে হইবে? হে ভামিনি! ব্রহ্মের জন্ম কর্ম্ম কিছুই নাই।" কোন কোন ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে "জন্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি" এইরূপ পাঠ আছে। উহার অর্থ—হে ভাবিনি! প্রকৃতির জন্ম-কর্ম্ম সকলই আছে।

উপাসকানাং পদের অর্থ—ভক্তিমান্ জ্ঞান-যোগী ও কর্ম্মযোগিগণের। লিঙ্গপুরাণে কথিত হইয়াছে—"পরমেশ্বরের দিব্য দেহ সকল মানবগণেরই শুভজনক। পরমেশ্বরের সকল দেহ (মায়াকল্পিত বিগ্রহ) ভাবনার যোগ্য আর যোগিগণের নিষ্কলদেহও ভাবনার যোগ্য॥৪॥

যোগিনাং পদের অর্থ হইতেছে—কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগিগণের অর্থাৎ এই ত্রিবিধ যোগবিশিষ্ট ব্যক্তিই এস্থলে "যোগিন্" শব্দের অর্থ। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভক্তবৎসল ভগবান্ অপ্রমত্ত সাধু ভক্ত সাধকগণের উপাসনা কার্য্যের নিমিত্ত নিরাকার হইয়াও সেই সেই আকারে (সাধকগণের ইষ্টদেবরূপে) আবির্ভূত হন এবং তাহাদের উপকারক হইয়া চতুর্ব্বর্গ

* ক পুস্তকে জ্ঞানযোগভক্তিযোগবতাম্ খ পুস্তকে জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগরহিতভক্তানাম্।

কার্য্যার্থং সাধকানাঞ্চ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥

তথাচোক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

বৃহন্নারদীয়ে—ভক্তানাং মোক্ষদানায় ভবতো মূর্ত্তিকল্পনা ॥ ৫ ॥

আরাধনা-লক্ষণম্

আরাধনা তু ধ্যানং পূজা চ। তে চ ভেদজ্ঞানপূর্ব্বিকে ভোগ-স্বর্গপ্রদে। অভেদজ্ঞানপূর্ব্বিকে তু মুক্তিপ্রদে। তদর্থঞ্চ ব্রহ্মকর্ত্তৃকরূপ-কল্পনা ইত্যর্থঃ। ধ্যানন্তু তৎতদ্দেবতায়াস্তত্তন্মন্ত্র-ঘটকীভূত-তত্তদ্বর্ণোৎ-পন্ন-মুখহস্তপাদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীরবিষয়কজ্ঞানমিতি তু নিষ্কর্ষার্থঃ। তথাচোক্তং গারুড়েঽপি—

অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরো ন স্যাৎ ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥

ধ্যানদ্বৈবিধ্য-কথনম্

যামলেঽপি—স্থূলসূক্ষ্ম-বিভেদেন ধ্যানন্তু দ্বিবিধং ভবেৎ।

সূক্ষ্মং মন্ত্রবপুর্জ্ঞানং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্ ॥

ফল প্রদান করেন।" মার্কণ্ডেয় পুরাণেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—"সেই মহামায়াই আরাধিতা হইয়া মানবগণের ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদা হইয়া থাকেন।" বৃহন্নারদীয়-পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভক্তগণের মোক্ষদানের নিমিত্ত ভগবান্ কর্তৃক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে" ॥৫॥

আরাধনা কিন্তু ধ্যান ও পূজা। সেই ধ্যান ও পূজা (পূজ্য ও পূজকের) ভেদজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে ভোগ ও স্বর্গপ্রদ হইয়া থাকে; অভেদজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে মুক্তিপ্রদ হয়। এই জন্যই অর্থাৎ আরাধনার জন্যই ব্রহ্মকর্তৃক রূপ কল্পিত হইয়াছে—ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ। ধ্যান কিন্তু সেই সেই দেবতার অর্থাৎ সাধকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সেই সেই মন্ত্রের (ইষ্টমন্ত্রের) স্বরূপ-নির্ব্বাহক প্রত্যেক বর্ণ হইতে উৎপন্ন মুখ, হস্ত ও পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট যে শরীর, সেই শরীর বিষয়ক জ্ঞান—ইহাই "ধ্যান" শব্দের নিষ্কৃষ্ট অর্থ। গরুড় পুরাণেও তাহাই কথিত হইয়াছে। যথা—"যদি পরমেশ্বর মূর্ত্তিরহিত হন, তবে তিনি স্থির অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না। সেই জন্যই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা করিবে" ॥৬॥

যামলতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—"স্থূল সূক্ষ্মভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। মন্ত্রাত্মক বিগ্রহের চিন্তাই সূক্ষ্ম ধ্যান। আর স্থূল ধ্যান হইতেছে স্থূল বিগ্রহের চিন্তা। হস্ত, পদ,

করপাদোদরাস্যাদি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহম্ ।
সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতে রূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতম্ ॥
সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি ! কদাচিন্ন হি জায়তে ।
স্থূলধ্যানং মহেশানি ! কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

যামলে—দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্ ।
তত্তদ্বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥
তদিষ্টং ভাবয়েদ্ দেবি ! যথোক্তধ্যানযোগতঃ ।
বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদাধাররূপিণী ॥

বীজাৎ বর্ণাৎ । বীজপরিভাষামাহ কুলচূড়ামণৌ
একাক্ষরং সমুদ্ধৃত্য পূর্ব্ববীজং পরং শক্তিরিতি ।

পূর্ব্বং কমিতি । পরমীকারঃ । রেফঃ কীলকম্ । গান্ধর্ব্বে—
নিত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্ ।
সকৃজ্ জপ্ত্বাঽক্ষরং মন্ত্রং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
জপ্ত্বা তং সাধয়েৎ সর্ব্বং বহুজাপেন কিং ফলম্ ॥ ৮ ॥

উদর ও মুখ প্রভৃতি যে রূপ (আকার), তাহাই স্থূলবিগ্রহ এবং প্রকৃতির অতীত (অত্রিগুণাত্মক) জ্ঞানময় রূপই সূক্ষ্ম বিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মহেশানি ! (স্থূল ধ্যান ব্যতীত) সূক্ষ্মধ্যান কখনও উৎপন্ন হয় না। হে মহেশ্বরি ! (সাধক) স্থূল ধ্যান করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়" ॥৭॥

যামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"দেবতার বীজ হইতেই দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়। (সাধক) সেই সেই বীজরূপ মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হন। অতএব হে দেবি ! যথোক্ত ধ্যানযোগের দ্বারা ইষ্টমন্ত্রের ভাবনা করিবে। পরমেশ্বর-শক্তি সেই মহামায়াই বর্ণরূপে জগতের আধার-স্বরূপা হইয়াছেন। শ্লোকোক্ত 'বীজাৎ' এই পদের অর্থ—বর্ণাৎ অর্থাৎ বর্ণ হইতে। কুলচূড়ামণি তন্ত্রে বীজ শব্দের পরিভাষা বলিতেছেন—"পূর্ব্ব অর্থাৎ ককাররূপ একাক্ষর বীজ উদ্ধার করিয়া পর অর্থাৎ ঈকাররূপ শক্তি উদ্ধার করিবে"। পূর্ব্ব শব্দের অর্থ—ককার। পর শব্দের অর্থ—ঈকার। রেফ হইতেছে কীলক। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"একাক্ষর মন্ত্র নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ আর ঐ অক্ষরই পরমপদ (মোক্ষ)। (সাধক) সেই একাক্ষর মন্ত্র একবার জপ করিয়া ব্রহ্মতুল্য হন। সুতরাং সেই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সকলই সিদ্ধ কর। বহু জপের ফল কি ? ॥৮॥

স্থূলঃ সূক্ষ্ম এক এব। তথাচোক্তং যামলে—

ঘৃতস্য দ্বিবিধং রূপং কাঠিন্যং স্বচ্ছতা তথা।
কাঠিন্যে স্বচ্ছতায়ান্তু ঘৃতমেব ন সংশয়ঃ॥

পাদ্মেঽপি—দীপাদুৎপদ্যতে দীপো যথা তদ্বদ্ ভবিষ্যতি।

ইতি বচনাৎ। অথবা পূজ্য-পূজকয়োরভেদজ্ঞানার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা। তথাচোক্তং কৌর্ম্মে—

মন্যন্তে যে তু চাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥

ঈশ্বর ইত্যুপলক্ষণম্। তথাচোক্তং রুদ্রযামলে—

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্ দেবি! পরমানন্দরূপিণীম্॥ ৯॥

যোগনিরূপণম্

অথ প্রসঙ্গাদ্ যোগজ্ঞানং লিখ্যতে।
অথাঽপরং প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্।

ভবনাশনং জন্মনাশনমিত্যর্থঃ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম একই অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মের কোন ভেদ নাই। যামলতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"ঘৃতের দুইটী রূপ—কাঠিন্য ও স্বচ্ছতা, কিন্তু কাঠিন্য ও স্বচ্ছতা, এই উভয় অবস্থাতেই তাহা ঘৃতই থাকে—ইহাতে সংশয় নাই"। "দীপ হইতে যেমন দীপ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ (সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের) উৎপত্তি হইবে"—পদ্মপুরাণের এই বচন হইতেও তাহাই জানা যায় অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এক। অথবা পূজ্য ও পূজকের অভেদ জ্ঞানের জন্যই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রূপ (বিগ্রহ) কল্পিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যাঁহারা নিজের আত্মাকে পরমেশ্বর হইতে বিভিন্ন মনে করে, তাহারা সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করে না। তাহাদের (আরাধনা কার্য্যে) পরিশ্রম বৃথা।" 'ঈশ্বর' এই শব্দটী উপলক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বচনে ঈশ্বর শব্দটী ইষ্টদেব তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় 'পরমেশ্বরাৎ' পদের অর্থ হইবে—ইষ্টদেব হইতে। রুদ্রযামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে দেবি! পরমানন্দ-রূপিণী সর্ব্বমন্ত্রময়ী ও সর্ব্বদেবময়ী পরা দেবীকে নিজের আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে"॥৯॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে যোগজ্ঞান লিখিত হইতেছে। অনন্তর "ভবনাশন" অপর সমাধি বলিব। "ভবনাশন" অর্থাৎ—জন্মনাশক। হৃৎপদ্মের কর্ণিকামধ্যে মনোহর

হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে ধ্যায়েৎ সিংহং মনোহরম্।
সিংহোপরি স্থিতং পদ্মং রক্তং তস্যোর্দ্ধগং শিবম্॥
তস্যোপরি মহাদেবী রমতে কামরূপিণী॥
সিতপ্রেতো মহাদেবো রক্তপ্রেতোঽপি পদ্মজঃ।
ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজ ইতি বা পাঠঃ।
হরির্হরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ॥
ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি! যথোক্ত-ধ্যানযোগতঃ।
দেব্যাত্মকং স্বমাত্মানং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ॥
তস্যান্য(নু)রূপং যদ্ যৎ তৎ স্বকীয়মিতি ভাবয়েৎ।
ঐক্যং সংভাবয়েন্নিত্যং স্বগুরুদেবতাত্মনাম্॥ ১০

শ্রীক্রমেঽপি—আত্মানং চিন্তয়েদ্ দেবি! শক্তিমাদ্যাস্বরূপিণীম্।
মনসা বচসা চৈব কায়িকেন চ চিন্তয়েৎ॥

অন্যত্রাপি—আত্মাঽভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

সিংহ চিন্তা করিবে। সিংহের উপরিভাগে অবস্থিত রক্তপদ্ম ও উহার উপরিভাগে স্থিত শিবকে ধ্যান করিবে। উহার উপরিভাগে কামরূপিণী মহাদেবী বিরাজমানা আছেন। শুভ্রবর্ণ প্রেতরূপ মহাদেব ও রক্তবর্ণ প্রেতরূপ পদ্মোদ্ভব (ব্রহ্মা)—হরি ও হর—ইহাঁরা মহাশক্তির বাহন। অথবা (উক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে) "ব্রহ্মা লোহিত-পঙ্কজঃ" এইরূপ পাঠ আছে। হে মহেশ্বরি! যথোক্ত ধ্যান-যোগানুসারে ধ্যান করিবে, সংযতচিত্ত হইয়া নিজের আত্মাকে দেবীস্বরূপ চিন্তা করিবে এবং তাঁহার অনুরূপ যে যে দেবতা, তাহাদিগকেও আত্মীয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চিন্তা করিবে। সর্ব্বদাই নিজ গুরু, দেবতা ও আত্মার ঐক্য ভাবনা করিবে॥১০॥

শ্রীক্রমতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"হে দেবি! মনের দ্বারা আদ্যাস্বরূপিণী শক্তিকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে। বাক্যের দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা শক্তির উপাসনা কর্ত্তব্য।" অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—"আত্মার সহিত অভেদে (ইষ্টদেবকে) চিন্তা করিয়া সাধক নর তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। "সোঽহং" অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরই আমি—উহার সর্ব্বদা চিন্তায় সাধক তৎস্বরূপ হইয়া যায়। আমি দেবী—অন্য নহি এবং

অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ।
রুদ্রস্য চিন্তনাদ্ রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্ বিষ্ণুচিন্তনাৎ ॥
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্ দুর্গা ভবত্যেব ন চান্যথা।
এবমভ্যস্যমানস্তু অহন্যহনি পার্ব্বতি! ॥
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।

ধ্যানযোগ-প্রশংসা

ধ্যানযোগপরস্যাঽস্য পূজা নাস্তি কথঞ্চন ॥
বিনা ন্যাসৈর্বিনা পূজাং বিনা জাপ্য-পুরস্ক্রিয়াম্।
ধ্যানযোগাদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি! ॥
এতৎ তে কথিতং দেবি! ব্রহ্মজ্ঞানমিদং মহৎ।
বিজ্ঞায় গুরুতো দেবি! সংসার-সাগরং তরেৎ ॥
অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ।
সোঽহমিত্যেব সঞ্চিন্ত্য বিহরেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে! ॥
যথা ফেন-তরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং মুনে!।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বদ্ জগদাত্মনি লীয়তে ॥
ইতি গন্ধর্ব্বতন্ত্রোক্ত-যোগঃ ॥ ১১ ॥

আমি মুক্ত—উহা ভাবনা করিবে। (সাধক) রুদ্রের ভাবনায় রুদ্রস্বরূপ এবং বিষ্ণুর ভাবনায় বিষ্ণুস্বরূপ হয়। দুর্গার চিন্তায় দুর্গা হয়; অন্য কোন প্রকারে (তাহা) হয় না। হে পার্ব্বতি! প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিলে জরা, মৃত্যু ও দুঃখ হইতে এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তির পূজা নাই অর্থাৎ এইরূপ যোগীর বাহ্য পূজা অনাবশ্যক।

হে পার্ব্বতি! ন্যাস ব্যতীত, পূজা ব্যতীত, জপ ও পুরশ্চরণ ব্যতীত ধ্যানযোগ দ্বারা নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয়; অন্য কোন প্রকারে সিদ্ধি হয় না। হে দেবি! ইহা তোমাকে বলিলাম। এই মহৎ ব্রহ্মজ্ঞান গুরুর নিকট অবগত হইয়া (শিষ্য) সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আমি ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞান হইতে অজ্ঞানের লয় হয়। হে প্রিয়ে! সেই (পরমেশ্বর) আমিই—এই চিন্তা করিয়া—সর্ব্বদা বিচরণ করিবে অর্থাৎ সকল সময়ে সকল কার্য্যের মধ্যে 'সোঽহং' চিন্তা করিবে। হে মুনে! ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ যেমন সমুদ্র হইতেই উত্থিত হয় এবং সমুদ্রেই

তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংরূপং ধত্তে। বিষ্ণুযামলে দেবীং প্রতি বিষ্ণুবচনম্—

মাতস্ত্বৎ-পরমং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন।
কাল্যাদি স্থূলং যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ ॥
স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্ দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে!।
স্মরেদ্ বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপি যৎ ॥

স্ত্রীরূপাবতার-লক্ষণম্

স্তন-যোন্যাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীরাঃ স্ত্রীরূপাবতারাঃ। তদ্ যথা—

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ ১২ ॥

অন্যত্রাপি—উমেতি কেচিদাহুস্ত্বাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ ॥

লয় হয়, তদ্রূপ এই জগৎ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া) ব্রহ্মেই লয় হয়। ইহাই গন্ধর্ব্বতন্ত্রোক্ত যোগ ॥ ১১ ॥

অতএব সাধকের কল্যাণের জন্যই ব্রহ্ম স্ত্রীরূপ (স্ত্রী মূর্ত্তি—কালী দুর্গা প্রভৃতি) ও পুরুষরূপ (পুরুষ মূর্ত্তি—শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি) ধারণ করেন। বিষ্ণু-যামল তন্ত্রে দেবীর প্রতি বিষ্ণুর উক্তি হইতেছে—"হে মাতঃ! তোমার সেই পরম (সূক্ষ্ম) রূপ কেহ জানে না। কালী, তারা প্রভৃতি যে সমস্ত স্থূল রূপ, তাহা দেবতাগণ অর্চ্চনা করেন। হে প্রিয়ে! সেই দেবীকে স্ত্রীরূপা চিন্তা করিবে অথবা পুরুষরূপা চিন্তা করিবে। অথবা দেবীকে—সচ্চিদানন্দরূপ যে নিষ্কল ব্রহ্ম, তৎস্বরূপা চিন্তা করিবে।" স্তন, যোনি প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট বিগ্রহ স্ত্রীরূপ অবতার। তাহা এইরূপ:—কালী, নীলা (তারা), মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্-বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা (ভৈরবী), মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী (মহিষমর্দ্দিনী)—প্রভৃতি এই সমস্ত বিদ্যা (শক্তি) কলিকালে পূর্ণ ফলদাত্রী ॥ ১২ ॥

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"কেহ তোমাকে উমা বলে, কেহ শক্তি বলে, অপর কেহ লক্ষ্মী বলে; অপর কেহ ইহাঁকে ভারতী বলিয়া মনে করে। কেহ বা গিরিজা,

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডীং মাহেশ্বরীং তথা।
কৌমারীং বৈষ্ণবীং বারাহীতি চৈন্দ্রীতি চাপরে॥
ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথা পরে।
প্রকৃতিং চাপবাং চৈব বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥ ১৩॥

পুরুষাবতার-লক্ষণম্

শিশ্নাদ্যবয়বাবচ্ছিন্নশবীরাবচ্ছিন্নাবতারাঃ পুংরূপাঃ। যথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ। এবং—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধ-কল্কী চ তে দশ॥

ইত্যাদি। নপুংসকং গৃহস্থৈরনুপাস্যমেব, ফলাজনকত্বাৎ।

গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যুব্র্ম্মা বৈ ব্রহ্মচাবিণাম্।

"গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যু"বিত্যুপাদানাৎ শিব-দুর্গা-বিষ্ণুপুবস্কাবেণ উপাসনা কার্য্যা। তথাচ বিমলানন্দভাষ্যে কূর্ম্মপুরাণম্—

মনুষ্যাণামুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ।
যা যস্যাঽভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।

কেহ বা অম্বিকা, কেহ বা দুর্গা, কেহ বা ভদ্রকালী, কেহ চণ্ডী, কেহ বা মহেশ্বরী, সেইরূপ কেহ কৌমারী, কেহ বৈষ্ণবী, কেহ বাবাহী, কেহ ঐন্দ্রী, কেহ ব্রাহ্মী, কেহ বিদ্যা, কেহ অবিদ্যা, কেহ বা মায়া বলে। পরমর্ষিগণ তোমাকে পরা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন॥ ১৩॥

উপস্থাদি অবয়ববিশিষ্ট বিগ্রহযুক্ত অবতার পুরুষরূপ। যেমন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি। এইরূপঃ—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম ও কল্কী—এই দশ অবতার ও অন্যান্য দেবতাগণ। নপুংসক অবতার গৃহস্থের উপাস্যই নহে, কারণ তাঁহারা ফলজনক হন না। "গৃহস্থের সকলেই উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মই উপাস্য"—এই বচনে 'গৃহস্থের সকলেই উপাস্য' এইরূপ কথিত হওয়ায় শিব, দুর্গা বিষ্ণুরূপেই গৃহস্থের পরমেশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। 'বিমলানন্দভাষ্যো'ক্ত কূর্ম্মপুরাণ বচনে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"মনুষ্যগণের উমাদেবী, বিষ্ণু ও সদাশিব উপাস্য। যে মানবের যে দেবতা অভিমত অর্থাৎ যিনি যাঁহার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তিনিই তাঁহার ইষ্ট দেবতা। কিন্তু

কিন্তু কার্য্যাঽবিশেষেণ পূজিতা স্বেষ্টদা নৃণাম্ ॥

নৃণাং মনুষ্যাণামভেদেন পূজা কার্য্যা। শৈবে দেবীং প্রতি ঈশ্বর-বাক্যম্—একং প্রশংসতি যস্তু সর্ব্বানেব প্রশংসতি।

একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বানেব বিনিন্দতি ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরনিন্দা-ফলম্

ঈশ্বরস্য প্রশংসায়াং ন সুখং নিন্দায়াং বা ন দুঃখং, সুখদুঃখ-রহিতত্বাৎ। কিন্তু নিন্দকস্য নরকমেব। তথাচোক্তং ভাষ্যে—

দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।

ভেদকৃন্নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥

আহূতসংপ্লবং প্রলয়কাল-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। বারাহে—

যথা দুর্গা তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ।

এতৎত্রয়মেকমেব ন পৃথগ্ ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥

যোঽন্যথা ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ।

স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপপুরুষঃ ॥ ১৫ ॥

মনুষ্যগণের অবিশেষেই পূজা কর্ত্তব্য। অভেদে পূজিত হইলেই তিনি স্বাভিমত ফল প্রদান করেন। উক্ত শ্লোকের "কিন্তু কার্য্যাঽবিশেষেণ" এই অংশের অর্থ—মনুষ্যগণের অবিশেষে অর্থাৎ অভেদে পূজা কর্ত্তব্য। শিবপুরাণে দেবীর প্রতি ঈশ্বরের বাক্য হইতেছে—"যিনি এককে প্রশংসা করেন, তিনি সকলকেই প্রশংসা করেন। যিনি তাঁহাদের একজনের নিন্দা করেন, তিনি সকলকেই নিন্দা করেন" ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরের প্রশংসায় সুখ হয় না এবং নিন্দায় দুঃখ হয় না। কারণ তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। কিন্তু নিন্দাকারীর নরকই হইয়া থাকে। তাহাই ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—"দেবী, বিষ্ণু ও শিবাদির ঐক্যই (অভেদই) ভাবনা করিবে। যাহারা ভেদ কল্পনা করে, তাহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে গমন করে"? 'আহূত-সংপ্লব' শব্দের অর্থ হইতেছে—প্রলয়কাল পর্য্যন্ত। বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে "যেরূপ দুর্গা, সেইরূপ বিষ্ণু, যেরূপ বিষ্ণু, সেইরূপ শিব—সুধী ব্যক্তি এই তিন জনকে একই চিন্তা করিবে, কখনও পৃথক্ চিন্তা করিবে না। যে মূঢ় পক্ষপাত-প্রযুক্ত ইহাঁদিগকে পৃথক্ বলিয়া ভাবনা করে, সেই পাপাত্মা রৌরব নামক ঘোর নরকে গমন করে।" ॥ ১৫ ॥

যামলে—ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগ্‌বিধম্।
তন্ত্রে—একৈব হি মহামায়া নামভেদং সমাশ্রিতা।
বিমোহনায় লোকানাং তস্মাৎ সমমনা ভবেৎ॥
প্রবৃত্তিমার্গসঙ্গস্তু দীক্ষাভেদেন পূজয়েৎ।
নিবৃত্তিং মার্গমাণস্তু ভেদবাদং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬॥

শক্ত্যুপাসনা-প্রশংসা

শিববিষ্ণোরুপাসনাং ত্যক্ত্বা দেব্যা উপাসনা কর্ত্তব্যা, কোমলান্তঃকরণত্বাৎ ভুক্তিমুক্তিদাতৃত্বাচ্চ। শিব-বিষ্ণোরুপাসনায়াং কায়ক্লেশেন মুক্তিমাত্রম্। তথাচ শারদায়াং ভুবনেশ্বরীং প্রতি শিববাক্যম্—
আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি
শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি।
সময়াতন্ত্রে—কদাচিৎ কস্য মুক্তিঃ স্যাৎ কস্যচিদ্ ভুক্তিরেব চ।
এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভুক্তির্মুক্তিঃ করে স্থিতা॥
রুদ্রযামলে—যত্রাস্তি ভোগো নচ তত্র মোক্ষো

যামলতন্ত্রে উক্ত হইযাছে—"সাধক আপনার রুচি অনুসারে ধ্যানগম্য পরমেশ্বরকে নানারূপ দেখে"। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"একই মহামায়া সাধারণ জনগণের মোহের নিমিত্ত নামভেদ আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ শিব দুর্গাদি নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব তুল্যমনা হইবে অর্থাৎ ভেদ দৃষ্টি বর্জ্জন করিবে। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, তাঁহারা বিবিধ দীক্ষার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবেন। নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করিলে ভেদবাদ পরিত্যাগ করিবে"॥ ১৬॥

শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবীর উপাসনা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহার অন্তঃকরণ কোমল এবং তিনি ভোগ ও মোক্ষদাত্রী। কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর উপাসনায় বহু কষ্টে মুক্তিমাত্র হয়। শারদাতিলক তন্ত্রে ভুবনেশ্বরীর প্রতি শিবের উক্তিতে সেইরূপই কথিত হইয়াছে। যথা :—"সমস্ত জগতের আদ্যা (আদি জননী) হইয়াও তুমি নবযৌবনা এবং পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা হইয়াও তুমি অতি কোমলা।" সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—"(শিব ও বিষ্ণুর উপাসকগণের) কখনও কাহারও মুক্তি হয় এবং কাহারও বা ভোগ হয়; কিন্তু দেবীর উপাসকগণের ভুক্তি মুক্তি দুইই করতলগত হয়।" রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—"যেখানে ভোগ আছে, সেখানে

যত্রাস্তি মোক্ষো নচ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥
যোঽন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি।
স্বপ্নলব্ধ-ধনেনৈব ধনবান্ কিং ভবেন্নরঃ ॥
শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্যথা জায়েত পার্ব্বতি!
তথান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতঃ * ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীপবিবাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্-ব্রহ্মানন্দগিরি-
কৃতাযাং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যামভেদযোগনির্ণয়ো
নাম তৃতীয়োল্লাসঃ।

মোক্ষ নাই। যেখানে মোক্ষ আছে, সেখানে ভোগ নাই। যাহারা মহাদেবীর পাদপদ্ম যুগল অর্চ্চনা কবে। তাহাদেব ভোগ ও মোক্ষ কবতলেই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি অন্য দেবতার দর্শন (সাক্ষাৎকার) হইতে ভোগ ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে, সে কি স্বপ্নলব্ধ ধনের দ্বারাও ধনবান্ হইতে পারে? হে পার্ব্বতি! শুক্তিতে যেরূপ রজতভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্য দেবতাব দর্শন হইতে ভোগ ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির ভ্রান্তিই জন্মে ॥ ১৭ ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর অভেদযোগ নামক তৃতীয় উল্লাসের
অনুবাদ সমাপ্ত।

* বস্তুতস্তু পঞ্চোপাসকানামেব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদেনোপাসনয়া ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিরিতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ।

চতুর্থোল্লাসঃ

অথ প্রাতঃকৃত্যম্

যামলে— প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চয়েৎ।
তস্য পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্ গুরুদৈবতম্।
স্বমূর্দ্ধনি সহস্রারে শিবাখ্য-পরবিন্দুকে ॥
ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তস্তু রাত্রেরুপান্ত্যো মুহূর্ত্তঃ। তথাচ যামলে—
দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ ॥ ১

শ্রীগুরু-ধ্যানম্

গুরোর্ধ্যানং যথা—শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরম্।
শুক্লাম্বরপরীধানং § শুক্লমাল্যানুলেপনম্ ॥
বামোরৌ রক্তশক্ত্যা চ যুতং দেবাখ্যমব্যয়ম্।
শিবেনৈক্যং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া ॥
এবং ধ্যাত্বা পুরশ্চৈব পঞ্চভূতময়ৈর্যজেৎ ॥ ২

অনন্তর প্রাতঃকৃত্য। যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়াই দেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, তাহার ঐ পূজা শৌচহীন ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্ফল। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া (শয্যার উপরে থাকিয়াই) নিজের মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মের সমীপবর্ত্তী (দ্বাদশদল পদ্মে) শিব নামক পরবিন্দুতে গুরুদেবের ধ্যান করিবে। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত কিন্তু রাত্রির উপান্ত্য (রাত্রি শেষের পূর্ব্ব) মুহূর্ত্ত। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"রাত্রি শেষের দুই দণ্ডকে ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত বলে" ॥১॥

গুরুদেবের ধ্যান এইরূপ :—অযুত শশাঙ্কের সদৃশ, বরাভয়-বিভূষিত হস্ত, শুক্লবস্ত্র পরিধানকারী, শুক্লমাল্যধারী, চন্দনাদি অনুলেপনে অনুলিপ্ত, বাম উরুতে রক্ত-শক্তিযুক্ত দেব নামক অব্যয় পরগুরুকে (দীক্ষাগুরুকে) শিবের সহিত অভিন্ন

---

§ ক খ পুস্তকে—শুক্লাম্বরধর-শ্রীমচ্ছুক্ল।

শ্রীগুরু-মানসপূজা

গন্ধতত্ত্বং পার্থিবন্তু * কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগতঃ ॥
শব্দময়ং মহাপুষ্পং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ।
বায়ুরূপং মহাধূপং তর্জ্জনীভ্যাং নিয়োজয়েৎ ॥
তেজোরূপং মহাদীপং মধ্যমাদ্বয়যোগতঃ।
অমৃতং ভোজনং † তদ্বদমৃতাঙ্গুলিযোগতঃ ॥
নমস্কারেণাঽঞ্জলিনা বাগ্‌ভবং তাম্বূলং স্মৃতম্।
স্বস্ববীজেন সর্ব্বন্তু নমস্কারেণ যোজয়েৎ।
গুরোর্মন্ত্রং প্রযত্নেন প্রজপেৎ সুরবন্দিতে ॥৩

গুরু-মন্ত্রঃ

গুরুমন্ত্রো যথা—বাণী চ ভুবনেশানী রমা চৈব সুরেশ্বরি !।

ভাবিয়া অন্তঃকরণের দ্বারা ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান কবিয়া (গুরুর) সম্মুখেই পঞ্চভূতাত্মক উপচারের দ্বারা (গুরুদেবকে) পূজা করিবে ॥২॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা পৃথিবীরূপ গন্ধতত্ত্ব, প্রথমাঙ্গুলি (অঙ্গুষ্ঠ) দ্বারা শব্দময় (আকাশাত্মক) মহাপুষ্প এবং তর্জনীদ্বয়ের দ্বারা বায়ুরূপ মহাধূপ নিবেদন করিবে। মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা তেজোরূপ মহাদীপ, অনামিকা দ্বারা অমৃতরূপ নৈবেদ্য এবং অঞ্জলিদ্বারা নমঃশব্দ যোগে বাগ্‌ভবরূপ তাম্বূল (নিবেদন) উক্ত হইয়াছে। স্ব স্ব বীজ (পৃথিবী প্রভৃতির বীজ) ও নমস্কারের সহিত সমস্ত উপচার যোগ করিবে অর্থাৎ পৃথিব্যাদিরূপ গন্ধাদি উপচারের অগ্রে পৃথিব্যাদির বীজ এবং অন্তে 'নমঃ' যোগ করিয়া উক্ত উপচার দান করিবে। হে সুরবন্দিতে ! (অনন্তর) যত্নপূর্ব্বক গুরুমন্ত্র জপ করিবে ॥৩॥

গুরুমন্ত্রটী এইরূপ :—হে দেবি হে সুরবন্দিতে ! বাণী (ঐং), ভুবনেশানী (হ্রীং) ও রমা (শ্রীং)—এই তার-(প্রণব) ত্রয় গুরু মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার পর

* উপচারদান-প্রয়োগস্তু—(১) লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং। (২) হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং। (৩) যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি তর্জ্জনীভ্যাং। (৪) রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি মধ্যমাঙ্গুলীভ্যাং। (৫) বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি অনামিকাভ্যাং। (৬) ঐং বাগ্‌ভবাত্মকং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঞ্জলিনা নিবেদয়েৎ। † গ পুস্তকে অমৃতাম্ভো জলং।

তারত্রয়মিদং দেবি ! গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ততঃ স্বগুরু-নামান্তে চানন্দনাথমালিখেৎ ।
রক্তশক্তিপদান্তে চ অম্বাপদমথালিখেৎ ॥
শ্রীপাদুকাং সমুচ্চার্য্য পূজয়ামীতি সংজপেৎ ।*
তেজোরূপং সমর্প্যাথ স্তবেন তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥
শ্যামারহস্যে—মনসা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সম্পূজ্য বাগ্ভবং জপেৎ ॥
অথ কুব্জিকাতন্ত্রোক্তাং স্তুতিং কুর্য্যাৎ ॥ ৪

গুরু-স্তুতিঃ

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসার-দুঃখতারিণে ॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াঽজ্ঞানহারিণে ।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে ॥
শিবতত্ত্ব-প্রবোধায় † ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিনে ।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥
অনাচারাচারভাব-বোধায় ভাবহেতবে ।

(এই তারত্রয়ের) পর নিজগুরুর নামান্তে আনন্দনাথ লিখিবে এবং রক্তশক্তিপদের অন্তে অম্বাপদ লিখিবে। অনন্তর 'শ্রীপাদুকাং' এই পদ উচ্চারণ করিয়া "পূজয়ামি" লিখিবে। এইরূপ (ঐং হ্রীং শ্রীং অমুকানন্দনাথ-রক্তশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি —এই) গুরুমন্ত্র জপ করিবে। (গুরুকে) তেজোরূপ চিন্তা করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া স্তবের দ্বারা গুরুর তুষ্টিবিধান করিবে। শ্যামারহস্যে উক্ত হইয়াছে :—"গন্ধপুষ্পাদি উপচার দানপূর্ব্বক মনের দ্বারা (গুরু) পূজা করিয়া বাগ্ভব বীজ (ঐং) জপ করিবে। অনন্তর কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত স্তুতি করিবে ॥৪॥

মহামন্ত্র (ইষ্টমন্ত্র) দাতা, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশক, সংসার-দুঃখের নিবর্ত্তক, অতি সৌম্য, দিব্য ও বীররূপী অজ্ঞান-নিবর্ত্তক শিবরূপী গুরুদেবকে নমস্কার। কুলনাথ, কুল-কৌলীন্যদাতা (শক্তিতত্ত্বের রহস্যের উপদেষ্টা), শিবতত্ত্ব-জ্ঞাপক, ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশক সেই গুরুদেবকে নমস্কার। সাধকের অভয়দাতা, অনাচার ও আচার ভাবের

---

* শ্রীবিদ্যাবিষয়েঽয়ং গুরুমন্ত্রঃ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমুকানন্দনাথরক্তশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

† ক খ শিবতত্ত্ব-প্রকাশায়।

ভাবাভাববিনির্মুক্ত-মূর্ত্তয়ে গুরবে নমঃ ॥

ভাবাভাববিনির্মুক্তশাক্তায় ইতি বা পাঠ্যম্ *

নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥
শিবায় শক্তি-নাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজসচ্ছক্তি-বামভাগ-বিভূতয়ে ॥
নমস্তেঽস্তু মহেশায় বিদ্যানাথায় সংবিদে।
সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি! ততো বিদ্যা প্রসীদতি ॥
কুলসম্ভবপূজায়ামাদৌ যো ন পঠেদিদম্।
বিফলা তস্য পূজা স্যাদভিচারায় কল্পতে ॥৫॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং শ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ কবচমপি পঠেৎ। ততস্তু প্রণমেৎ।

উপদেষ্টা, দিব্যাদি ভাবের হেতু, ভাবাভাবাতীত মূর্ত্তি গুরুদেবকে নমস্কার। দিব্যভাবের প্রকাশক শম্ভুরূপী সেই গুরুদেবকে নমস্কার। জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যময় গুরুদেবকে নমস্কার নমস্কার। সচ্চিদানন্দরূপ, শক্তিপতি শিবস্বরূপ, কামরূপ কাম ও কামকেলিকলাত্মা অর্থাৎ কামক্রীড়ার শক্তিস্বরূপ, কুলপূজার উপদেশক, কুলাচার-স্বরূপ, বামভাগে রক্তবর্ণ সৎস্বরূপা স্বকীয় শক্তিবিভূষিত সেই গুরুদেবকে নমস্কার। সর্ব্ব বিদ্যাত্মক বিদ্যানাথ জ্ঞানরূপী শিবকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার। সাধক প্রাতঃকালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া গুরুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করিবে। হে দেবেশি! তাহাতেই বিদ্যা (শক্তি) প্রসন্না হন। কুলপূজায় যিনি প্রথমে এই স্তোত্র পাঠ না করেন, তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয়, উহা অভিচারের জনক হয় ॥৫॥

কুব্জিকা তন্ত্রোক্ত শ্রীগুরু স্তোত্র সমাপ্ত।

---

* খ পুস্তকে ভাবাভাবেত্যাদি পাঠো নাস্তি।

শ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্রঃ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬॥

ষট্‌চক্রনিরূপণম্

অথ প্রসঙ্গাৎ ষট্‌চক্র-ব্যবস্থা লিখ্যতে।

তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তিস্রস্তাসূত্তমা মতাঃ ॥
প্রধানা মেরুদণ্ডান্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
শক্তির্রূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ॥

অনন্তর শ্রীগুরুর কবচও পাঠ কবিবে। তাহার পর প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্রেব (অর্থ) যথা—যৎকর্ত্তৃক অখণ্ডমণ্ডলাকাব চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত এবং যৎকর্ত্তৃক তৎপদ (ব্রহ্ম-পদ মোক্ষ) দর্শিত হয়, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। যৎকর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিবান্ধ শিষ্যেব চক্ষুঃ উন্মীলিত হয়,—সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥৬॥

অনন্তর প্রসঙ্গতঃ ষট্‌চক্র ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। শরীরে সার্দ্ধ তিন কোটি নাড়ী নিরূপিত হইয়াছে। সেই নাড়ী সমূহের মধ্যে দশটী নাড়ী (১) মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই দশটীর মধ্যে আবার তিনটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপিণী (২) প্রধানা নাড়ী (সুষুম্না) অবস্থিত আছে। (মেরুদণ্ডের) বামে শুক্লবর্ণা চন্দ্রস্বরূপিণী ইড়া নাড়ী অবস্থিত। সেই নাড়ী শক্তিস্বরূপা এবং সাক্ষাৎ চন্দ্র তাঁহার দেহ অর্থাৎ উহা চন্দ্রস্বরূপা।

(১) গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, অলম্বুষা, যশস্বিনী, শঙ্খিনী, কুহু, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—এই দশটী প্রধান নাড়ী। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত দশটী এবং বারুণা, সরস্বতী, বিশ্বোদরা, পয়স্বিনী—এই চারিটীকেও প্রধান বলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা শারদাতিলকের প্রথম পটলে ও ললিতা সহস্রনাম ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

(২) কোন্ কোন স্থলে সুষুম্না মাত্র বহ্নিরূপিণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্ররূপা চিত্রিণী এবং সূর্য্যরূপা বজ্রিণী সুষুম্নারই রূপবিশেষ বলিয়া অর্থাৎ চিত্রিণী, বজ্রিণী, সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের সমুদায়ই সুষুম্না নামে অভিহিত হওয়ায় উহাকে ত্রিতয়রূপিণীও বলা হইয়াছে। "অতঃ সুষুম্না ত্রিগুণা ললন্তী ললনা যথা। সত্ত্বাদি-ত্রিগুণাধারা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী" ।—ভূতশুদ্ধিতন্ত্র। এই সম্বন্ধে এবং ষট্‌চক্র সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য মৎসম্পাদিত ষট্‌চক্রনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

পিঙ্গলাখ্যা চ যা দক্ষে পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥ ৭ ॥
মেরুমধ্যস্থিতা যা তু মূলাদাব্রহ্মরন্ধ্রগা।
সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী ॥
দাড়িমী-কুসুমপ্রখ্যা শিবাখ্যা চাপরা মতা।
সুষুম্নান্তর্গতা চিত্রা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা।
সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা ॥
তস্যা মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মৃণালতন্তুরূপিণী।
ব্রহ্মরন্ধ্রন্ত তন্মধ্যে হরবক্ত্রাদ্ সদাশিবম্ ॥ ৮ ॥

মূলাধারচক্র-কথনম্

সুষুম্নাগ্রন্থিসংস্থানি ষট্পদ্মানি যথাক্রমম্।
আধারাখ্যং মূলচক্রমতিরক্তং চতুর্দ্দলম্ ॥
বাদি-সান্তার্ণ-সংযুক্তং রক্তবর্ণং মনোহরম্।

পিঙ্গলা নামক যে নাড়ী (মেরুদণ্ডের) দক্ষিণে অবস্থিত, উহা পুরুষরূপ এবং সূর্য্য তাঁহার দেহস্বরূপ ॥ ৭ ॥

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত আছে, উহাই সর্ব্বতেজোময়ী বহ্নিস্বরূপা সুষুম্না নাড়ী। দাড়িমী পুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ শিবানাম্নী অপর এক নাড়ী (যোগিগণ কর্ত্তৃক মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে) জ্ঞাত হইয়াছে। সুষুম্নার অভ্যন্তরে কোটি চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালিনী চিত্রা নাড়ী অবস্থিতা। সেই চিত্রা নাড়ী সর্ব্বদেবময়ী এবং যোগিগণের জ্ঞানবেদ্যা অর্থাৎ যোগিগণই চিত্রাকে দেখিতে পান। সেই চিত্রা নাড়ীর মধ্যে মৃণালতন্তু তুল্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাড়ী [মূলাধারস্থিত] স্বয়ম্ভুলিঙ্গের (হরের) মুখবিবর হইতে [সহস্রদল পদ্মস্থিত] সদাশিব পর্য্যন্ত অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখবিবরের নিকট ব্রহ্মনাড়ীর মুখদেশে ব্রহ্মরন্ধ্র (কুণ্ডলিনীর শিবসমীপে গমনাগমনের পথরূপ ব্রহ্মদ্বার) অবস্থিত আছে ॥ ৮ ॥

মূলাধারাদি ছয়টী পদ্ম যথাক্রমে সুষুম্নাগ্রন্থিতে (৩) অবস্থিত আছে। মূলাধার নামক মূলচক্রটী গাঢ়রক্তবর্ণ ও চতুর্দ্দল বিশিষ্ট। ঐ দলগুলি ব, শ, ষ, স এই চারিটী

(৩) ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকাকার—ব্রহ্মদ্বারের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ অর্থাৎ কন্দ ও সুষুম্নার সন্ধিস্থানকে সুষুম্নার গ্রন্থি বা বদন বলিয়াছেন। কিন্তু শারদাতিলকের টীকাকার রাঘব ভট্টের "তত্রাধোধোগ্রন্থিমারভ্যোর্দ্ধোর্দ্ধগ্রন্থিপর্য্যন্তং পর্ব্বসমাপ্তিঃ (১।৪৩ শ্লোকের টীকা) এই কথায় জানা যায় যে, এক একটী পদ্মের সন্ধিস্থানই গ্রন্থি।

কর্ণিকায়াং স্থিতা যোনিঃ কামাখ্যা পরমেশ্বরী ॥
তদ্‌যোনিঃ পরমেশানি ! ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা।
অপরাখ্যো হি কন্দর্প আধারে তৎত্রিকোণকে ॥
স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধ্রং পশ্চিমাননম্।
ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি ! শিবং শ্যামল-সুন্দরম্ ॥
কুণ্ডলী তেন মার্গেণ যাতায়াতং করোতি হি।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা পুরীং যাতি চায়াতি কুণ্ডলী সদা ॥ ৯।
তত্র বিদ্যুল্লতারূপা কুণ্ডলী পরদেবতা।
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা ॥
বামাবর্ত্তক্রমেণৈব বেষ্টিতা বিষতন্তুবৎ।
শিবং বেষ্ট্য মহেশানি ! সর্ব্বদা পরিতিষ্ঠতি ॥
যেন মার্গেণ গন্তব্যং পরং ব্রহ্ম নিরাময়ম্।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥
মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ১০ ॥

বর্ণের দ্বারা সংযুক্ত, রক্তবর্ণ ও মনোহর। মূলাধার পদ্মের কর্ণিকায় পরমেশ্বরী কামাখ্যা যোনিরূপে অবস্থিতা। হে পরমেশ্বরি ! সেই যোনি (ডাকিনী শক্তি) ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপিণী। মূলাধার পদ্মে [কর্ণিকায় ধরাবীজের ঊর্দ্ধে] সেই ত্রিকোণে অপর নামক কন্দর্প বায়ু অবস্থিত। হে পরমেশানি ! সেই ত্রিকোণের মধ্যে শ্যামলসুন্দর (নীলবর্ণ) সচ্ছিদ্র অধোমুখ স্বয়ম্ভু নামক শিবলিঙ্গকে ধ্যান করিবে। কুণ্ডলিনী সেই পথে (ব্রহ্মনাড়ীর সাহায্যে) যাতায়াত করেন। কুণ্ডলিনী শক্তি পুনঃ পুনঃ ভেদ করিয়া অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতর নামক লিঙ্গত্রয়ের এক একটীকে ভেদ করিয়া ছয়টী চক্রের মধ্য দিয়া সর্ব্বদা শিবপুরে গমন করেন এবং সেখান হইতে (মূলাধার চক্রে) প্রত্যাবর্ত্তন করেন ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বরি ! সেই পদ্মে তড়িৎমালা তুল্য দীপ্তিমতী প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি সার্দ্ধত্রিবলয়যুক্তা পরদেবতা কুণ্ডলিনী মৃণালতন্তুর ন্যায় বামাবর্ত্তে শিবকে বেষ্টন করিয়াছেন। তিনি শিবকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন। যে পথে (কুণ্ডলিনী) পরব্রহ্মের নিকট গমন করেন, পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনী সেই পথ মুখের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সুপ্ত হইয়া আছেন। এই চক্র আধার ছয়টীর মূল, এইজন্য ইহাকে মূলাধার বলে ॥ ১০ ॥

স্বাধিষ্ঠান-মণিপুর-চক্র-বিবরণম্

লিঙ্গমূলে মহাপদ্মং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্।
বাদি-লান্তার্ণ-সংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূরকম্।
ডাদি-ফান্তান্বিত-দলৈররুণৈর্দশভির্যুতম্ ॥ ১১ ॥

অনাহতপদ্ম-বিবরণম্

হৃদয়ে দ্বাদশদলমনাহত-সরোরুহম্।
কাদি-ঠান্তদলৈর্দেবি! তপ্তহাটকসন্নিভম্ ॥
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥
শব্দব্রহ্মময়ো মন্ত্রোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে।
তেনাহতাখ্যং তৎপদ্মং যোগিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২

বিশুদ্ধচক্র-নিরূপণম্

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং ধূম্রবর্ণং মনোহরম্।
অকারাদি-স্বরোপেতৈর্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্ ॥
বিশুদ্ধিস্তন্যতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ।
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্ ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্দল মহাপদ্ম অবস্থিত। ঐ (পদ্মের) দলগুলি ব, ভ, ম, য, র, ল—এই ছয়টী বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত। নাভিদেশে মণিপুর নামক পদ্ম ডকারাদি ফকারান্ত দশটী বর্ণ-যুক্ত অরুণবর্ণ দশটী দলের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১১ ॥

হে দেবি! উত্তপ্ত স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল দ্বাদশদল অনাহত পদ্ম হৃদয়ে অবস্থান করে। উহার দলগুলি ককার হইতে ঠকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণের দ্বারা সংযুক্ত। সেই পদ্মের মধ্যে অযুত সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল বাণলিঙ্গ অবস্থিত। অনাহত শব্দব্রহ্মময় মন্ত্র (হংস মন্ত্র) সেই পদ্মে দেখা যায়, এইজন্য যোগিগণ কর্ত্তৃক সেই পদ্ম অনাহত নামে কথিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

কণ্ঠদেশে ষোড়শ দল বিশুদ্ধ নামক ধূম্রবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে। ঐ পদ্মের দলগুলি অকারাদি ষোলটী বর্ণদ্বারা সংযুক্ত। যেহেতু (উহা) জীবের শব্দব্রহ্মময় হংসবীজ অবলোকনদ্বারা বিশুদ্ধি জন্মায়, সেই হেতু উহা অত্যদ্ভুত আকাশ-নামক বিশুদ্ধপদ্ম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

আজ্ঞাচক্র-বিবরণম্

আজ্ঞানাম ভ্রুবোর্মধ্যে চক্রঞ্চ দ্বিদলং পরম্।
হক্ষ-দ্ব্যক্ষর-সংযুক্তং নির্ম্মলং সুমনোহরম্॥
ইতরাখ্যং মহালিঙ্গং তন্মধ্যে কাঞ্চনপ্রভম্।
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি বিশ্রুতম্॥
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধে তু বোধিনী তু তদূর্দ্ধতঃ॥ ১৪॥

সহস্রার-চক্র-বিবরণম্

সহস্রারং মহাপদ্মং নাদবিন্দু-সমন্বিতম্। *
শূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ বৃত্তং পরমকুণ্ডলী।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎ-সমপ্রভা॥
যামলে—বৃত্তং কুণ্ডলিনী শক্তির্গুণত্রয়সমন্বিতা।
শূন্যভাগো মহাদেবি! শিবরূপো মহেশ্বরঃ॥

ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে হ-ক্ষ এই বর্ণদ্বয় সংযুক্ত নির্ম্মল সুমনোহর আজ্ঞা নামক দ্বিদল একচক্র আছে। উহার মধ্যে কাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল ইতর নামক মহালিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। সেই চক্রে গুরুর আজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এজন্য উহা "আজ্ঞা" এই নামে খ্যাত হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে কৈলাস নামক শিব (দ্বিতীয় বিন্দু) এবং তাহার ঊর্দ্ধে (অর্দ্ধমাত্রাকারা) বোধিনী শক্তি (১) অবস্থান করেন॥১৪॥

[তাহার ঊর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে] নাদবিন্দু সমন্বিত সহস্রার পদ্ম বর্ত্তমান। উহার মধ্যে শূন্যভাগ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং বৃত্ত হইতেছে সার্দ্ধ ত্রিবলয়বেষ্টিতা কোটি বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বলা পরমকুণ্ডলিনী। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে:— "হে মহাদেবি! গুণত্রয়ান্বিতা কুণ্ডলিনী শক্তিই বৃত্ত। আর [সহস্রার পদ্মের]

(১) আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে শিবস্বরূপ দ্বিতীয় বিন্দু; তাহার ঊর্দ্ধে অর্দ্ধমাত্রাকারা বোধিনী শক্তি, তাহার ঊর্দ্ধে শিবশক্তি সমবায়রূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ; তাহার ঊর্দ্ধে লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ, তাহার ঊর্দ্ধে আঙ্কীরূপা ব্যাপিকা শক্তি; তাহার ঊর্দ্ধে সমনী এবং তাহার ঊর্দ্ধে উন্মনী —যথাক্রমে এই সাতটী কারণ রূপ বর্ত্তমান আছে। বিন্দু, বোধিনী, নাদ—এই তিনটী বিন্দুময় পরশক্তির রূপবিশেষ। ষট্‌চক্রনিরূপণ দ্রষ্টব্য।

* ক খ পুস্তকেঽত্রায়মধিকঃ পাঠঃ—"অকথাদি-ত্রিরেখীয়ে হলক্ষত্রয়কোণকে। তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মকঃ। বামাবর্ত্তেন বিলিখেদকথাদি-ত্রিরেখকম্।"

সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য সর্ব্বদা তত্র সংস্থিতা ॥
শিব-শক্ত্যাত্মকো বিন্দু ভুর্ক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
নাদরূপেণ সা দেবী যোনিরূপা সনাতনী ॥১৫॥

ভূতশুদ্ধৌ—শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মময়ী বিন্দুযোনিঃ শুচিস্মিতে!।
সর্ব্বোপরি মহেশানি! বিন্দুর্ব্রহ্মস্বরূপকঃ ॥

গন্ধর্ব্বমালিকায়াং—ভবো বিন্দুরিতি খ্যাতো ভবনঞ্চ ত্রিকোণকম্।
ভবনং ভবসম্বন্ধাজ্ জায়তে ভুবনত্রয়ম্ ॥
পঞ্চভূতানি দেবেশি! ষষ্ঠে মানসমীশ্বরি!।
ষট্চক্রেষু স্থিতান্যেব ক্রমাদ্ দেবি! বিচিন্তয়েৎ ॥
সহস্রারং শিবপুরং রম্যং দুঃখবিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতৈর্দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলৈদ্রুর্মৈঃ ॥১৬॥
সদাশিবপুরং রম্যং কল্পবৃক্ষং সুশোভিতম্।
পঞ্চভূতাত্মকং তচ্চ গুণত্রয়সমন্বিতম্ ॥
চতুর্বেদ-চতুঃশাখং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্।

শূন্যভাগ শিবরূপ মহেশ্বর। সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শিবকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা সেইস্থানে বর্ত্তমান আছেন। শিবশক্তি-স্বরূপ বিন্দু ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। সেই সনাতনী কুণ্ডলিনী দেবী নাদরূপ শিবের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতি হইয়া থাকেন ॥১৫॥

ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—"হে শুচিস্মিতে! বিন্দুরূপিণী প্রকৃতি শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। হে মহেশানি! সকলের উপরিভাগে ব্রহ্মস্বরূপ বিন্দু বিরাজমান।" গন্ধর্ব্বমালিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—"ভব (মহেশ্বর) বিন্দু বলিয়া প্রখ্যাত এবং ত্রিকোণ ভবনরূপে প্রসিদ্ধ। ভবের সম্বন্ধ (অবস্থিতি) প্রযুক্ত উহা ভবন হইয়াছে এবং উহা হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হয়। হে ঈশ্বরি! হে দেবেশি! [মূলাধারাদি পাঁচটী চক্রে] পঞ্চ মহাভূত এবং ষষ্ঠ চক্রে (সহস্রারে) চিত্ত অবস্থিত আছে। হে দেবি! যথাক্রমে ইহাদিগকে ষট্চক্রে অবস্থিত চিন্তা করিবে ॥১৬॥

সহস্রার পদ্ম শিবপুর; উহা মনোহর ও দুঃখ বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা ফুল-পুষ্প-যুক্ত মনোহর বৃক্ষের দ্বারা চতুর্দ্দিক্ শোভিত। (সেখানে গন্ধর্ব্বমালিকাতন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে) ঃ—"সদাশিব পুর পরম রমণীয়; (উহাতে) সুশোভিত কল্পবৃক্ষ বর্ত্তমান। সেই ত্রিগুণাত্মক কল্পবৃক্ষটী পঞ্চমহাভূত স্বরূপ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বরূপ চারি বেদ

পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ পার্ব্বতি ! ॥
হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পং মনোহরম্ ।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্ ॥১৭॥
তত্রোপরি সুপর্য্যঙ্কং নানারত্নোপশোভিতম্ ।
মন্দারপুষ্পখচিতং নানাগন্ধানুমোদিতম্ ॥
তত্রোপরি মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠতি সুন্দরি ! ।
ধ্যায়েৎ সদাশিবং দেবং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ॥
বহুরত্নসমাকীর্ণং দীর্ঘবাহুং মনোহরম্ ।
সুখপ্রসন্ননয়নং স্মেরাস্যং সততং প্রিয়ে ! ॥
শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং রত্নহারেণ শোভিতম্ ।
শোণ-(গলে) পদ্মসহস্রস্য মালয়া শোভিতং বপুঃ ॥
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং শিবং পদ্মদলেক্ষণম্ ।
পাদয়োর্নূপুরং রম্যং শব্দব্রহ্মময়ং বপুঃ ॥
এবং স্থূলবপুস্তস্য ভাবয়েৎ কমলেক্ষণে ! ॥
পদ্মমধ্যে স্থিতং দেবং নিরীহং শব্দরূপিণম্ ।
শব্দরূপে মহাদেবে কৃত্যং নাস্তি কদাচন ॥

উহার চারিটী শাখা। সর্ব্বদা উহা ফল-পুষ্প-যুক্ত। হে পার্ব্বতি ! সেই বৃক্ষে পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্ত, হরিত ও বিচিত্র পুষ্প—এইরূপ মনোহর নানা পুষ্প আছে। এইরূপ কল্পবৃক্ষের ধ্যান করিয়া তাহার অধোভাগে রত্নবেদিকা ধ্যান করিবে ॥১৭॥

সেই রত্নবেদিকার উপরে নানা রত্নশোভিত মন্দার পুষ্প-খচিত নানা গন্ধে আমোদিত এক সুন্দর পর্য্যঙ্ক আছে। হে সুন্দরি ! সেই পর্য্যঙ্কের উপর মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। হে প্রিয়ে ! তাহার পর শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ সদাশিব দেবকে সতত (এইরূপ) চিন্তা করিবে—তিনি বহুরত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ; তাঁহার বাহুযুগল দীর্ঘ ও মনোহর ; নয়নদ্বয় আনন্দোজ্জ্বল ও প্রসন্ন ; মুখ স্মিতহাস্য যুক্ত , কর্ণে কুণ্ডলযুক্ত ; দেহ (কণ্ঠদেশ) রত্নহারের দ্বারা ও সহস্র রক্তপদ্ম-খচিত মালাদ্বারা শোভিত ; তাঁহার আটটী বাহু, পদ্মদলের ন্যায় প্রশস্ত ও আয়ত তিনটী নয়ন ; পাদযুগলে মনোহর নূপুর ; তাঁহার দেহ শব্দব্রহ্মরূপ অর্থাৎ শব্দময়। হে কমলেক্ষণে ! শিবকে এবং তাঁহার স্থূল দেহকে এইরূপ চিন্তা করিবে। ষট্‌চক্র পদ্মে অবস্থিত শব্দরূপী শিবকে নিশ্চেষ্ট ভাবনা করিবে। (কারণ) শব্দরূপ মহাদেবের সম্বন্ধে কখনও কোন

এবং সর্ব্বেষু চক্রেষু শক্তিং রুদ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
শক্তিমাহ—বিশুদ্ধৌ ডাকিনী দেব্যনাহতে চৈব রাকিণী।
লাকিনী মণিপুরস্থা কাকিনী লিঙ্গগোচরে ॥
আধারে শাকিনী দেবী আজ্ঞায়াং হাকিনী তথা।
যাকিনী ব্রহ্মরন্ধ্রস্থা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১৯ ॥
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংস্থিতাম্।
শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকাম্ ॥
বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধগামিনীম্ ॥
সুন্দরীবিষয়ে তু রক্তামিতি জ্ঞেয়ম্।
হুঙ্কারবর্ণ-সম্ভূতা কুণ্ডলী পরদেবতা।
বিভর্ত্তি কুণ্ডলীদেহমাত্মানং হংসমন্ত্রতঃ ॥ ২০ ॥

কুণ্ডলিনী-যোগঃ

প্রবুদ্ধ-বহ্নিসংযোগে মনসা মারুতৈঃ সহ।
ঊর্দ্ধং নয়েৎ কুণ্ডলিনীং জীবাত্ম-সহিতাং পরাম্ ॥

কৃত্য নাই। এইরূপে মূলাধারাদি সমস্ত চক্রে শক্তি ও রুদ্রকে চিন্তা করিবে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও তাহার পর পরশিব—[ষট্চক্রে] এই ছয়টী শিব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শক্তি বলিতেছেন—বিশুদ্ধচক্রে ডাকিনী দেবী, অনাহত চক্রে রাকিণী, মণিপুরে লাকিনী, স্বাধিষ্ঠানে কাকিনী, মূলাধারে শাকিনী, আজ্ঞাচক্রে হাকিনী শক্তি অবস্থিত। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতা যাকিনী সমস্ত কাম্যফল দান করেন (১) ॥ ১৯ ॥

স্বয়ম্ভুলিঙ্গে অবস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবীকে [এইরূপ] ধ্যান করিবে। তাঁহাকে শ্যামবর্ণা, সূক্ষ্মা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়স্বরূপা, বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা ও ঊর্দ্ধগামিনী চিন্তা করিবে। সুন্দরী বিষয়ে ইহাঁকে রক্তবর্ণা জানিবে অর্থাৎ সুন্দরীর উপাসকগণ তাঁহাকে রক্তবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিবেন। হুংকার বর্ণ-সম্ভূতা পরদেবতা কুণ্ডলিনী হংসমন্ত্রের দ্বারা নিজের কুণ্ডলী (সর্পাকার) দেহ পোষণ করেন ॥ ২০ ॥

বায়ুর সহিত মহাবহ্নির সংযোগ হইলে উহা যেমন ঊর্দ্ধে গমন করে, সেইরূপ

(১) ষট্চক্রনিরূপণের টীকায় বচনান্তরে উক্ত হইয়াছে—"ডাকিনী রাকিণী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা। শাকিনী হাকিনী চৈব ক্রমাৎ ষট্পঙ্কজাধিপাঃ।"

গচ্ছন্তীং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ভিত্ত্বা গ্রন্থীংশ্চতুর্দ্দশ।
ষট্‌চক্র-সন্ধিমার্গেণ সুষুম্না-বর্ত্মনা তথা ॥
হংসেন মন্ত্রনা দেবীং সহস্রারং সমানয়েৎ ॥ ২১ ॥
সদাশিবো মহাদেবো যত্রাস্তে পরমেশ্বরি ! ॥
তত্র গত্বা মহাদেবি ! কুণ্ডলী পরদেবতা।
দেবী রূপবতী কাম-সমুল্লাসবিহারিণী ॥
মুখারবিন্দগন্ধেন মোদিতং পরমং শিবম্।
প্রবোধ্য পরমেশানি ! তত্রোপরি বসেৎ প্রিয়ে !
শিবস্য মুখপদ্মং হি চুচুম্বে কুণ্ডলী শিবে ! ।
সদাশিবেন দেবেশি ! ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে ! ॥
অমৃতং জায়তে দেবি ! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি ! ।
তদুদ্ভবামৃতং দেবি ! লাক্ষারস-সমারুণম্ ॥ ২২ ॥
তেনামৃতেন দেবেশি ! তর্পয়েৎ পরদেবতাম্।
ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যাঽমৃতধারয়া ॥
আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ।

সাধক মনের দ্বারা পরদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবাত্মার সহিত ঊর্দ্ধে (সহস্রারপদ্মে) লইয়া যান। ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে গমনকারিণী কুণ্ডলিনী শক্তিকে চতুর্দশ গ্রন্থি (স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতরাখ্য লিঙ্গত্রয়, ষট্‌চক্র ও পঞ্চ শিব) ভেদ করিয়া ষট্‌চক্র সন্ধিস্থানস্থিত সুষুম্না পথে হংসমন্ত্রের সহিত সহস্রার পদ্মে আনয়ন করিবে ॥ ২১ ॥

হে পরমেশ্বরি ! যেখানে মহাদেব সদাশিব অবস্থান করেন, হে প্রিয়ে ! হে পরমেশানি ! হে মহাদেবি ! রূপবতী পরদেবতা কুণ্ডলিনী দেবী সেইস্থানে গমন করিয়া কাম-সমুল্লাস বিহারিণী হইয়া মুখপদ্মের গন্ধের দ্বারা আমোদিত পরম শিবকে জাগ্রত করিয়া সদাশিবের ক্রোড়ে উপবেশন করেন। হে প্রিয়ে ! হে শিবে ! হে দেবেশি ! [তখন] কুণ্ডলিনী শক্তি শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করেন এবং ক্ষণকাল শিবের সহিত ক্রীড়া করেন। হে দেবি ! হে পরমেশ্বরি ! তখনই [সেই ক্রীড়া হইতে] অমৃত উৎপন্ন হয়। হে দেবি ! সেই ক্রীড়াজাত অমৃত লাক্ষারসের তুল্য অরুণ বর্ণ ॥ ২২ ॥

হে দেবেশি ! [সাধক] সেই অমৃতের দ্বারা পরদেবতাকে তর্পণ করিবে। সুধী সাধক সেইখানে অমৃত-ধারা দ্বারা ষট্‌চক্র দেবতার তর্পণ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে সেই পথে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। সাধক যাতায়াত

যাতায়াত-ক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্ ॥
এবমভ্যস্যমানস্তু অহন্যহনি পার্ব্বতি ! ।
জরা-মরণ-দুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥
ইত্যুক্তঃ পরমো যোগো যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধনঃ ॥

যামলে—কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পুনরেব কুলং বিশেৎ ।
রমতে সেয়মব্যক্তা পুনরেকাকিনী সতী ॥

সঙ্কেতপদ্ধত্যাম্ পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতঞ্চ নিষ্কলম্ ॥ ২৩ ॥

এতেন ষট্‌চক্রভেদক্রমেণ কুণ্ডলিনীং সহস্রদলপদ্মে নীত্বা তত্রস্থ-সদাশিবেন সঙ্গময্য তদুদ্ভবামৃতেন পরদেবতাং ষট্‌চক্রস্থ-শিবশক্ত্যাদীং-শ্চাপ্লাব্য সোঽহমিতি মন্ত্রেণ পুনঃ স্বস্থানমানয়েদিতি তু বাক্যার্থঃ ।

সোহমিতি চ মন্ত্রেণ স্বস্থানমানয়েৎ সুধীঃ। ইতি যামলবচনাৎ ॥ ২৪ ॥

দেব্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারক ! ।

ক্রমে ব্রহ্মে মনঃস্থির করিবেন। হে পার্ব্বতি ! প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে জরা-মরণ জনিত দুঃখাদি ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাই যোনিমুদ্রা প্রবন্ধন (জন্মনাশক) পরম যোগ কথিত হইল। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে— "কুলবধূ যেরূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কুলে আগমন করে, সেইরূপ অব্যক্তা কুণ্ডলিনী [মূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] একাকিনী অবস্থান করেন"। সঙ্কেত পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে—"কুণ্ডলিনী শক্তি পিণ্ড এবং পদ হংস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। রূপকে বিন্দু বলিয়া এবং রূপাতীতকে নিষ্কল ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

এইরূপে ষট্‌চক্র ভেদের রীতি অনুসারে কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদল পদ্মে লইয়া সেই সহস্রদল পদ্মস্থিত সদাশিবের সহিত মিলিত করাইয়া সেই মিলন-জনিত অমৃতের দ্বারা পর দেবতা ও ষট্‌চক্রস্থিত শিবশক্তি প্রভৃতিকে আপ্লাবিত করিয়া 'সোঽহং' মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় স্বস্থানে (মূলাধারে) আনয়ন করিবে—ইহাই বাক্যার্থ। কারণ যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "সুধী সাধক 'সোঽহং' এই মন্ত্রের দ্বারা [কুণ্ডলিনীকে] স্বস্থানে আনয়ন করিবে" ॥ ২৪ ॥

দেবী বলিলেন—হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিন্ ।

মূর্দ্ধ্নি পদ্মং সহস্রারং রক্তবর্ণমধোমুখম্ ॥
তস্য মধ্যে স্থিতং ধ্যায়েদ্ গুরুং শান্তং সশক্তিকম্ ।
মূলাধারে মহাশক্তিং কুণ্ডলীরূপ-ধারিণীম্ ॥
অধোবক্ত্রক্রমেণৈব সর্ব্বপদ্মেষু ভাবনা ।
তদা কথং ভবেৎ তত্র চিন্তনং গুরুদেবয়োঃ ॥
আধারে চেৎ স্থিতিস্তত্র ত্বধোভাগে কথং ভবেৎ ।
অধোবক্ত্রে স্থিতস্যাপি চিন্তনং বা কথং ভবেৎ ॥ ২৫

শ্রীমহাদেব উবাচ—

যথা যুক্তং ত্বয়া দেবি ! কথিতং বীরবন্দিতে ! ।
এবমেব তু সন্দেহো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
কথ্যতে পরমেশানি ! সন্দেহোচ্ছেদকারণম্ ।
তানি পদ্মানি দেবেশি ! সুষুম্নান্তঃস্থিতানি চ ॥
পরংব্রহ্মস্বরূপাণি শব্দব্রহ্মময়ানি চ ।
তৎসর্ব্বং পঙ্কজং দেবি ! সর্ব্বতোমুখমেব চ ।
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ ॥
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারঃ নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ।

মস্তকে রক্তবর্ণ অধোমুখ সহস্রার পদ্ম অবস্থিত, সেই পদ্মের মধ্যে অবস্থিত শক্তির সহিত শান্তস্বভাব গুরুকে এবং মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলীরূপধারিণী মহাশক্তিকে ধ্যান করিবে। যথাক্রমে সমস্ত পদ্মে অধোমুখেই ধ্যান বিহিত হইয়াছে। অতএব সেস্থলে গুরু ও দেবতা এই উভয়ের ধ্যান কিরূপে হইতে পারে? আধার পদ্মে অবস্থিতি যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু সেস্থলে অধোমুখ ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? আর অধোমুখে অবস্থিত পদ্মেরই বা চিন্তা কিরূপে হইবে॥ ২৫॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি! হে বীরবন্দিতে! তোমাকর্ত্তৃক যেরূপ যুক্তিযুক্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, [সাধারণতঃ] এই রকম সংশয়ই জন্মে—ইহাতে সংশয় নাই। হে পরমেশানি! সন্দেহ উচ্ছেদের হেতু বলিতেছি। হে দেবেশি! শব্দব্রহ্মময় পরব্রহ্মস্বরূপ সেই পদ্ম সকল সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। হে দেবি! সেই সমস্ত পদ্মগুলি সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোমুখ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দুইটী ভাব জীবহৃদয়ে অবস্থান করে। সংসার হইতেছে প্রবৃত্তিমার্গ আর পরমাত্ম-

প্রবৃত্তিভাবচিন্তায়ামধোবক্ত্রাণি চিন্তয়েৎ ॥
নিবৃত্তিযোগমার্গেষু সদৈবোর্দ্ধমুখানি চ।
এবমেব ভাববেদাদসন্দেহোঽভিজায়তে॥ ২৬॥

গৃহস্থ-যোগসাধনম্

(অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি গৃহস্থানাঞ্চ সাধনম্।
মূলাধারে স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্॥
ভোগকালে মহেশানি ! আজিহ্বান্তং বিভাব্য চ।
শোধিতান্ মৎস্যমাংসাদীন্ তন্মুখে স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য জুহোমি কুণ্ডলীমুখে।
প্রতিগ্রাসে মহেশানি ! এবং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥
ভোজনেচ্ছা ভবেৎ তস্যা নির্লিপ্তো জীবসংজ্ঞকঃ।)
এবমেব প্রকারেণ ঊর্দ্ধপদ্মং প্রজায়তে ॥
গুরোঃ স্থিতিশ্চ চার্ব্বঙ্গি ! তদা সম্যক্ প্রজায়তে।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়ঃ ॥
গুর্ব্বাদি-ভাবনাদ্ দেবি ! তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ ॥

গতি হইতেছে নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিভাবের চিন্তায় [পদ্মগুলিকে] অধোমুখ চিন্তা করিবে। নিবৃত্তিরূপ যোগমার্গে এই পদ্মগুলিকে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ চিন্তা করিবে। এইরূপ ভাবের ভেদবশতঃ অসন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহ নিবৃত্তি উৎপন্ন হয়॥ ২৬॥

(অনন্তর গৃহস্থগণের অন্য [যোগ] সাধন বলিতেছি। হে মহেশ্বরি ! সাধক ভোগকালে মূলাধারস্থিত পরদেবতা কুণ্ডলিনী দেবীকে জিহ্বা পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তাঁহার মুখে শোধিত মৎস্য মাংসাদি স্থাপন করিবে। মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "কুণ্ডলীমুখে জুহোমি" মন্ত্রে হোম করিবে। হে মহেশ্বরি ! বিচক্ষণ সাধক প্রতিগ্রাসে এইরূপ করিবে।) এইরূপ প্রকারেই ঊর্দ্ধমুখ পদ্ম উৎপন্ন হয়। হে চার্ব্বঙ্গি ! তখন তাহাতে গুরুর স্থিতি সম্যক্ প্রকারে সম্ভব হয়। হে দেবি ! গুরু প্রভৃতির ভাবনা হইতে যখন হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যা) ভিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় ; তখন সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। যাহারা দুর্ম্মতি, তাহারা নিজ গৃহে পায়স পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা অবলম্বন করে অর্থাৎ যাহারা নিজদেহ মধ্যে সিদ্ধিলাভের

অতএব মহেশানি ! বাতুলত্বং প্রজায়তে।
ইত্যেতৎ কথিতং সারং মম জ্ঞানবিলোকিতম্ ॥ ২৭ ॥

প্রকারান্তর-কুণ্ডলিনী-যোগকথনম্

অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবময়ো ভবেৎ।
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রামিতা প্রিয়ে ! ॥
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্।
স্বাপকালো বামবাহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ ॥
মন্ত্রিণাং স্বাপকালে তু জপোঽনর্থফলপ্রদঃ।
প্রবোধকালং জানীয়াদুভয়োরপি পার্ব্বতি ! ॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবি ! বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ ॥
যোগযোগাদ্ ভবেন্মুক্তির্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা।
সিদ্ধে মনৌ পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥
জীবন্মুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ।

উপায়স্বরূপ কুণ্ডলিনীযোগ অবলম্বন না করিয়া বাহ্য যোগ অবলম্বন করে, তাহাদের তদ্দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয় না। হে মহেশ্বরি ! এই কুণ্ডলিনী যোগ হইতেই বাতুলত্ব (শিবত্ব) লাভ হয়। ইহাই আমার জ্ঞানলব্ধ সারতত্ত্ব [তোমাকে] কহিলাম।

অনন্তর [অন্য] যোগ বলিব, যাহা দ্বারা [সাধক] দেবময় হইতে পারে। হে প্রিয়ে ! মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ মন্ত্র-যন্ত্রের অর্চ্চনাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। নিঃশ্বাস যখন বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয়, তখন স্বাপ কাল ; যখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হয়, তখন জাগ্রত কাল। স্বাপকালে সাধকগণের জপ অনর্থ ফল প্রদান করে। হে পার্ব্বতি ! উভয়েরই অর্থাৎ সাধক ও কুণ্ডলিনীর প্রবোধকাল [কল্যাণকর] জানিবে। হে দেবি ! বহু পুণ্য-সঞ্চয়ের দ্বারা যখন সেই কুণ্ডলিনীদেবী জাগ্রতা হন, তখন মন্ত্রযন্ত্রের অর্চ্চনাদি প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। কুণ্ডলিনীযোগের সম্বন্ধবশতঃ অখণ্ড মন্ত্রসিদ্ধি এবং মুক্তি উৎপন্ন হয়। মন্ত্রসিদ্ধ হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। জীবন্মুক্ত সাধক দেহান্তে পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। যোগ শব্দের দ্বারা সংসার নিবৃত্তিরূপ মুক্তি কথিত হইয়াছে। জগন্ময়ী কুণ্ডলিনী প্রাণায়াম, জপ ও যাগের দ্বারা নিদ্রা ত্যাগ করেন ॥ ২৮ ॥

সংসারোত্তরণং মুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে ॥
প্রাণায়ামৈর্জপৈর্যাগৈস্ত্যক্তনিদ্রা জগন্ময়ী ॥ ২৮ ॥
চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্ ।
নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যাদলং হৃদি ॥
কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা ।
সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রমহাপথে ॥
মাতৃকাক্ষরসংযুক্তং সহস্রারং সরোরুহম্ ।
অধোবক্ত্রং শুক্লবর্ণং রক্তকিঞ্জল্কভূষিতম্ ॥ ইতি ॥

(সুন্দরীবিষয়ে তু রক্তবর্ণং বোধ্যম্, সময়াতন্ত্রোক্তত্বাৎ, অন্যথা বিরোধাপত্তেঃ ॥ ২৯ ॥)

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
ডাকিনী রাকিণী চৈব শাকিনী লাকিনী তথা ।
কাকিনী হাকিনী চৈব শক্তয়স্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
আধারে হৃৎপ্রদেশে চ ভ্রুবোর্মধ্যে বিশেষতঃ ।
স্বয়ম্ভূসংজ্ঞো বাণাখ্যস্তথৈবেতরসংজ্ঞকঃ ॥
লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি ! প্রধানত্বেন চিন্তয়েৎ ।

আধার (মূলাধার) পদ্ম চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠান ষড়্দল, নাভিতে দশদল পদ্ম, হৃদয়ে দ্বাদশ দল, কণ্ঠে ষোড়শ দল—এইরূপ ভ্রূমধ্যে দ্বিদল এবং মস্তকে সহস্রদল পদ্ম কথিত হইয়াছে। সহস্রদল পদ্মটী মাতৃকাক্ষরের দ্বারা যুক্ত, অধোমুখ, শুক্লবর্ণ ও রক্ত কিঞ্জল্ক-শোভিত। (সুন্দরী বিষয়ে সহস্রদল পদ্মটী রক্তবর্ণ জানিবে। কারণ সময়াতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। অন্যথা বিরোধের আপত্তি হয় ॥ ২৯ ॥)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, তাহার পর পরশিব—এই ছয়টী শিব [মূলাধারাদি ছয়টী পদ্মে] স্বীকৃত হইয়াছে। ডাকিনী, রাকিণী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী—ইহাঁরা [মূলাধারাদি পদ্মে শিবের] শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

হে মহেশানি! মূলাধার পদ্মে, হৃৎপদ্মে ও ভ্রূমধ্যে [ছয়টী শিবের মধ্যে] বিশেষভাবে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতর নামক লিঙ্গকে প্রধানরূপে চিন্তা করিবে।

মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে ! ॥
মণিপুরে স্থিতং তেজো হৃদয়ে মারুতস্তথা ।
বিশুদ্ধৌ তু মহেশানি ! আকাশং কমলেক্ষণে ! ॥
আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ! মনঃ সর্ব্বার্থসাধকম্ ।
তদূর্দ্ধে পবমেশানি ! পদ্মমূর্দ্ধমুখং সদা ॥
তস্যোপরি মহেশানি ! ধ্যায়েৎ সদাশিবং গুরুম্ ॥ ৩০ ॥

ঊর্দ্ধমুখমিতি । অধোমুখ-সহস্রদল-পদ্মাধোগতোর্দ্ধমুখ-দ্বাদশদল-পদ্মো-পরি শিবরূপিণং শ্রীগুরুং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং যামলে—

ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্ ।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ-সরসীরুহং ভজে ॥৩১॥

অহং দ্বাদশার্ণং দ্বাদশদলং সরসীরুহং পদ্মং ভজে। সরসীরুহং কিং বিশিষ্টম্ ? কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং। কুণ্ডল্যাঃ বিবরং মূলাধারপদ্মাৎ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত-বিন্দুরূপি-সদাশিবসন্নিধৌ গমনমার্গঃ, তস্য কাণ্ডং তদাধারভূতং নালং, চিত্রিণীনাড়ীত্যর্থঃ। তস্য মণ্ডিতং পদ্মনালবৎ চিত্রিণীনাড্যাঃ শিরোভূষণমিত্যর্থঃ। তদগ্রে দ্বাদশার্ণস্য সরসীরুহস্য স্থিতত্বাৎ

হে প্রিয়ে ! মূলাধারে ভূমি, স্বাধিষ্ঠানে জল অবস্থিত, মণিপুরে তেজ; হৃদযে বায়ু অবস্থিত। হে মহেশানি ! হে কমলেক্ষণে ! বিশুদ্ধিচক্রে আকাশ অবস্থিত। হে মহেশানি ! আজ্ঞাচক্রে সর্ব্বার্থসাধক মন অবস্থিত। হে পরমেশানি ! আজ্ঞা-চক্রের ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধমুখ সহস্রদল পদ্ম সদা অবস্থিত। হে মহেশানি ! তাহার উপরে সদাশিবরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে ॥ ৩০ ॥

'ঊর্দ্ধমুখম্' এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের অধোভাগস্থিত ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্মের উপরে শিবরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে। যামলতন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে" ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

[গ্রন্থকার পরে নিজেই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—] আমি দ্বাদশার্ণ অর্থাৎ দ্বাদশদল বিশিষ্ট—সরসীরুহকে অর্থাৎ পদ্মকে ভজনা করি ॥ ৩২ ॥

সেই সরসীরুহ কি বিশেষণ বিশিষ্ট ? **কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং** (ব্যাখ্যা) কুণ্ডলীর বিবর অর্থাৎ মূলাধার পদ্ম হইতে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার অন্তর্গত যে বিন্দু, সেই বিন্দুরূপী সদাশিবের নিকটে গমন মার্গ। সেই কুণ্ডলীবিবরের কাণ্ড অর্থাৎ তাহার আধারভূত নাল অর্থাৎ চিত্রিণী নাড়ী। তাহার (সেই নালের)

ভূষণমিত্যুক্তিঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্? ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নম্, সহস্রার-পদ্ম-কর্ণিকাসমীপে তদধোদেশে নিত্যমবিনাভাবসম্বন্ধেন লগ্নং স্থিতমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্? অবদাতং গৌরম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? অদ্ভুতং মনোহরম্। তত্র পূর্ব্বোক্তক্রমেণ শিবরূপিণং শ্রীগুরুং ধ্যায়েৎ ॥৩২॥

ষট্‌চক্রং পরমেশানি! সদাশিবপুরং সমম্।
শক্তিপুরং মহেশানি! সদাশিবপুরোপরি ॥

স এব নির্ব্বাণাখ্য-কলোপরিগতঃ নির্ব্বাণশক্তেঃ পুরম্।

শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি-পুরুষস্থানমমলম্ ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডলিনী-প্রত্যাবর্ত্তন-প্রকারঃ

রমিত্বা শম্ভুনা সার্দ্ধং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্।

"মণ্ডিত" অর্থাৎ পদ্মনালের ন্যায় চিত্রিণী নাড়ীর শিরোভূষণ। তাহার অগ্রে দ্বাদশ-দল পদ্মের অবস্থানবশতঃ 'ভূষণ' এই উক্তি হইয়াছে। পুনঃ কিম্ভূতম্? অর্থাৎ সেই সরসীরুহ আর কিরূপ বিশেষণ বিশিষ্ট? **ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নং** (ব্যাখ্যা) সহস্রারপদ্মের কর্ণিকার সমীপে তাহার অধোদেশে নিত্য অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধে—লগ্ন অর্থাৎ স্থিত। "পুনঃ কিম্ভূতং" অর্থাৎ সেই সরসীরুহ আর কি বিশেষণ বিশিষ্ট? **অবদাতম্** অর্থাৎ গৌরবর্ণ। পুনঃ কিম্ভূতং? অর্থাৎ সেই সরসীরুহ আর কি বিশেষণ বিশিষ্ট? **'অদ্ভুতম্'** অর্থাৎ মনোহর। সেই সরসীরুহে পূর্ব্বোক্তক্রমে শিবরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে। ॥ ৩২ ॥

হে পরমেশানি! ষট্‌চক্র হইতেছে সদাশিবের পুর (বসতিস্থান)। হে মহেশানি! সদাশিব-পুরের উপরিভাগে [উহার] তুল্য শক্তিপুর আছে। সেই সদাশিবই হইতেছেন নির্ব্বাণ নামক কলার উপরিস্থিত নির্ব্বাণশক্তির পুর। শৈবগণ এই স্থানকে (পদ্মকে) শিবস্থান বলেন। বৈষ্ণবগণ উহাকে পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্থান বলেন। বহু হরিহরোপাসক ও অন্যান্য উপাসকগণ উহাকে হরিহর পদ বলেন। দেবীর পাদপদ্ম সেবকগণ উহাকে দেবীর স্থান বলেন। হংসমন্ত্রোপাসক মুনীন্দ্রগণ উহাকে মনোহর প্রকৃতি পুরুষের স্থান বলেন। ॥ ৩৩ ॥

হে মহেশানি! [সাধক] পরদেবতা কুণ্ডলিনীকে [সহস্রার পদ্মে] শিবের

মূলাধারং মহেশানি ! সহস্রারাৎ সমানয়েৎ ॥
শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভূতাং বিচিন্তয়েৎ ।
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিণীম্ ॥
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
পূর্ণচন্দ্রনিভাং রক্তাং সদা চঞ্চললোচনাম্ ।
নানারত্নযুতাং ধন্যাং পাদে নূপুরশোভিতাম্ ॥
কিঙ্কিনী চ তথা কট্যাং রত্নকঙ্কণমণ্ডিতাম্ ।
কন্দর্পকোটি-লাবণ্যাং সদা মধুরহাসিনীম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং শিবে.
মাতৃকামালয়া জপ্ত্বা আজ্ঞাচক্রং সমানয়েৎ ॥
তত্রেতরেণ লিঙ্গেন যোজয়েৎ কুণ্ডলীং পরাম্ ।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং তত্র শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥
ততো বিশুদ্ধৌ তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ ।
তামিষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টশতং প্রিয়ে ! ॥
হৃৎপদ্মে তাং ততো নীত্বা বাণেন সহ যোজয়েৎ ।

সহিত মিলিত করাইয়া সহস্রার পদ্ম হইতে মূলাধারে আনয়ন করিবে এবং শম্ভুর সহিত সেই পরাশক্তি কুণ্ডলিনীকে অভিন্ন ভাবনা করিবে। সেই সহস্রদল পদ্মে কুণ্ডলিনীকে ইষ্টদেব-স্বরূপিণী, সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া (স্থিরযৌবনা), পীন ও উন্নত পয়োধর-বিশিষ্টা, নবযৌবনা, সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিতা, পূর্ণচন্দ্রতুল্য সৌন্দর্য্য-বিশিষ্টা, রক্তবর্ণা, সর্ব্বদা চঞ্চলনয়না, নানাবিধ রত্নযুক্তা, সৌভাগ্যবতী, পাদে নূপুরশোভিতা, কটিদেশে কিঙ্কিনী (ক্ষুদ্র ঘণ্টা) যুক্তা, রত্নকঙ্কণমণ্ডিতা, কোটি কন্দর্পতুল্য সুন্দরী ও সর্ব্বদা মধুর হাস্যযুক্তা ধ্যান করিবে। হে শিবে ! এইরূপ ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। মাতৃকামালায় [উক্ত মন্ত্র] জপ করিয়া [কুণ্ডলিনীকে] আজ্ঞাচক্রে আনয়ন করিবে। সেই স্থানে ইতর নামক লিঙ্গের সহিত পরা কুণ্ডলিনীকে মিলিত করিবে এবং সেই স্থানে [কুণ্ডলিনীকে] ব্রহ্মময়ী ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে ! তাহার পর বিশুদ্ধিচক্রে সেই কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করিয়া [তত্রস্থ] শিবের সহিত মিলিত করিবে এবং তাঁহাকে ইষ্টদেবতা-স্বরূপা চিন্তা

দেবীরূপাঞ্চ তাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
মণিপুরে তু তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
দেবীরূপাং চ তাং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥
স্বাধিষ্ঠানে ততো নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
যোজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং দেবীং ধ্যাত্বা প্রিয়ংবদে ! ॥
শতমষ্টোত্তবং জপ্ত্বা মূলাধারে তু তাং নয়েৎ।
তত্র লিঙ্গং স্বয়ম্ভুঞ্চ ধ্যায়েৎ কুন্দসমপ্রভম্ ॥
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
নানারত্নযুতং রম্যং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতম্ ॥
প্রসন্নবদনং শান্তং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্।
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎ-সর্ব্বভূষং কুন্দসমপ্রভম্ ॥৩৪॥
ষট্চক্রে পরমেশানি ! ধ্যায়েজ্ জগন্ময়ীং শিবাম্।
ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্ ॥
বিষতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্।
অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে ! ॥

করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর তাঁহাকে হৃৎপদ্মে লইয়া বাণ নামক শিবের সহিত মিলিত করিবে এবং তাঁহাকে দেবীরূপা চিন্তা করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর তাঁহাকে মণিপুরে লইয়া শিবের সহিত মিলিত করিবে এবং তাঁহাকে দেবীরূপা ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পব তাঁহাকে স্বাধিষ্ঠান চক্রে লইয়া শিবের সহিত মিলিত করিবে। হে প্রিয়ংবদে ! এইরূপে দেবীকে মিলিত করিয়া ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিয়া মূলাধারে তাঁহাকে আনয়ন করিবে। সেইস্থানে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে কুন্দপুষ্পবৎ প্রভাবিশিষ্ট, শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, নানারত্নযুক্ত, মনোহর, সার্দ্ধ-ত্রিবলয়যুক্ত কুণ্ডলিনী কর্তৃক আলিঙ্গিতদেহ, প্রসন্নবদন, শান্ত, নীলকণ্ঠ, জটাজূটধারী, অত্যুজ্জ্বল সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত, কুন্দপুষ্পতুল্য সুন্দর ধ্যান করিবে ॥ ৩৪ ॥

হে বরাননে ! হে পরমেশানি ! ষট্চক্রে পরা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জগন্ময়ী, শিবা, শক্তিরূপা, ভুজঙ্গরূপিণী, নিত্যা, মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা, দীপ্তিময়ী, সাক্ষাৎ অমৃতরূপিণী, অব্যক্তস্বরূপা, দিব্যা, ধ্যানগম্যা ধ্যান করিবে। হে দেবেশি ! [সাধক]

ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।
এবং দ্বাদশধা দেবি ! যাতায়াতং করোতি যঃ ॥
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মন্ত্রসিদ্ধো ন চান্যথা ।
যত্র তত্র মৃতশ্চায়ং গঙ্গায়াং শ্বপচালয়ে ॥
ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে নান্যথা প্রিয়ে ! ॥ ৩৫ ॥

অথ প্রার্থনা।—অহং দেবি ! ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥
হৃদিস্থয়া পরদেব্যা প্রেরিতশ্চ করোম্যহম্ ।
ন মে কিঞ্চিদ্ কচিদ্ বাপি কৃত্যমস্তি জগৎত্রয়ে ॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।
ত্বয়া মহাদেবি ! হৃদিস্থয়াঽহং যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
ত্রৈলোক্য-চৈতন্যময়ি ! ত্রিশক্তে ! শ্রীপার্ব্বতি ! ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা গৃহান্নির্গত্য সংযতঃ ।

ধ্যান করিয়া ও জপ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হন। যে সাধক এইরূপে দ্বাদশ বার [কুণ্ডলিনীকে] যাতাযাত করে অর্থাৎ করায়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মন্ত্রসিদ্ধ হয় অন্যথা মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না। হে প্রিয়ে ! এই সাধক যেখানে সেখানে গঙ্গাতীরে বা চণ্ডালগৃহে মৃত হইলেও ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে ; অন্যথা সম্ভব নয় ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর প্রার্থনা—হে দেবি ! আমি ব্রহ্ম ভিন্ন নহি, আমি ব্রহ্মই, [এজন্য] শোকভাগীও নহি। আমি সচ্চিদানন্দরূপ নিত্যমুক্ত, ব্রহ্মসত্তাই আমার সত্তা ; হৃদয়স্থিত পরদেবতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি কর্ম্ম করি। জগৎত্রয়ের (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের) কোন স্থলে আমার কোন কিছু কৃত্য নাই। আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু আমার [তাহাতে] প্রবৃত্তি নাই। অধর্ম্মও জানি, কিন্তু আমার [তাহা হইতে] নিবৃত্তি নাই। হে মহাদেবি ! তুমি আমার হৃদয়স্থিত হইয়া যেরূপে আমাকে নিযোগ করিতেছ, সেইরূপই আমি [কর্ম্ম] করি। হে ত্রৈলোক্য-চৈতন্যময়ি ! হে ত্রিশক্তে ! হে পার্ব্বতি ! তোমার শ্রীচরণের আজ্ঞানুসারেই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রীতির জন্য সংসার-যাত্রা অনুবর্ত্তন করিব। সংযত সাধক মনের দ্বারা এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক আচমন করিয়া

আচম্য প্রয়তো মন্ত্রী দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

দন্তধাবন-বিধিঃ

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—দন্তকাষ্ঠনখাদিত্বা পূজয়েদ্ যস্তু দেবতাম্ ।
তৎপূজা বিফলা দেবি ! মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—বিধায়াবশ্যকং শৌচমাচামং দন্তধাবনম্ ।
মুখপ্রক্ষালনাদীনি কৃত্বা স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥

অথ মুখপ্রক্ষালনমন্ত্রঃ দক্ষিণামূর্ত্তৌ—'ক্লীঁ কামদেবসর্ব্বজনপ্রিয়ায় নমঃ ।'
ক্লীমাত্মকং কামদেব-সর্ব্বজনমথালিখেৎ ।
প্রিয়ায় হৃদয়ান্তোঽয়ং মনুর্দন্তবিশুদ্ধয়ে ॥
চতুর্দশাক্ষরৈর্বক্ত্রং ক্ষালয়েৎ সিদ্ধিহেতবে ॥ ৩৮ ॥

স্নানবিধিঃ

যামলে— স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যাদিতা নৃণাম্ ।
তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—অরুণেঽনুদিতে মন্ত্রী তীর্থে বা বিমলে জলে ।
বৈদিকং স্নানমাচর্য্য তান্ত্রিকং স্নানমাচরেৎ ॥
পরখাতে যৎ কর্ত্তব্যং, তদাহ বিশ্বসারে—

দন্তধাবন করিবে ॥ ৩৬ ॥ তন্ত্রগন্ধর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ (দন্ত-ধাবন) না করিয়া দেবতাকে পূজা করে, হে দেবি ! তাহার পূজা বিফল। সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে নরকে গমন করে।" মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—"অবশ্য কর্ত্তব্য শৌচ, আচমন, দন্তধাবন করিয়া এবং মুখপ্রক্ষালন প্রভৃতি করিয়া স্নান করিবে" ॥৩৭॥

দক্ষিণামূর্ত্তি তন্ত্রে মুখপ্রক্ষালন মন্ত্র উক্ত হইয়াছে—"**ক্লীঁ কামদেব-সর্ব্বজন প্রিয়ায় নমঃ**"। [মন্ত্রোদ্ধারের প্রণালী] প্রথমে **ক্লীঁ কামদেব-সর্ব্বজন** পদ লিখিবে। অনন্তর **প্রিয়ায়** পদ লিখিবে। দন্তবিশুদ্ধির জন্য এই মন্ত্রটী হৃদয়ান্ত হইবে অর্থাৎ অন্তে **হৃদয়** (নমঃ) লিখিবে। (তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে)। সিদ্ধিলাভের জন্য [পূর্ব্বোক্ত] চতুর্দ্দশাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবে ॥৩৮॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মনুষ্যগণের শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সমস্ত ক্রিয়া স্নান-মূল, অর্থাৎ স্নানের পর অনুষ্ঠেয়; অতএব শ্রী, পুষ্টি ও আরোগ্যবর্দ্ধক স্নান [অবশ্য] কর্ত্তব্য।" মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—"সাধক অরুণোদয় কালে তীর্থে বা নির্ম্মল

পরখাতে তু কর্ত্তব্যঃ পঞ্চপিণ্ডোদ্ধরঃ সদা ॥ ৩৯ ॥

স্নানমন্ত্রঃ

মন্ত্রমাহ—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ।
পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম ॥

নীলতন্ত্রে—পুনর্নিমজ্য পয়সি সঙ্কল্পঞ্চ সমাচরেৎ।
ততঃ সঙ্কল্প্য মতিমান্ নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ॥
প্রীতয়ে স্বেষ্টদেবস্য স্নানং সর্ব্বত্র কারয়েৎ।
ইষ্টদেবতাপূজার্থং স্নানং কার্য্যং জলাশয়ে ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—অস্ত্রেণানীয় মৃৎস্নাং বৈ ত্রিভাগং তত্র কারয়েৎ।
ভাগমেকং জলে চৈব ক্ষিপেন্মন্ত্রং সমুচ্চরন্ ॥
এবং মূর্দ্ধাদি-নাভ্যন্তং পঠন্ মূলং বিলেপয়েৎ।
শেষন্তু পাদনাভ্যন্তং তথৈব পরিলেপয়েৎ ॥
অঙ্গে ষড়ঙ্গং বিন্যস্য প্রাণায়ামপুরঃসরম্।

জলে বৈদিক স্নান করিয়া তান্ত্রিক স্নান করিবে"। অন্যের জলাশয়ে [স্নানকালে] যাহা কর্ত্তব্য, বিশ্বসারতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—"[সুধী সাধক] অন্যের জলাশয়ে কিন্তু পাঁচটী মৃৎপিণ্ড নিত্য উত্তোলন করিবে ॥ ৩৯ ॥"

[মৃৎপিণ্ড উত্তোলন কালে পাঠ্য] মন্ত্র বলিতেছেন—**"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ"** ইত্যাদি (মূল দ্রষ্টব্য)। উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—"হে পঙ্ক! তুমি ওঠ ওঠ এবং পরের জন্য পুণ্য ত্যাগ (অর্পণ) কর। পাপসকল বিনাশ প্রাপ্ত হউক। আমায় সর্ব্বদা শান্তি দাও"। নীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জলে পুনরায় অবগাহন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। তাহার পর মতিমান্ সাধক সঙ্কল্প করিয়া নাভি পরিমাণ জলে অবস্থিত হইয়া নিজ ইষ্টদেবের প্রীতির জন্য সর্ব্বত্র স্নান করিবে। ইষ্টদেবতার পূজার জন্য জলাশয়ে স্নান [অবশ্য] কর্ত্তব্য ॥ ৪০ ॥"

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—"অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রের দ্বারা [জলাশয় হইতে] মৃত্তিকা আনিয়া সেই মৃত্তিকায় তিনটাই ভাগ করিবে। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এক ভাগ মৃত্তিকা জলেই নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক [দ্বিতীয় ভাগ নিজগাত্রে] মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন করিবে। শেষভাগ সেইরূপেই অর্থাৎ মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক [নিজগাত্রে] পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন করিবে। অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস

হৃন্মন্ত্রাঙ্কুশমুদ্রাভ্যাং তীর্থমাবাহ্য মণ্ডলাৎ ॥

মণ্ডলাৎ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥ ৪১ ॥

তীর্থাবাহনমন্ত্রঃ

ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে ! ।
তেন সত্যেন মে দেব ! তীর্থং দেহি দিবাকর ! ॥
ওঁ গঙ্গে ! চ যমুনে ! চৈব গোদাবরি ! সরস্বতি ! ।
নর্ম্মদে ! সিন্ধুকাবেরি ! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
ওঁ আবাহয়ামি দেবি ! ত্বাং । স্নানার্থমিহ সুন্দরি ! ।
এহি গঙ্গে ! নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে ! ॥ ৪২ ॥
এবমাবাহ্য বিধিবন্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ ।
আমন্ত্র্যাঽম্ভসি সংযোজ্য সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্ ॥
বিচিন্ত্য মন্ত্রী তন্মধ্যে নিমজ্জেন্ মূলমুচ্চরন্ ।
উত্থায়াচম্য তৎপশ্চাৎ ষড়ঙ্গন্যাস-সংযুতঃ ॥ ৪৩ ॥

আচমন-মন্ত্রঃ

যামলে—আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ ।

করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক হৃন্মন্ত্র (নমঃ) দ্বারা অঙ্কুশ মুদ্রাযোগে মণ্ডল হইতে ["ব্রহ্মাণ্ডে যানি" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা] তীর্থ আবাহন করিবে। "মণ্ডলাৎ" পদের অর্থ—সূর্য্যমণ্ডল হইতে ॥ ৪১ ॥ উক্ত আবাহন মন্ত্রের অর্থ—হে সূর্য্য ! ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমস্তই তোমার কিরণের দ্বারা স্পৃষ্ট। হে দেব দিবাকর ! সেই সত্যপ্রযুক্ত তুমি আমাকে তীর্থ প্রদান কর। হে গঙ্গে ! হে যমুনে ! হে গোদাবরি ! হে সরস্বতি ! হে নর্ম্মদে ! হে সিন্ধু ! হে কাবেরি ! [তোমরা] এই জলে সন্নিহিত হও। হে দেবি ! হে সুন্দরি ! আমি স্নানের জন্য তোমাকে আবাহন করিতেছি, গঙ্গে ! তুমি এস। হে সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে ! তোমায় নমস্কার।

বিধিপূর্ব্বক এইরূপ আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা [জল] অভিমন্ত্রিত করিবে। সাধক জলে [এইরূপে তীর্থ] আবাহন করিয়া, যোগ করিয়া ও সোম, সূর্য্য ও অগ্নি-মণ্ডল [সন্নিহিত] চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই জলমধ্যে অবগাহন করিবে। [জল মধ্য হইতে] উত্থিত হইয়া আচমন করিয়া তাহার পর ষড়ঙ্গ ন্যাস-যুক্ত হইবে অর্থাৎ ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে ॥৪৩॥ যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে প্রিয়ে ! সাধকাগ্রণী শুদ্ধ জলের দ্বারা আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—পরভাগে বহ্নিজায়া

বহ্নিজায়াং পরে দত্ত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে!॥ পাথসা জলেন।

অভিমন্ত্র্য ততস্তোয়ং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
ক্ষালয়েৎ তেন বপুষঃ কলুষং কুম্ভমুদ্রয়া।
আত্মানং দশধা সিঞ্চেন্ মুদ্রয়া কলশাখ্যয়া।
সপ্তকৃত্বোঽভিষিঞ্চেদ্ বা মন্বুনা মন্ত্রিতৈর্জ্জলৈঃ।

জ্ঞানার্ণবে—বামহস্তে কৃতা মুষ্টির্দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি!।
কলশাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥*॥ ৪৪ ॥

গৌতমীয়ে—পীড়য়িত্বাঽম্বরং চারু প্রক্ষাল্যাচম্য বাগ্‌যতঃ।
ধারয়েদ্ বাসসী শুদ্ধে পরীধানোত্তরীয়কে ॥
অচ্ছিন্নে সদশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ।
মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে দ্বে ভোগার্থী শ্বেতবাসসী ॥ ৪৫ ॥

শাক্ততিলক-বিধিঃ

তিলকং রক্তগন্ধেন চন্দনেন চ বা প্রিয়ে!।
দেব্যস্ত্রং বিলিখেদ্ ভালে তারাবীজং ততো হৃদি ॥

(স্বাহা) দিয়া, তদ্দ্বারা অর্থাৎ **আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা** মন্ত্রে আচমন করিবে। "পাথসা" অর্থ—জলেন অর্থাৎ জলদ্বারা।

তাহার পর সাধক মূলমন্ত্রের দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া কুম্ভমুদ্রায় সেই জলের দ্বারা দেহের পাপ ক্ষালন করিবে। সাধক কলশ নামক মুদ্রায় অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা আত্মাকে (দেহকে) দশবার সেচন করিবে। অথবা মন্ত্রদ্বারা সাতবার সেচন করিবে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—"হে পার্ব্বতি! বামহস্তে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি করিলেই কলশ নামক মুদ্রা হয়। উহা শুভজনক ও সর্ব্বপাপ বিনাশক।" গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধক বাগ্‌যত হইয়া উত্তমরূপে বস্ত্র ধৌত করিয়া ও নিপীড়ন করিয়া (নিঙড়াইয়া) আচমন পূর্ব্বক অচ্ছিন্ন ও দশাযুক্ত শুক্লবর্ণ দুইখানি বস্ত্র—পরিহিত ও উত্তরীয়—ধারণ করিবে। [তাহার পর] আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। মোক্ষার্থী দুইখানি রক্তবস্ত্র এবং ভোগার্থী দুইখানি শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিবে। ॥ ৪৫

হে প্রিয়ে! [তাহার পর] রক্তচন্দন বা চন্দন দ্বারা তিলক করিবে (১)। নরশ্রেষ্ঠ

---

* গুপ্তার্ণবতন্ত্রে কুম্ভমুদ্রালক্ষণন্তু—দক্ষাঙ্গুষ্ঠে পরাঙ্গুষ্ঠং ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশামেকমুষ্টিং কুম্ভমুদ্রাং বিদুর্বুধাঃ।

শক্তিং মধ্যগতাং কুর্য্যাৎ সাধকো নরপুঙ্গবঃ ॥

দেব্যস্ত্রং স্বস্বোপাসিত-দেব্যস্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ।

ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাদ্ যাং কাঞ্চিদ্ বৈদিকীং ক্রিয়াম্।
সা নিষ্ফলা ভবেদ্ ভূপ! ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ। কূর্ম্মপুরাণে—

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ৪৬ ॥

শিবধর্ম্মে—সিতেন ভস্মনা কুর্য্যাল্ললাটে যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥

ভস্মেত্যুপলক্ষণম, দ্রব্যান্তরেণাপি ত্রিপুণ্ড্রং কার্য্যম্। তথাচ ভবিষ্যে—

সর্ব্বস্ত্রিপুণ্ড্রকং কুর্য্যাদ্ যজ্ঞস্য ভস্মনা সদা।
তদলাভে চন্দনেন মৃদা বা বারিণাপি বা ॥
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম বিনা বিপ্রস্ত্রিপুণ্ড্রকম্।
ব্যর্থমেব ভবেৎ সর্ব্বং বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা ॥
সচ্ছিদ্রং কুরুতে যস্তু পুণ্ড্রং পশুমতির্দ্বিজঃ।

সাধক ললাটে দেবীর অস্ত্র লিখিবে অর্থাৎ অস্ত্রাকার তিলক করিবে। তাহার পর হৃদয়ে তারাবীজ লিখিবে এবং মধ্যস্থলে শক্তিবীজ লিখিবে। 'দেব্যস্ত্র' পদের অর্থ—নিজ নিজ উপাসিত দেবীর অস্ত্র লিখিবে। কারণ ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত বেদবিহিত যে কোন ক্রিয়া যদি ব্রহ্মা কর্তৃকও অনুষ্ঠিত হয়, হে মহারাজ! তবে তাহা নিষ্ফল।" কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত বা সৌর (সূর্য্যোপাসক) ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত পূজা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬ ॥"

শিব ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি শুভ্রবর্ণ ভস্ম দ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে"। ভস্মপদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ ভস্মপদটী অন্যান্য তিলক দ্রব্যকে লক্ষিত করিতেছে। [ভস্মের অভাবে] অন্য দ্রব্যের দ্বারাও তিলক কর্ত্তব্য। তাহাই ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"সমস্ত সাধক যজ্ঞভস্মের দ্বারা সর্ব্বদা তিলক করিবে। যজ্ঞভস্মের অভাবে চন্দন দ্বারা অথবা মৃত্তিকা দ্বারা অথবা জলের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে। বিপ্র ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত যে কোন কর্ম্ম করে, বন্ধ্যা স্ত্রী সহবাসের ন্যায় তাহার সমস্তই ব্যর্থ হইবে। যে মূঢ়মতি দ্বিজ ত্রিপুণ্ড্রকে সচ্ছিদ্র

ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু তস্য ছিদ্রং প্রজায়তে ॥ ৪৭ ॥
বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
অশূন্যঞ্চ করং কুর্য্যাৎ সুবর্ণ-রজতৈঃ কুশৈঃ ॥
সুবর্ণ-রজতঞ্চৈব জপ-পূজাদি-কর্ম্মসু।
এষ এব কুশঃ শাক্তে ন দর্ভো বনসম্ভবঃ।
তর্জ্জন্যাং রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া ॥ ৪৮ ॥

তান্ত্রিক-সন্ধ্যা

অথ সন্ধ্যাং প্রবক্ষ্যামি তান্ত্রিকীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
উপবিশ্যাচমেন্মন্ত্রী পয়োভির্হীনবুদ্‌বুদৈঃ ॥
ততশ্চ আত্মতত্ত্বায় বিদ্যাতত্ত্বায় তৎপরম্।
শিবতত্ত্বায় বৈ প্রোচ্য ক্রমেণ বহ্নিবল্লভাম্ ॥
মূলান্তৈরেভিরাচামেৎ পূর্ব্বোত্তরমুখঃ সুধীঃ।
আচমনং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥
ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য জলে মূলং জপেদ্ দশ।
কুশেন তজ্ জলং ভূমৌ ত্রির্মূর্দ্ধ্নি সপ্ত নিক্ষিপেৎ ॥

করে; তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ছিদ্র (বিঘ্ন) উৎপন্ন হয় ॥ ৪৭ ॥

তাহার পর সমাহিত হইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। সুবর্ণ, রজত বা কুশের দ্বারা হস্তকে অশূন্য করিবে অর্থাৎ সুবর্ণ, রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরী হস্তে ধারণ করিবে। শক্তিবিষয়ক জপ পূজাদি কার্য্যে স্বর্ণ বা রজতই কুশ, বনজাত দর্ভ কুশ নহে। তর্জ্জনীতে রজত এবং অনামিকায় স্বর্ণ ধারণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তান্ত্রিক সন্ধ্যা [বিধি] বলিব। দীক্ষিত সাধক [আসনে] উপবেশন করিয়া বুদ্‌বুদ্‌হীন জলের দ্বারা আচমন করিবে। তাহার পর সুধী সাধক পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া **আত্মতত্ত্বায়** এবং **বিদ্যাতত্ত্বায়** বলিয়া তাহার পর **শিবতত্ত্বায়** বলিয়া যথাক্রমে **বহ্নিবল্লভা** (স্বাহা) বলিয়া অর্থাৎ মূলের অন্তে **আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা**—এই তিনটী মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। তাহার পর আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ॥ ৪৯ ॥

ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া জলে দশ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। কুশের দ্বারা সেই জল ভূমিতে তিন বার এবং মস্তকে সাতবার নিক্ষেপ করিবে। হে দেবি! হে দেবেশি! তাহার

মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি! বামহস্তে জলং ততঃ।
গৃহীত্বা তজ্জলং দেবি! তত্র মূলং সমুচ্চরন্ ॥
শিব-বায়ু-জল-পৃথ্বী-বহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ।
অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া ॥
গলিতাম্বু ক্ষিপেন্ মূর্দ্ধ্নি শেষং দক্ষে নিধায় চ।
ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ ক্ষালিতৈঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচয়েৎ।
দক্ষহস্তে তু তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ ॥
পুরতো বজ্রপাষাণে প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রতঃ ॥ ৫০ ॥

তর্পণ-বিধিঃ

জলে যন্ত্রং সমালিখ্য তর্পয়েৎ পরদেবতাম্।
পূজয়িত্বা তত্র দেবীং পরিবার-সমন্বিতাম্ ॥
গুরুপঙ্‌ক্তীঃ প্রতর্প্যাথ তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ ॥
তৃপ্যতাং জগতাং মাতা ভৈরবস্তৃপ্যতাং তথা।

পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বামহস্তে জল লইয়া সেই জলে মূলমন্ত্র জপ করিয়া শিববীজ (হঁ), বায়ুবীজ (যঁ), জলবীজ (বঁ), পৃথিবী বীজ (লঁ) ও বহ্নিবীজ (রঁ) দ্বারা সেই জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তত্ত্ব-মুদ্রা দ্বারা [অঙ্গুলিচ্ছিদ্র] গলিত [সেই] জল সাতবার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া ইড়া নাড়ী দ্বারা দেহ মধ্যে আকর্ষণ করিয়া [সেই জল] প্রক্ষালিত পাপসমূহের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ [দেহমধ্যস্থ] সেই জলকে দক্ষনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা দক্ষিণ হস্তে বিরেচন (বাহির) করিবে। সাধক সেই বিরেচিত জলকে পাপরূপ চিন্তা করিয়া অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী [কল্পিত] বজ্রপাষাণে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৫০ ॥

[তাহার পর] জলে [ইষ্টদেবতার] যন্ত্র লিখিয়া পরদেবতাকে (ইষ্ট দেবতাকে) তর্পণ করিবে। সেই জলে পরিবারগণের সহিত দেবীকে পূজা করিয়া, গুরুপঙ্‌ক্তিকে তর্পণ করিয়া অনন্তর ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবে। [অথবা] উত্তর মুখ হইয়া কেবল দেবীকেই তর্পণ করিবে। [তর্পণ মন্ত্র—] **জগতাং মাতা তৃপ্যতাম্,**

মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরম্ ॥
স্বাহান্তে তর্পণং ত্বেবং পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া।
তর্পণঞ্চ প্রকুর্ব্বীত দ্বিতীয়ান্তমথোচ্চরন্ ॥
পঞ্চবিংশতিসংখ্যাতং দশধা বা ত্রিধাপি বা।
একৈকাঞ্জলিতোয়েন পরিবারাংস্তু তর্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥

সূর্য্যার্ঘ-দানম্

দিনেশায় ক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলিত্রয়ম্।
সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ওঁ হ্রীং হংস ইত্যপি ॥
মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি প্রকাশশক্তিসংযুতম্।
ঙেন্তং সমুচ্চার্য্য গ্রহরাশিযুতায় ঠদ্বয়ম্ ॥
ত্রিধাঞ্জলিং ক্ষিপেন্মন্ত্রী সিদ্ধয়ে সাঙ্গকর্ম্মণাম্।
তোয়াঞ্জলিং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ॥
আদিত্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যায়েৎ সূর্য্যস্বরূপিণীম্।
তত্তদ্গায়ত্রীমুচ্চার্য্য বিসৃজেদনয়ার্ঘকম্ ॥
গায়ত্রীং ভাবয়েদ্ দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে ধ্যানং কৃত্বা জপেৎ সুধীঃ ॥

এইরূপ **ভৈরবস্তর্পয়তাম্,** এইরূপ মূলমন্ত্রের অন্তে ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া 'তর্পয়ামি' বলিয়া তাহার পর শেষে 'স্বাহা' [বলিবে] অর্থাৎ মূল **অমুকং [অমুকীং বা] তর্পয়ামি স্বাহা** বলিয়া এক একবার জল দিবে ; এইরূপ তর্পণ ২৫ বার করিবে। অনন্তর দ্বিতীয়ান্ত [ইষ্ট] নাম উচ্চারণ করিয়া ২৫ বার, ১০ বার অথবা ৩ বার তর্পণ করিবে। এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা পরিবারগণকে তর্পণ করিবে ॥ ৫১ ॥

সাধক অঙ্গকার্য্যের সহিত প্রধান কার্য্যের সিদ্ধির জন্য **ওঁ হ্রীঁ হংস** এইরূপ সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া **মার্ত্তণ্ডভৈরবায়** এবং ঙেন্ত (চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত) প্রকাশ-শক্তিসংযুত অর্থাৎ **প্রকাশশক্তিসংযুতায়** উচ্চারণ করিয়া **গ্রহরাশিযুতায়** ও ঠদ্বয় (**স্বাহা**) উচ্চারণ করিয়া তিন বার জলাঞ্জলি দিবে। তাহার পর সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া জলাঞ্জলি দিয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে সূর্য্যস্বরূপা ধ্যান করিবে। সেই সেই (ইষ্টদেবতার) গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া ইহা দ্বারা অর্ঘ্য বিসর্জ্জন (প্রদান) করিবে। গায়ত্রী দেবীকে সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-

ধ্যানং কৃত্বেতি। বীজত্রয়রূপাং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

কুণ্ডলিনীধ্যানম্

কুণ্ডলিনীং ত্রিধা দেবি! তথা বীজত্রয়ং ত্রিধা।
তুরীয়াং কুণ্ডলীং মূর্দ্ধ্নি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণীম্ ॥
বাগ্‌ভবং মূলদেশে চ দ্রবস্বর্ণনিভং স্মরেৎ।
বহ্নিকুণ্ডলিনীং নিত্যাং বালার্কসদৃশারুণাম্ ॥
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ সূর্য্যকোটি-সমপ্রভম্।
সূর্য্যকুণ্ডলিনীং তত্র নিত্যানন্দস্বরূপিণীম্ ॥
ভ্রূমধ্যে শক্তিবীজঞ্চ কোটিচন্দ্র-সমপ্রভম্
চন্দ্রকুণ্ডলিনীং তত্র স্রবদমৃতবিগ্রহাম্ ॥
বীজত্রয়ময়ীং বিন্দৌ তূর্য্যাং বিন্দুত্রয়াত্মিকাম্।
তূর্য্যকুণ্ডলিনীং দেবি! কেবলাং জ্ঞানবিগ্রহাম্ ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে মূলাধারে—বালার্কমণ্ডলাভাসাং ভানুবহ্নীন্দুলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশৌ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং স্মরেৎ ॥

মধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। সুধী সাধক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে [দেবীকে] ধ্যান করিয়া জপ করিবে। 'ধ্যানং কৃত্বা' এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—বীজত্রয়স্বরূপা কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে ॥ ৫২ ॥

হে দেবি! কুণ্ডলিনীকে তিন প্রকার, বীজত্রয়কে তিন প্রকার এবং মস্তকে তুরীয়া কুণ্ডলিনীকে নিত্যানন্দস্বরূপা চিন্তা করিবে। মূলাধারে বাগ্‌ভব বীজকে (ঐঁ) গলিত স্বর্ণের ন্যায় ভাবনা করিবে। বহ্নিকুণ্ডলিনীকে নিত্যা ও বাল (নবোদিত) সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা ভাবনা করিবে। হৃদয়ে কামবীজকে (ক্লীঁ), কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ চিন্তা করিবে এবং সে স্থানে সূর্য্যকুণ্ডলিনীকে নিত্যানন্দস্বরূপা চিন্তা করিবে। ভ্রূমধ্যে শক্তিবীজকে (হ্রীঁ) কোটি চন্দ্রতুল্য প্রভাযুক্ত ভাবনা করিবে এবং সে স্থানে চন্দ্রকুণ্ডলিনীকে গলিত অমৃতময় শরীর বিশিষ্টা চিন্তা করিবে। হে দেবি! বিন্দুতে বীজত্রয়রূপা তূর্য্যা কুণ্ডলিনীকে বিন্দুত্রয়স্বরূপা চিন্তা করিবে। তূর্য্যা কুণ্ডলিনীকে কেবল জ্ঞানময় শরীর ভাবনা করিবে ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে মূলাধার পদ্মে—কুণ্ডলিনী শক্তিকে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা, রবি, অগ্নি ও চন্দ্ররূপ নয়নত্রয় বিশিষ্টা, হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শর ও চাপধারিণী চিন্তা

মধ্যাহ্নে হৃৎপদ্মে—মধ্যাহ্নে চিন্তয়েদ্ দেবীং নবযৌবন-শোভিতাম্ ।
সায়াহ্নে ভ্রূমধ্যে—সায়াহ্নে চিন্তয়েদ্ দেবীং ত্রৈলোক্যৈক-প্রভাময়ীম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নামুজ্জ্বলাং পরমাং কলাম্ ॥
রাত্রৌ সহস্রারে—তামেব চিন্তয়েদ্রাত্রৌ ভোগী ভোগপরায়ণাম্ । ॥৫৪॥

গায়ত্রীজপবিধিঃ

গায়ত্রীং প্রজপেদ্ বিদ্বানষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া ।
মনসা প্রজপেন্ মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ বিশেষতঃ ॥
গান্ধর্ব্বে—গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রী তেন চোচ্যতে ।
মহাপাতক-যুক্তোঽপি প্রজপেদ্ দশধা যদি ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি ! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ।
অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং জপতে যদি ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তো ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ।
অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ ॥ ৫৫ ॥
আর্দ্রবস্ত্রেণ যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ যামলে—
নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা দেবীমর্কগতাং স্মরন্ ।
জপেদষ্টোত্তরশতং লভতে মহতীং শ্রিয়ম্ ॥

করিবে। মধ্যাহ্নে হৃদয়পদ্মে—মধ্যাহ্ন কালে দেবীকে নবযৌবন-শোভিতা ভাবনা করিবে। সায়াহ্নে ভ্রূমধ্যে—সায়াহ্নকালে দেবীকে ত্রিলোকের মিলিত প্রভার ন্যায় প্রভাময়ী. নবযৌবনা, দীপ্তিমতী ও পরমা কলা ভাবনা করিবে। রাত্রিতে সহস্রার পদ্মে—রাত্রিতে সেই কুণ্ডলিনীকে ভোগী ব্যক্তি ভোগপরায়ণা চিন্তা করিবে ॥ ৫৪ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি ২৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে। মনের দ্বারা মন্ত্র—বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যেহেতু গানকারীকে (জপকারীকে) [বিপদ্ হইতে] ত্রাণ করে, সেই হেতু [উহা] 'গায়ত্রী' নামে কথিত হইতেছে। মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি দশবার গায়ত্রী জপ করে, হে মহাদেবি ! সত্য সত্য সে তৎক্ষণাৎ [পাপ হইতে] মুক্ত হয়। যদি ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করে, তবে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পূজায় অধিকারী হয়। ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্রও ১০৮ বার জপ করিবে ॥ ৫৫ ॥

আর্দ্রবস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য, যামলতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি নাভি-